[সাবেক অভিনেত্রী নাজনীন আক্তার হ্যাপীর দ্বীনের পথে
উঠে আসার অশ্রুভেজা ঈমানদীপ্ত সাক্ষাৎকার]

হ্যাপী থেকে আমাতুল্লাহ

সাক্ষাৎকার গ্রহণ

সাদিকা সুলতানা সাকী

Scanned by CamScanner

ত্যাগী থেকে আলমাতুল্লাত

সাক্ষাৎকার গ্রহণ

সাদিকা সুলতানা সাকী

সম্পাদনা

আবদুল্লাহ আল ফারুক

Scanned by CamScanner

অর্পণ

'আমাতুল্লাহ'র আম্মু।
যার সম্পর্কে আমাতুল্লাহ বলেন, 'আমার কাছে
সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব হলেন আমার আম্মু।
ছোটবেলা থেকে তিনি আমাকে কোলে-পিঠে
করে, আদর-মমতার আঁচলে আগলে রেখে বড়
করেছেন। যিনি আমাকে অনেক অনেক
ভালোবাসেন।'



Scanned by CamScanner

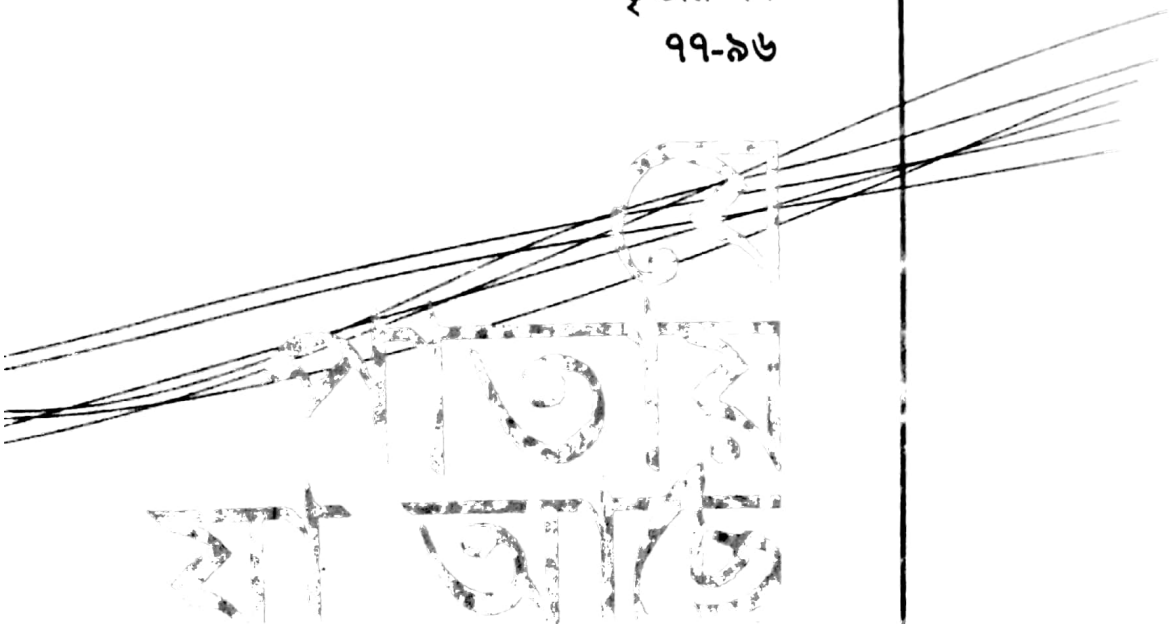


যে পাতায় যা আছে

সাক্ষাৎকারের
প্রথম পর্ব
১৩-৬২

সাক্ষাৎকারের
দ্বিতীয় পর্ব
৬৩-৭৬

সাক্ষাৎকারের
তৃতীয় পর্ব
৭৭-৯৬



Scanned by CamScanner

কৈ ফি য় ত

হ্যাপী থেকে আমাতুল্লাহ।

বইটি একজন সাবেক অভিনেত্রীর সাক্ষাৎকার। মে মাসের এক সূর্যরাঙা সকালে আমরা তার বাসায় তার মুখোমুখি হয়েছিলাম একগাদা প্রশ্ন হাতে। আনন্দঘন সেই সাক্ষাতে তাঁকে আমরা একের পর এক প্রশ্ন করেছি। তাঁর পরিবার, ক্যারিয়ার, আগের জীবন, বর্তমান জীবন, সংসার, স্বামী, তাঁর স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা সম্পর্কে ক্রমাগত প্রশ্ন করেছি। আল্লাহর এই বান্দি আমাদের সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন অবলীলায়, অকপটে। কোনো কৃত্রিমতা বা ভণিতার আশ্রয় নেননি।

যেমন আমরা তাকে প্রশ্ন করেছি, 'আপনি আপনার সন্তান নিয়ে কী স্বপ্ন দেখেন?'

উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি আমার সন্তান নিয়ে এ স্বপ্ন দেখি যে, আমি যদি আমার আমলের কারণে হাশরের ময়দানে নাজাত না পাই, যদি পুলসিরাত পার হতে না পারি তা হলে ওরা যেন আমার নাজাতের উসিলা হয়। আমার খুব ইচ্ছে— ওরা হবে হাফেয, আলেম, কারী, মুফতী, মুহাদ্দিস। আমি যেন ওদেরকে দ্বীনদার সন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। দেখা গেল, আখেরাতের ময়দানে আমি আমার আমল দিয়ে নাজাত পাচ্ছি না, তখন যেন ওরা আমার হাত ধরে এই কঠিন দুঃসময় থেকে আমাকে উদ্ধার করে জান্নাতে পৌঁছে দেয়।'

আমরা আলোচনার সুবিধার্থে সাক্ষাৎকারটিকে তিনটি ভিন্ন পর্বে ভাগ করেছি। প্রথম পর্বে আমরা তাঁর প্রাথমিক পরিচয় জানতে চেয়েছি। দ্বিতীয় পর্বে আমরা তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত কিছু বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করছি। আর তৃতীয় পর্বে আমরা আলোচনা করেছি, তাঁর বর্তমান

Scanned by CamScanner

জীবন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা সম্পর্কে। আমরা মনে করি, তিন পর্বের এই ধারাবাহিক সাক্ষাৎকার পাঠকবর্গের হাতে তাঁর জীবনের আদ্যোপান্ত মেলে ধরবে।

তাঁর কথাগুলো সত্যি আমাদের হৃদয় ছুঁয়েছে। সাক্ষাৎকারটি নেওয়ার মাধ্যমে আমরা বুঝেছি, আমাদের সমাজব্যবস্থা এমন যে, এখানে একটি মেয়ে চাইলে খুব সহজে 'হ্যাপী' হয়ে বেড়ে উঠতে পারবে। গোটা সমাজ তাকে তরতর করে এগিয়ে দেবে।

কিন্তু একটা মেয়ে যদি 'আমাতুল্লাহ' হতে চায়, বা 'হ্যাপী' থেকে 'আমাতুল্লাহ' হতে চায় তা হলে আমাদের সমাজ তাকে পদে পদে আটকে রাখবে। তার পথ আগলে দাঁড়াবে। তার চলার পথ সংকুচিত করে দেবে। তার পথের ওপর কাঁটা বিছিয়ে রাখবে।

হয়তো অন্ধকার থেকে আলোর পথে উঠে আসার সেই পথ এখনো পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি; কিন্তু ওপথ বড্ড বিপৎসংকুল। বড় বেশি কাঁটাভরা।

সাক্ষাৎকারটি আমরা এজন্যে প্রকাশ করছি যে, এর কথাগুলো কিছু বিষয়ের দিকে আঙুল তুলে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আমাদের বিরাজমান সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের আরেকটু ভাবতে শেখাবে।

আল্লাহর কোনো একজন বান্দা-বান্দি যদি এ বইটির উসিলায় হিদায়াতের আলো খুঁজে পান, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আসার পাথেয় পান, আমরা আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব।

নিবেদন্তে
সাদিকা সুলতানা সাকী

Scanned by CamScanner

সম্পাদকের কথা

নাজনীন আক্তার হ্যাপী।

এই তো কিছুদিন আগেও তিনি ছিলেন সময়ের জনপ্রিয় নায়িকা। অর্থ, গ্ল্যামার, জনপ্রিয়তা, শোবিজ জগতে অবস্থান— সবই ছিল তাঁর।

কিন্তু সেসব ছেড়ে এখন তিনি আপদমস্তক পর্দাবৃত দ্বীনদার মুসলিম নারী। সিনেমার কৃত্রিম নিয়ন আলোর জগৎ ছেড়ে চলে এসেছেন হিদায়াতের আলোকিত ভুবনে। পড়াশুনা করছেন মাদরাসায়। যাচ্ছেন দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে। নিজে যেমন দ্বীনের ওপর উঠে এসেছেন, তেমনই অন্যকেও দ্বীনের পথে ডেকে যাচ্ছেন নিরন্তর। এমনকি এত দিনের সুপরিচিত নাম 'হ্যাপী' ছেড়ে এখন তিনি নিজের পরিচয় দিচ্ছেন 'আমাতুল্লাহ'।

কীভাবে হলো এত বড় পরিবর্তন? তাঁর জীবনে আলোর এমন উদ্ভাসিত ঝলক কোত্থেকে এল? কীভাবে তিনি 'হ্যাপি' থেকে 'আমাতুল্লাহ' হলেন? সেলুলয়েডের তীব্র আকর্ষণ উপেক্ষা করে কীভাবে তিনি চলে এলেন মাদরাসার অন্দরমহলে? তাঁর হিদায়াতের রাজপথে উঠে আসার সরু পথ কি ফুলের মতো কোমল ছিল? না-কি তাকে মাড়াতে হয়েছে অবর্ণনীয় কষ্ট, উপেক্ষা ও নির্যাতনের কণ্টকাকীর্ণ পথ? জীবনের এই আকস্মিক পটপরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাকে কি শুধু নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে? না-কি লড়তে হয়েছে এতদিনের চেনা মুখ আর সুপরিচিত স্বজনদের সঙ্গেও?

এমন কিছু প্রশ্ন নিয়ে আমরা মুখোমুখি হয়েছিলাম তাঁর সঙ্গে। তিনি আমাদের কাছে বলেছেন তাঁর জীবনের আদ্যোপান্ত। শৈশব, তারুণ্য, দাম্পত্য জীবন থেকে শুরু করে জীবনের সুখ-দুখের কথাগুলো তিনি অকপটে আলোচনা করেছেন। তিনি যেমন তাঁর স্বপ্নের কথা বলেছেন, তেমনই বলেছেন স্বপ্নভঙ্গের ব্যথাভরা অনুভূতির কথাও।

Scanned by CamScanner

সত্যি বলছি, আমাদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় যখন তিনি তাঁর জীবনের সেই বেদনাবিধুর উপাখ্যান বলছিলেন, আমরা আমাদের চোখের অশ্রু ধরে রাখতে পারিনি। হিদায়াতের পথে বার বার তাঁর পা পিছলে পড়া, আর এরপর আবার উঠে দাঁড়ানোর সংগ্রামের অশ্রুভেজা কথাগুলো শুনে আমাদের চোখ থেকেও টপ টপ অশ্রু ঝরেছে। খুব কষ্টে নিজেদের সামলে নিয়ে সাক্ষাৎকার সম্পন্ন করতে হয়েছে।

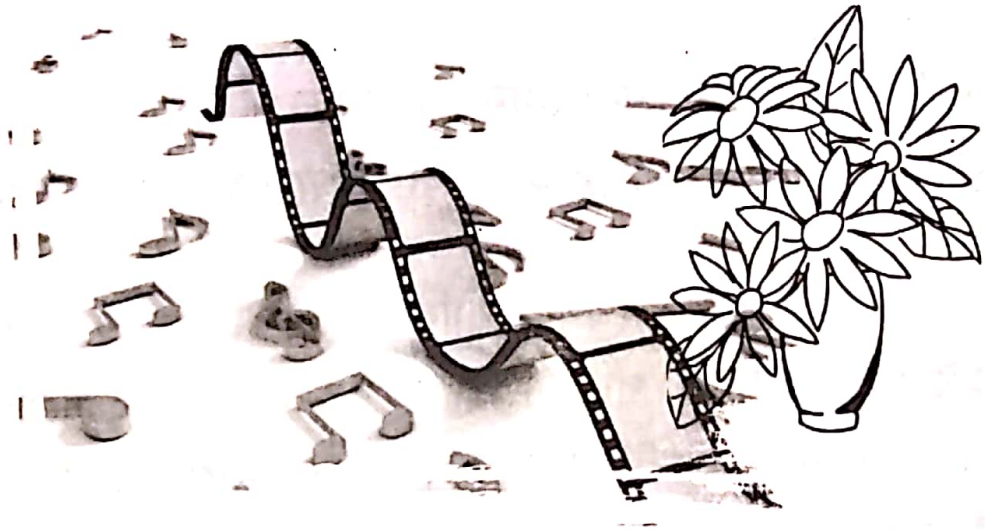
আমরা চেষ্টা করেছি, আমাতুল্লাহর কথাগুলো অবিকল আমাতুল্লাহর ভাষায় তুলে ধরতে। আমরা চেষ্টা করেছি, তার কথাগুলো যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন রেখে আপনাদের হাতে তুলে দিতে। আশা করি, আপনারা বইটি পড়ে একটি জীবন্ত সাক্ষাৎকারের স্বাদ অনুভব করবেন।

বইটি প্রকাশের জন্যে মাকতাবাতুল আযহারের সত্ত্বাধিকারী মাওলানা ওবায়দুল্লাহর আন্তরিক শুকরিয়া আদায় করছি। তিনি শুরু থেকেই আমাদের পাশে ছিলেন। কীভাবে একটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর বই উপহার দেওয়া যায়, তার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রকাশনা ও পরিবেশনার সব দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন। আজ অনেক দিন যাবত তিনি খুবই অসুস্থ। বলতে গেলে, শয্যাশায়ী। কতোটা ভালোবাসলে একজন শয্যাশায়ী অসুস্থ মানুষ একটি বইয়ের প্রকাশনার প্রতি এতটা মনোযোগ ও গুরুত্ব ধরে রাখতে পারেন— তাকে না দেখলে তা বিশ্বাস হত না। মহান আল্লাহ তাকে দ্রুত সুস্থ করে দিন। আমিন।

ইনশাআল্লাহ, ভবিষ্যতে ধারাবাহিকভাবে আরও কিছু 'আমাতুল্লাহ'র জীবনগল্প আপনাদের হাতে তুলে দিতে চেষ্টা করব। সবার কাছে আন্তরিক দুআ কামনা করছি।

ওয়াস-সালাম
আবদুল্লাহ আল ফারুক
আশুলিয়া, ঢাকা

Scanned by CamScanner



প্রথম পর্ব

[এ পর্বে আমরা আমাতুল্লাহর
পারিবারিক জীবন,
পড়াশুনা, মিডিয়ায় পদার্পণ,
হিদায়াতের পথে
সংগ্রাম, স্বামী-সংসার,
পরিবার-পরিজন
ও নতুন জীবন জানবো]

Scanned by CamScanner

সাকী : আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।
আমাতুল্লাহ : ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

সাকী : আল্লাহ আপনাকে কেমন রেখেছেন?
আমাতুল্লাহ : আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ অনেক ভালো রেখেছেন।

সাকী : প্রথমে আমরা আপনার পারিবারিক পরিচয় জানতে চাচ্ছি।
আমাতুল্লাহ : আমার পরিচয় হচ্ছে, আমার নাম নাজনীন আক্তার হ্যাপী। জীবনের একটা সময় আমি এ নামেই পরিচিত ছিলাম। আমার পরিবারে আমার আব্বু, আম্মু, ভাই-বোন সবাই আছেন। ভাই-বোনদের আমিই সবার বড়। আমার আব্বু একজন সরকারি চাকুরিজীবী ছিলেন। আর্মিতে ছিলেন। মিশন থেকে আসার পর এখন বিজনেস করছেন। আর আমার আম্মু হাউজ ওয়াইফ [গৃহিণী]।

সাকী : শৈশবে আপনি আপনার পরিবারে দ্বীনের চর্চা কতটুকু দেখেছেন?

আমাতুল্লাহ : শৈশবে আমি আমার পরিবারে যতটুকু দেখেছি তা হলো আমার পরিবার ছিল একটি সাধারণ মুসলিম পরিবার। এ দেশের অন্য আট-দশটা সাধারণ পরিবারের মতোই ছিল আমাদের পরিবার। আমার আব্বু শুক্রবারে জুমার নামায পড়তে যেতেন। বিশেষ দিনগুলোতে আমার আম্মু নামায পড়তেন। মাঝে-মধ্যে নামায পড়তেন। ব্যস, এতটুকুই ছিল। পর্দা করা বা পরিপূর্ণ ইসলামের ওপর

Scanned by CamScanner

চলা— এমনটা আমি কখনো দেখিনি। শৈশবে আমার ইসলাম সম্পর্কে ধারণা ছিল খুবই অল্প। আমরা মনে করতাম, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া, ভালো কাজ করা— এতটুকুর মাঝেই ইসলাম সীমাবদ্ধ। আমার কাছে সব সময় এটাই মনে হত। আমি আমার পরিবারে এর অধিক ইসলাম পালন করতে দেখিনি। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া যে ফরয, পর্দা করা যে ইসলামের আবশ্যিক বিধান— এমনটি আমি আমার পরিবারে কখনো দেখিনি। তারা এ বিষয়ে খুব উদাসীন ছিলেন।

এটাও আমার দুর্ভাগ্য যে, আমার আশপাশের পরিবারগুলোও ছিল আমাদের মতো সাধারণ মুসলিম পরিবার। ইসলামের সামগ্রিক বিধান জানার সুযোগ আমি আমার শৈশবে কখনো পাইনি। ইসলাম সম্পর্কে আমার জ্ঞান ছিল অতি সামান্য। খুবই সাধারণ। এর বাইরে বেশি কিছু জানার সুযোগ আমি পাইনি। ইসলাম সম্পর্কে আমি অতি সাধারণ জ্ঞান নিয়েই বড় হয়েছি। এর বাইরে কখনো কিছু দেখিনি।

আসলে একজন মানুষের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে তার পরিবারের ভূমিকা অনেক বড়। প্রতিটি মানুষ তার পরিবারে যে পরিবেশ পায়, সে কিন্তু সেভাবেই গড়ে ওঠে। সে তার পরিবারের লোকজনকে যেভাবে দেখে, ঠিক সেভাবে, সে আদর্শে সে বড় হয়ে ওঠে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ছোট থেকেই আমি সংস্কৃতিমনা ছিলাম। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ওপর আমার খুব আগ্রহ ছিল। আমার পরিবার আমাকে এ সব বিষয়ে শতভাগ সহযোগিতা করেছে। তারা আমাকে গানের স্কুলে ভর্তি করেছে। নাচের স্কুলে ভর্তি করেছে। আমি সেখানে গান শিখেছি। নাচ শিখেছি। খেলাধুলা করেছি। এ কাজগুলো শুধু অন্যের উৎসাহে করেছি— এমন নয়। আমার নিজের ভেতর এগুলোর প্রতি যেমন উৎসাহ ছিল, তেমনই আমার আম্মু-আব্বুসহ পরিবারের সদস্যরাও আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। আমার এ চাওয়াগুলো পূরণ করতে তারা পূর্ণ চেষ্টা করেছেন।

আমি কখনো পরিবারের কাউকে একথা শুনিনি যে, তুমি গান গেয়ো না। নেচো না। এগুলো গুনাহ। এমন কথা আমি আমার কানে কখনো

Scanned by CamScanner

শুনিনি। অর্থাৎ আমার শৈশব থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে কারও কাছ থেকে এ বিষয়ে অমত পাইনি। কেউ আমাকে বারণ করেনি। হ্যাঁ, আমি বড় হওয়ার পর শুনেছি যে, এগুলো গুনাহ। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত আমি এমন সংস্কৃতিমনা হয়েই বড় হয়েছি।

এ কথাগুলোর অর্থ এ নয় যে, আমি একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বড় হয়েছি। আমার পরিবারের লোকজন খুব বেশি সংস্কৃতিঘেষাও ছিলেন না। বরং এ ক্ষেত্রে আমার মনের ইচ্ছেটাই সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। ছোটকাল থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল, আমি নায়িকা হব। আমি সব সময় নিজেকে নায়িকা ভাবতাম। আসতাগফিরুল্লাহ, ছোটকালেই কেউ যখন আমাকে জিজ্ঞেস করত যে, তুমি বড় হয়ে কী হবে? তখন আমি বলতাম, আমি নায়িকা হব। এটাই ছিল আমার একমাত্র স্বপ্ন। আমার জীবনের একক লক্ষ্য। বড়দের কাছ থেকে শুনেছি যে, আমার যখন তিন বছর বয়স তখন টিভিতে গান বাজলেই আমি নাচা শুরু করতাম। এমনকি ঘুমের ভেতরও আমি গান গাইতাম।

সাকী : এ সময় আপনাকে কি কেউ নামায পড়তে বলেছেন? বা পর্দা করতে বলেছেন।

আমাতুল্লাহ : না, আমাকে কেউ এ বিষয়ে শাসন করেনি। আম্মুকে দেখতাম, মাঝে-মধ্যে নামায পড়ছেন। কিন্তু আমারও যে নামায পড়তে হবে, পর্দা করতে হবে, এমন নির্দেশ বা গুরুত্বের সঙ্গে বলা— এমনটি আমি পাইনি। কেউ শাসন করেনি, বা জোর দিয়ে বলেনি যে, তোমাকে নামায পড়তে হবে, তোমাকে পর্দা করতে হবে। দেখা গেল, আমরা ভাই-বোন একসঙ্গে খেলাধুলা করছি। নামাযের সময় হলো। কেউ হয়তো এসে আমাদের বললেন, নামায পড়ো। ব্যস, এতটুকুই। কিন্তু খেলাধুলা ছেড়ে নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে নামায পড়তে হবে, এমনটি কেউ কখনো বলেনি। অর্থাৎ নামাযের ব্যাপারে শাসন ছিল না। নামায না পড়লে কেউ এসে জিজ্ঞেস করেনি যে, কেন নামায পড়োনি?

Scanned by CamScanner

সাকী : আপনি কতটুকু পড়াশুনা করেছেন?

আমাতুল্লাহ : আমি ইন্টার কমপ্লিট করেছি। ইন্টারে পড়ার সময়ই আমি মিডিয়াতে কাজ শুরু করি। ঢাকার একটি কলেজ থেকে আমি ইন্টার সম্পন্ন করেছি। এরপর যখন ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সময় চলে আসে তখন আমি পুরোদমে মিডিয়ায় ব্যস্ত। এত বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে, ভার্সিটিতে ভর্তি হব হব করেও কেনযেন ভর্তি হইনি। তারপরও ভর্তি হওয়ার সুযোগ আছে; কিন্তু ওই সময় আমার জীবনে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটি ঘটে। আমি মাদরাসায় চলে আসি। আসলে এখানে আল্লাহই আমাকে হিফাযত করেছেন। ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সময়টিতে তিনি আমাকে জীবনের নতুন পথে তুলে দিয়েছেন।

সাকী : আপনি যেখানে পড়াশুনা করেছেন, সেই বিদ্যাপীঠ আপনাকে দ্বীনের পথে কতটুকু পথ দেখিয়েছে? এ ক্ষেত্রে আপনার অভিমত ও পরামর্শ কী?

আমাতুল্লাহ : আসলে আমি যতটুকু দেখেছি, সবখানে খুবই দুঃখজনক পরিবেশ বিরাজ করছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এমন যে, এর মাধ্যমে বদদ্বীনি ছড়ানোর কাজটিই বেশি বেশি হচ্ছে। আপনি এ রকম কয়টা স্কুল পাবেন যেখানে ছেলেরা আলাদা পড়ছে, মেয়েরা আলাদা পড়ছে। এ রকম কিন্তু নেই। সবখানে সহশিক্ষার প্রচলন রয়েছে। ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে পড়ছে। এভাবে জীবনের শুরুতেই দ্বীন নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে পড়ার মাধ্যমে পর্দার খেলাফ হচ্ছে। সহশিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহর অনেক বড় একটি হুকুম অমান্য করা হচ্ছে। এমন পরিবেশ কখনো শিক্ষার্থীকে দ্বীনের পথ দেখায় না। এমন পরিবেশের কারণে আমাদের মন থেকে পর্দার গুরুত্ব চলে যাচ্ছে। ইসলাম আমাকে পর্দার কথা বলেছে, পরপুরুষের সঙ্গে কথা বললে আমার গুনাহ হবে— এই অনুভূতিগুলো সহশিক্ষার প্রভাবে আমাদের মন থেকে উঠে যাচ্ছে।

আমার স্কুল ছোটবেলা থেকেই আমাকে শেখাচ্ছে যে, ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে থাকা স্বাভাবিক বিষয়। একসঙ্গে পড়া, একসঙ্গে চলা, বন্ধুত্ব

Scanned by CamScanner

করা— এগুলো খুবই স্বাভাবিক। কাজেই এমন পরিবেশ কখনো আমাকে দ্বীনের পথ দেখায়নি।

হ্যাঁ, স্কুলের অনেকগুলো সাবজেক্টের মধ্যে একটি হচ্ছে ইসলাম শিক্ষা। আপনি দেখবেন, স্কুলে এই সাবজেক্টের ওপর অন্য সাবজেক্টগুলোকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। আর ওখানে ইসলাম শিক্ষা নিয়ে আলোচনা খুবই অল্প। সেখানে শিক্ষার্থীদের যে বিষয়গুলো জানা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা নেই। ইসলাম শিক্ষার বইগুলোতে কয়টা মাসআলা আছে? কোনো মাসআলা নেই। আমি কীভাবে ফরয গোসল করব, কীভাবে ইবাদত করব, দ্বীনের পথে চলতে গেলে যেই মাসআলাগুলো জানা আমার-আপনার প্রত্যেকের ওপর আবশ্যক, সেগুলো কিন্তু ওই বইয়ে নেই।

আমি কীভাবে সুন্নত তরিকায় জীবনযাপন করব, এ বিষয়গুলো কিন্তু ইসলাম শিক্ষা বইয়ে নেই। আল্লাহর হুকুম মুতাবেক জীবন যাপনের পদ্ধতি সেখানে নেই। ইসলাম শিক্ষার যে বইগুলো স্কুলে পড়ানো হয় তার থেকে পুরোপুরি দ্বীন শেখা যায় না। সেখানে শেখার মতো বিশেষ কোনো আলোচনা নেই। অল্প কিছু ইতিহাস, অল্প কিছু নিয়ম-কানুন— এ মিলিয়েই ইসলাম শিক্ষা বই। মাদরাসায় যেভাবে দ্বীন শেখা যায়, মাদরাসার বইগুলোতে দ্বীন শেখার যেই ব্যাপক ব্যবস্থা রয়েছে, তা কিন্তু স্কুলের কোনো শিক্ষার্থী 'ইসলাম শিক্ষা' বই থেকে শেখার সুযোগ পায় না।

স্কুলের বইগুলো আমাদের কী শেখাচ্ছে? আমাদেরকে শেখাচ্ছে, তোমাকে ডক্টর হতে হবে, ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। অর্থাৎ দুনিয়া শেখাচ্ছে। তোমাকে নারীত্ব জাহির করতে হবে। তুমি নারী। নারী হয়ে থেমে থাকা যাবে না। পুরুষের সমান সমান অধিকার তোমার রয়েছে। আমাকে এসব শেখানো হচ্ছে। কাজেই আমি বলব, এসব বিদ্যালয়ে আমি কখনো দ্বীন শেখার সুযোগ পাইনি।

এ ক্ষেত্রে আমার কাছে যদি পরামর্শ ও অভিমত চাওয়া হয় তা হলে আমি বলব, অবশ্যই সব ধরনের পড়াশুনার প্রয়োজন রয়েছে।

Scanned by CamScanner

কিন্তু এভাবে না। বাংলাদেশে পড়াশুনার যেই সিস্টেম রয়েছে, সেই সিস্টেমে একজন শিক্ষার্থী দ্বীন শেখার পর্যাপ্ত সুযোগ পায় না। তাকে আত্মোন্নয়নের পথ দেখানো হচ্ছে না। তাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। তাকে জীবনের শুরুতেই সহশিক্ষার পরিবেশে পাঠিয়ে অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যালয়ের এই পরিবেশের কারণে সে ধরে নিচ্ছে যে, ছেলে-মেয়ের অবাধ মিশ্রণ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। যার ফলে দেখা যায় যে, তাকে যদি বড় হওয়ার পর বলা হয়— তুমি ছেলেদের থেকে দূরে থাকো, তুমি মেয়েদের থেকে দূরে থাকো তখন এ কথাটা মানা তার জন্যে কষ্টকর হয়ে যায়। শিশুরা কাদামাটির মতো। তাকে যেভাবে গড়ে তোলা হয় সে সেভাবে গড়ে ওঠে। আমাকে একরকম বানানোর পর যদি অন্যরকম হতে বলা হয় তা হলে তা কিন্তু আমি পারব না। ওটা আমার কাছে ভীষণ কঠিন মনে হবে। যার কারণে আমি বলব, এদেশের অধিকাংশ পরিবারে আমাদের বাবা-মায়েরা, বিদ্যালয়ে আমার শিক্ষকরা আমাকে এমন জিনিস শেখাচ্ছেন যা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে খারাপ। তারা বুঝতে পারছেন না যে, তারা খারাপ শেখাচ্ছেন। কারণ, তারা তো এমন পরিবেশেই বেড়ে ওঠেছেন। তদ্রূপ আমিও বুঝতে পারছি না যে, তাদের কাছ থেকে আমি খারাপ শিখছি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এভাবে বেড়ে উঠছে। যার ফলে আস্তে আস্তে ইসলামি মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

আপনি লক্ষ করে দেখুন, যদি স্কুল-কলেজের মেয়েদের জিজ্ঞেস করা হয় যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে কয় রাকাত ফরয? আপনি দেখবেন, বেশির ভাগ মেয়েরাই কিন্তু জানে না। যদি তাদের জিজ্ঞেস করা হয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দা করার বিধান কী? পর্দা কীভাবে করতে হয়? কতটুকু পর্দা করতে হয়? আমি নিশ্চিত— অধিকাংশ মেয়ে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে না। এটা কেন? এটা অবশ্যই দ্বীনি শিক্ষার অভাবের কারণে হয়েছে। কাজেই আমি মনে করি, আমাদের সন্তানদেরকে যদি সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হয় তা হলে অবশ্যই আমাদের সাধারণ বিদ্যাপীঠগুলোতে বিশুদ্ধ ইসলাম শেখার পর্যাপ্ত

Scanned by CamScanner

ব্যবস্থা নিতে হবে। দেশের প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন তার শিক্ষালয়ে ইসলামি নিয়ম কানুন অনুসারে পড়ালেখা করার সুযোগ পায়, তা সর্বাগ্রে নিশ্চিত করতে হবে। আপনি ডক্টর হতে চান, হবেন। ইঞ্জিনিয়ার হতে চান, হবেন। কোনো সমস্যা নেই; কিন্তু যাই হোন না কেন অবশ্যই ইসলামসম্মত পদ্ধতিতে হোন। আমি মনে করি, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার এটাই সবচেয়ে সুন্দর পদ্ধতি। আমরা যদি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুন্দর পথ ছেড়ে খারাপ পথে অগ্রসর হই তা হলে এর সম্পূর্ণ দোষ আমাদের নিজেদেরই। এই খারাপ পথে যাওয়ার কারণে যেই ক্ষতি হবে তার ষোলোআনা দায়ভার আমাদেরই বহন করতে হবে।

আজ আমাদের সমাজের অধিকাংশ লোক জাহান্নামের পথে যাচ্ছে; জান্নাতের পথে যাচ্ছে না। এর সবচেয়ে বড় কারণ, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। হ্যাঁ, আমাদের পড়া ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের পড়াশুনার ধরনটা ঠিক নয়। আমরা সবাই মুসলমান। আমরা একটি মুসলিম দেশে বসবাস করি। আমাদের সবার উচিত আল্লাহকে ভয় করা। সেই ভয়টা কি আমরা করছি? আজকে আমরা বড় বড় ডক্টর হচ্ছি, ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছি। কিন্তু আমাদের মনে আল্লাহর ভয় নেই। তা হলে এত বড় বড় শিক্ষা দিয়ে কী হবে! ফাইনালি কিন্তু রেজাল্ট জিরো। এটা দিয়ে আমাদের কোনো লাভ নেই। দুনিয়াতে হয়তো মানুষ আমাকে বড় বলবে; কিন্তু আল্লাহর সামনে আমি কী জবাব দেব! কোন মুখে দাঁড়াব! আমাদের প্রত্যেককে এ কথা বুঝতে হবে যে, আমার মাঝে যদি দ্বীনি ইলম না থাকে তা হলে সত্যিকার অর্থে আমার মধ্যে কোনো বিদ্যা নেই। আমি মূর্খ। অশিক্ষিত। এটাই চূড়ান্ত কথা। এর ওপর আর কোনো কথা থাকতে পারে না। কাজেই আমি মনে করি, যদি আমাদের দেশটাকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হয় তা হলে দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি জেনারেল শিক্ষাব্যবস্থাকে মজবুত করতে হবে। সাধারণ বিদ্যালয়গুলোতে ধর্ম শেখা ও মানার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। আজকে আমাদের দেশে প্রচুর দুর্নীতি হচ্ছে, অন্যায় হচ্ছে, অশ্লীলতা হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে স্রেফ আমাদের মনে আল্লাহর

Scanned by CamScanner

ভয় না থাকার কারণে। যদি আমাদের মনে তাকওয়া থাকত তা হলে আমরা এসব খারাপ কাজ করতাম না। আমাদের সাধারণ শিক্ষালয়গুলোতে তাকওয়া শেখার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সাকী : শিক্ষাঙ্গনে সহশিক্ষার পরিবেশ থাকায় আপনি কি কি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন?

আমাতুল্লাহ : শিক্ষাঙ্গনে সহশিক্ষার পরিবেশ থাকার কারণে আমার সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি হয়েছে তা হলো আমি হীনম্মন্যতাবোধের শিকার হয়েছি। আমি যখন স্কুল-কলেজে পড়তাম তখন দেখতাম কিছু ছেলে আমার দিকে বাজে দৃষ্টিতে তাকাত। আমরা কিন্তু একই গেইট দিয়ে শিক্ষাঙ্গনে ঢুকছি, বেরুচ্ছি। এক ছাদের নিচে ক্লাস করছি। আর সেখানে ওরা আমাকে লক্ষ্য করে খারাপ মন্তব্য করছে। যার কারণে আমার মনের ভেতর খারাপ অনুভূতি সৃষ্টি হত।

দেখুন, আমাকে যেভাবে পড়াশুনার জন্যে সেই বিদ্যালয়ে যেতে হচ্ছে। তেমনই বখাটে ছেলেদের খারাপ কথাও শুনতে হচ্ছে। আমি কিন্তু হুটহাট তাকে ধরে মারধর করতে পারব না। যার ফলে আমার মনটা ছোট হয়ে যাচ্ছে। এটা শুধু আমার একার সমস্যা না। সব মেয়েদের সমস্যা। প্রতিটি মেয়েকে এমন তিক্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এটা আমাদের সমাজের নিত্যনৈমিত্তিক চিত্র। স্বাভাবিক বিষয়। একটা মেয়ের দিকে যখন কেউ বাজে দৃষ্টিতে তাকায় তখন কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই তার মন ছোট হয়ে যায়। এটা তার ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপ একসময় তার জীবনে অনেক বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যার কারণে সে তার কাজগুলো স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ পায় না। আর যদি কোনো মেয়ে একটু বেশি সুন্দরী হয় তা হলে এই সৌন্দর্যই তার জন্যে বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাকে অনেক বেশি ডিস্টার্ব করা হয়।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা বেশি ভুল করে। ওই সময় তাদের মাঝে খুব বেশি আবেগ চলে আসে। ওই সময় ছেলেরা মেয়েদেরকে বেশি বিরক্ত করে। আমরা এমন ঘটনা

Scanned by CamScanner

প্রতিনিয়ত শুনছি যে, অমুক মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে, অমুক মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে, অমুক মেয়েকে পথে-ঘাটে বিরক্ত করা হয়েছে। এমনকি সহপাঠীরা মিলে ধর্ষণের ঘটনাও ঘটেছে। এগুলো কেন হচ্ছে? এগুলো কিন্তু সহশিক্ষার কারণেই হচ্ছে। যদি সহশিক্ষার প্রচলন না থাকত তা হলে অন্তত আমাদের বিদ্যালয়গুলো নিরাপদ থাকত। আমাদের মেয়েরা অন্তত এখানে এসে শান্তিতে পড়াশুনা করতে পারত।

সাকী : আপনার মনে দ্বীনের প্রতি কখন থেকে আগ্রহ জন্মাল, কীভাবে জন্মাল? এক্ষেত্রে কোন বিষয়টি আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে?

আমাতুল্লাহ : আসলে আমাকে কেউ কখনো দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেয়নি। আমি কখনো দ্বীন শেখার মতো স্পেস পাইনি। আমি যেই পরিবেশে ছিলাম, যে সমাজে বড় হয়েছি, যে পরিবারে বেড়ে উঠেছি সেখানে কোনো দ্বীনদার ছিল না। কোনো মাওলানা, মুফতী বা হাফেযের সঙ্গে আমার কখনো পরিচয় হয়নি। আমি যেহেতু শুরু থেকেই একটু এলোমেলো জীবন চলতাম। নায়িকা হওয়ার শখ নিয়ে বড় হয়েছি। যার কারণে দেখা যায়, এমন কারও সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়নি যে আমাকে দ্বীনের কথা বলবে। আল্লাহ এমন কারও সঙ্গে আমাকে দেখা করাননি।

আমার আগের ওই জীবনটা এমন ছিল যে, আমি দিনভর শুটিং করতাম, ঘুরাঘুরি করতাম। আর বাসায় ফিরে রাত জেগে জেগে ইউটিউবে ভিডিও দেখতাম। দেখা গেল, বাসার সবাই ঘুমিয়ে গেছে; অথচ আমি ইন্টারনেটে একটার পর একটা নাটক-সিনেমা দেখছি।

তো এ রকমই একটি সাধারণ রাত। বরাবরের মতো আমি বাসায় ফিরে ল্যাপটপ কোলে নিয়ে বসেছি। বাসার সবাই ঘুমিয়ে গেছে। আমি ল্যাপটপে ইউটিউব থেকে একটি হিন্দি সিনেমা দেখছি। সিনেমা দেখার পর স্ক্রলিং করে আরও কিছু নাটক দেখলাম। কিছু সাধারণ ভিডিও দেখলাম। আপনি দেখবেন, ইউটিউবে যখন কেউ ভিডিও দেখে তখন তার নিচে সাজেশন আসে। আপনার জন্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে

Scanned by CamScanner

এমন কিছু ভিডিওর সাজেশন আসবে যা সচরাচর আপনি দেখেন না। তো এভাবে আমার সামনে একটা ভিডিওর সাজেশন এল। একটি ইসলামি ভিডিওর লিংক এল। কেউ কোনো একটা ভালো কাজ করেছে, তার ওপর ভিডিও করে কেউ ছেড়ে দিয়েছে। আর আমার অবস্থা হলো, আমি যদিও দ্বীনি জীবন যাপন করতাম না; কিন্তু ইসলামি যে কোনো বিষয়ের ওপর আমার মনে শ্রদ্ধাবোধ কাজ করত। আমি যখন ওই ভিডিও দেখছিলাম তখন মনে হলো, উপর থেকে কেউ আমাকে ইসলামে আসতে উদ্বুদ্ধ করছে। আমি কৌতূহল নিয়ে ভিডিওটা দেখলাম। তবে সেখানে তেমন কিছু ছিল না। ওই ভিডিওটা দেখার পর আরেকটি ভিডিওর সাজেশন এল। ভিডিওটি হলো হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জীবনের ওপর একটি ইরানি চলচ্চিত্র।

আমি কিন্তু আগেই বলেছি যে, কেউ আমাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়নি। আমাদের পরিবারে দেখা যেত যে, কেউ নিয়মিত নামায না পড়লেও শবে বরাত, শবে কদরে নামায পড়ত। ওই রাতগুলোতে দেখা যায় যে, যারা কখনো নামায পড়ে না তারাও কিন্তু ওই সময় নামায পড়ে। আর আমার ব্যাপারটা এমন ছিল যে, আম্মু আমাকে চেচামেচি করেও কোনোদিন নামায পড়াতে পারেননি। আম্মু নামাযের দিকে ডাকলে আমি বিরক্ত হয়ে যেতাম যে, কেন এত ডাকাডাকি করছ! নামায কি জোর করার বিষয়! আমার ইচ্ছে হলে পড়ব। এই নামায পড়া নিয়ে অনেক সময় আম্মুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি।

আমার সামনে যখন ঈসা আলাইহিস সালামের ভিডিওর সাজেশন আসে তখন কেন যেন দেখব না-দেখব না করেও দেখা শুরু করলাম। ওটা সম্ভবত একটি ইরানি চলচিত্র ছিল। বাংলায় ডাবিং করা। ওটা দেখা শুরু করার পর প্রথম থেকেই ভালো লাগতে শুরু করল। ওটা দেখার পর আমার মনে হলো, সিনেমাটি খুব ভালো লাগছে তো! তখন রাত প্রায় এক-দেড়টা বাজে। বাসার সবাই ঘুমিয়ে আছে। আমি একা আমার রুমে সিনেমা দেখছি। ওই সিনেমার ডায়লগে কুরআনের বেশ কিছু আয়াত ছিল। অধিকাংশ ডায়লগেই কুরআনের আয়াত

Scanned by CamScanner

ব্যবহৃত হয়েছে। কিছু আয়াতের অর্থ এ রকম ছিল যে, 'তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাও। তিনি তোমাদের মাফ করবেন।' এরকম আয়াতও ছিল যে, 'তোমরা যদি হাজার পরিমাণে গুনাহ করো আর এরপর আল্লাহর কাছে মাফ চাও তিনি অবশ্যই তোমাদের মাফ করবেন।' এ রকম কিছু কিছু কথা আমাকে টাচ করতে লাগল।

আর ওই সময়টা এমন ছিল যে, আমার জীবনের কিছু বিষয় নিয়ে আমি প্রচণ্ড আপসেট ছিলাম। আমার কাছে মনে হত, জীবনের কোনো মানে নেই। সব কিছু মিলিয়ে মানসিকভাবে দুর্বিসহ অবস্থায় ছিলাম। মনে হত যে, জীবনটা এভাবে এটা-সেটা করেই কেটে যাবে। হ্যাঁ, এই বিষন্ন অনুভূতি রাতের বেলায় বেশি হত। সারা দিন তো শুটিং করেই কেটে যেত। কিন্তু দিনশেষে যখন বাসায় ফিরতাম তখন নিজেকে ভীষণ একা লাগত। ভাবতাম, রাত জেগে মুভি দেখা, এক আধটু নাটক দেখা— এগুলোই আমার কাজ। আর তো কোনো কাজ নেই। আর দিন হলে ঘোরাফেরা করা— ব্যস, এতটুকুর মাঝেই আমার জীবন সীমাবদ্ধ।

আমি যখন ওই ইরানি মুভি দেখলাম তখন সেখানে ব্যবহৃত ডায়লগে কুরআনের এমন কিছু আয়াত শুনলাম যা আমি আগে কখনো শুনিনি। আমার জীবনে কুরআনের আয়াত শোনার এটাই প্রথম ঘটনা। কুরআনের প্রতিটি আয়াত আমার মনের ভেতর ঢুকে যাচ্ছিল। ওই সময় আমি আয়াতের অর্থের গভীরে এমন ভাবে ঢুকে পরেছিলাম যে, আমার মাথায় অন্য কোনো অনুভূতি জাগছিল না। এভাবে ভিডিওটি দেখা শেষ করলাম।

এরপর আমার সামনে আরেকটি ভিডিওর সাজেশন এল। ভিডিওটি হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও হযরত হাওয়া আলাইহাস সালামের জীবনীর ওপর নির্মিত। ওটা দেখা শুরু করলাম। হ্যাঁ, আমি এখন বুঝি যে, ওই সিনেমাগুলোর মাঝেও প্রচুর বেদ্বীনি আছে। দ্বীনের চিরন্তন আদর্শ মেনে ওই সিনেমাগুলো নির্মিত হয়নি। কিন্তু ওই সময়টাতে এই সিনেমাগুলো আমার অনেক উপকারে এসেছিল। কারণ, আমার সামনে তখন দ্বীনের আলো পাওয়ার অন্য কোনো পথ ছিল না।

Scanned by CamScanner

আমার কাছে এসে কেউ আমাকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়নি। দাওয়াত দেবেও বা কীভাবে? সময়ই তো নেই। আমি তখন আমার শোবিজের লাইফ নিয়ে খুব বেশি ব্যস্ত। তখন যদি কেউ আমার কাছে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে আসত, মনে হয় না আমি তার কথা শুনতাম। আমি নিশ্চয়ই তখন তার কথায় কান দিতাম না। কেউ কোনো কথা বলতে শুরু করলে আমি তাকে ফেলে দৌড়ে পালাব। আমি ইসলামের কথা কেন শুনতে যাব! আমি তো আমার নিজের জীবন ইনজয় করছি।

ওই সিনেমায় এই ডায়লগ এসেছে যে, 'তুমি যে এখন খারাপ কাজ করছ; এই গুনাহগার মুখ নিয়ে তুমি আল্লাহর কাছে কীভাবে দাঁড়াবে? তোমার এখনো সময় আছে, তুমি তাওবা করো।'

আরেকটা সিনেমা আমার জীবনে গভীর দাঁগ কেটেছে। সিনেমাটির নাম 'দ্যা মেসেজ'। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীর ওপর নির্মিত। সিনেমায় যদিও প্রিয় নবীজিকে দেখানো হয়নি; কিন্তু হযরত উমর রাদি. আবু হুরায়রা রাদি.-সহ বড় কয়েকজন সাহাবিকে দেখানো হয়েছে। ওই সিনেমাটিতেও কুরআনের অনেকগুলো আয়াত ছিল। সেই আয়াতগুলো আমার অন্তরে গভীর রেখাপাত করেছে। আমার মনের ভেতর আগ্রহ জমাতে শুরু করল। বিশেষ করে তাওবা ও ক্ষমা চাওয়া সংক্রান্ত যেই আয়াতগুলো এসেছে, সেগুলো আমাকে বিশেষভাবে টাচ করেছে। সিনেমাটি যদিও ইরানে নির্মিত; কিন্তু বাংলায় ডাবিং থাকার কারণে আমার বুঝতে অনেক সহজ হয়েছে। ওইটা দেখার পর মনে হলো, আমি এখন যেভাবে জীবনযাপন করছি, এটা কেমন জীবন? এ মুহূর্তে যদি আমি মারা যাই তা হলে আমার কী হবে? তখন মনে হচ্ছিল, আমার নাক-কান দিয়ে গরম বাতাস বের হচ্ছে। আমি প্রচণ্ড অস্থিরতা অনুভব করছিলাম। আমি যে বেপর্দাভাবে ঘুরছি, এ অবস্থাতে যদি আমার মৃত্যু হয়, তা হলে আমার কী হবে? এই যে আমি সিনেমা করছি, খারাপ জায়গায় আছি, আমি মরে গেলে এই খারাপ কাজগুলোর জন্যে আমার কী শাস্তি হবে? জীবনে আমি কত রকম গুনাহ করেছি, সেই গুনাহগুলো আমার ভাবনায় চলে এল।

Scanned by CamScanner

এ সব কারণে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এবার আমাকে তাওবা করতে হবে। কিন্তু আমি তাওবা করব কীভাবে? জীবনে গুনাহ তো কম করিনি। ঠিকমতো পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িনি। কোনো ইবাদত যথাযথভাবে আদায় করিনি। এই গুনাহ থেকে আমি কীভাবে তাওবা করব? তাওবা করতে হয় কীভাবে? এগুলো আমার জানা ছিল না।

আমার কাছে একজন হুজুরের টেলিফোন নম্বর ছিল। তিনি মুফতী সাহেব। আমার এক বান্ধবীর সূত্রে তাকে আমি চিনতাম। তিনি হচ্ছেন তাবলীগের মুফতী উসামা ভাই। আমার কাছে তাঁর ফোন নম্বর থাকার কারণ হলো, আমার এক কাছের বান্ধবী তাঁর তা'লীমে যেতেন। আমার ইসলামি সিনেমাগুলো দেখার আগ থেকেই ওই বান্ধবী তাঁর তা'লীমে যেতেন। ওই বান্ধবী একদিন আমাকে তা'লীমে যেতে বলেছিলেন। তাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যে। আমি তাকে বলেছিলাম, ঠিক আছে যাব। ওই সময় মুফতী সাহেবের নম্বর টুকে রেখেছিলাম। আমি তাকে ফোন করে বললাম, ভাই! আমি তাওবা করতে চাই। আমাকে একটু তাওবা করার পদ্ধতি বলে দেবেন?

ওই সময় তিনি আমাকে তাওবার পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে এ দুআটি শিখিয়ে দিলেন– أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ। তিনি আমাকে দুআটি শিখিয়ে দিলেন। আমি কাগজে লিখে নিলাম। এটা তখনই মুখস্থ করে ফেললাম। এরপর তিনি আমাকে ফরয গোসলের পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। আমি তখন অস্থির হয়েছিলাম যে, কখন তাওবা করব? কখন সাজদা দিয়ে আল্লাহর কাছে মাফ চাইব। এ সবগুলো কাজ আমি একা একা করেছি। বাসার সবাই তখন ঘুমিয়ে ছিল। আমার কোলের ওপর ল্যাপটপ ছিল। আমি ল্যাপটপ রেখে গোসল করতে চলে গেলাম। তাওবা করার জন্যে তখন আমি এতটাই অস্থির ছিলাম যে, অন্য কোনো কাজে মন চাচ্ছিল না। আমার মনে হচ্ছিল, এই বুঝি এখনই আমার মৃত্যু হয়ে যাবে। আমি প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছিলাম। গোসল করার পর আমি পুরো ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজে নামায শিক্ষার বই বের করলাম।

Scanned by CamScanner

আমি খুব বেশি দুআ-কালাম জানতাম না। সূরা ফাতেহা পারতাম। আর সূরা ইখলাসটা পারতাম। আমি নামায শিক্ষা বইটি থেকে কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো কয়েকটি দুআ মুখস্থ করলাম। সেগুলো দিয়েই আমি নামায পড়লাম। কী নামায যে পড়েছি, তা আমি নিজেই জানি না! নামাযের মধ্যে আমি প্রথম যখন সেজদায় গেলাম ওই মুহূর্তে কী পরিমাণ শান্তি যে আমি অনুভব করেছি, তা আমি কখনো ভুলতে পারব না। এখনো সেই শান্তি অনুভব হচ্ছে। আমার কাছে মনে হলো যে, আমার শরীরটা এখন অনেক হালকা হয়েছে। নিজেকে আল্লাহর খুব কাছে মনে হচ্ছিল।

আমার তখনকার অনুভূতি হলো, আমি তো এই জীবনে অনেক গুনাহ করেছি। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব রকম গুনাহ করেছি। এখন আমার জীবনে তাওবার সুযোগ এসেছে। যেভাবেই হোক, আমার আল্লাহর কাছ থেকে আমার সকল গুনাহগুলো মাফ করিয়ে নিতে হবে।

আমার মনে পড়ে, আমি দীর্ঘক্ষণ সাজদায় পড়েছিলাম। এর আগে কিন্তু আমার চোখে পানি আসেনি। সাজদায় যাওয়ার পর আমি অঝোরে কাঁদতে শুরু করলাম। তখন আমার মন চাইছিল যে, আল্লাহ যেন আমাকে এ অবস্থাতেই নিয়ে যান। ইতোপূর্বে আমি যেই গুনাহগুলো করেছি, সেই গুনাহগুলোর কারণে আমি প্রচণ্ড রকম কষ্ট পাচ্ছিলাম। কান্নার পর আমার বুক হালকা হয়ে এল। আমার তখন এ পরিমাণ শান্তি লাগছিল যে, আমি বলে বোঝাতে পারব না। কী একটা জিনিস যেন তখন আমাকে বেষ্টন করে রেখেছিল। তখন আমি এতটা শান্তি অনুভব করছিলাম যে, সাজদা থেকে মাথা তুলতেই পারছিলাম না। আলহামদুলিল্লাহ।

অনেক ক্ষণ সাজদায় থাকার পর মাথা তুললাম। যদিও আমি সূরা-কিরাত ঠিকমতো পারি না, তারপরও এভাবে দু-রাকাত নামায পড়লাম। যত দূর মনে পড়ে, আমি সে রাতে তাহাজ্জুদও পড়েছিলাম। এমন করতে করতে ফজরের সময় চলে এল।

আমি ফজরের নামায পড়লাম। নামাযের পর আমি একা একা বসে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এ মুহূর্ত থেকে আমি সব ছেড়ে দেব। আল্লাহর

Scanned by CamScanner

কাছ থেকে মাফ পেতে হলে আমাকে অবশ্যই যাবতীয় গুনাহ ছেড়ে দিতে হবে। ওই সময়টা ছিল আমার ক্যারিয়ারের রাইজিং টাইম। আমার সিনেমা জীবনের উত্থানের সময়। তখন আমার হাতে বারোটি সিনেমার অফার ছিল। একটি সিনেমার শুটিং চলছিল। কিছু কাজ বাকি ছিল। ওই অবস্থাতেই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমি আর সিনেমা করব না। তখন আমি ফেসবুকের মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম যে, 'আজ থেকে আমি মিডিয়া ছেড়ে দিয়েছি। এখন থেকে আর সিনেমাতে কাজ করব না'।

তারপর থেকে আমি আর কারও কোনো ফোন রিসিভ করতাম না। আপু, ওই সময়টা ছিল আমার ক্যারিয়ারের উত্থান পর্ব। একজন নায়িকার হাতে দশ-বারোটি সিনেমার অফার থাকার অর্থ, সে তার জীবনের সোনালি সময়ে আছে। ওই সময় আমি এমন কিছু কাজ করেছিলাম যে, তা ছিল ওই সময়কার সেরা রেকর্ড। চব্বিশ ঘণ্টায় কত হাজার লোক জানি, আমার সেই কাজ দেখেছিল। সবাই নায়িকা হিসেবে আমার প্রশংসা করছিল।

আমি বলেছিলাম, নায়িকা হওয়ার আমার আজীবনের স্বপ্ন। আমি ছোট থেকে এ স্বপ্ন দেখে দেখেই বড় হয়েছি। কাজেই আমি তখন আমার স্বপ্নের দোরগোড়ায় ছিলাম। ক্যারিয়ারের রাইজিং টাইমে ছিলাম। ওই সময় সিনেমা ছাড়াটা বাস্তবেই আমার জন্যে ছিল অকল্পনীয় সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমি সেই সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলাম এ কারণে যে, আমি তখন তাওবার সুখ খুঁজে পেয়েছিলাম।

সাকী : আপনার এই হঠাৎ দ্বীনের পথে চলে আসাটাকে আপনার পরিবার কীভাবে নিয়েছে? বা কোন চোখে দেখেছে?

আমাতুল্লাহ : জি, সেটাই বলছি। ওই দিন সকালে আমি আমার আম্মুর কাছে গেলাম। বললাম, 'আম্মু! এখন থেকে আমি আর সিনেমা করব না। আমি পুরোপুরি ইসলাম মেনে চলবো। আমি পর্দা করব।' আমার আম্মু আমার কথা শুনলেন; কিন্তু কোনো গুরুত্ব দিলেন না। তিনি হয়তো ভেবেছিলাম, এটা আমার খামখেয়ালি কাজ। তিনি কোনো রকম শুনলেন। শুধু নিস্পৃহ ঢঙে বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

Scanned by CamScanner

আমি তখন বুঝেছি যে, আমার আম্মু আমার কথার গুরুত্ব দেননি। তিনি গুরুত্ব দিক, বা না দিক, আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকব। আমি এখন আল্লাহকে চিনেছি। আমার মৃত্যু হলে আমার আমলের হিসাব আমাকেই দিতে হবে। আমার গুনাহের জন্যে আল্লাহর কাছে আমিই দায়ী হব। আমার আব্বু-আম্মু তো আর আমার আমলের হিসাব দেবেন না।

এরপর আমি আমার সাধারণ ফোন বন্ধ করে দিলাম। সিম নম্বর পরিবর্তন করলাম। সবার সঙ্গে সব রকমের যোগাযোগ টোটাললি অফ করে দিলাম। সব জায়গায় চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেল। কেউ আমাকে ফোন দিয়ে পাচ্ছে না। সাংবাদিকদের মাঝে হৈ চৈ পড়ে গেল। আমাকে না পেয়ে তারা আমার আম্মুকে ফোন দিতে শুরু করল। আমি যেহেতু ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছিলাম যে, এখন থেকে আমি আর সিনেমা করব না তখন সবাই ধাক্কা খেল। তারা মনে করেছিল, এটা আমার নতুন কোনো দুষ্টুমি। বা আমি হয়তো ঝোঁকের মাথায় এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সবাই ধরে নিয়েছিল– আমি নির্ঘাত এ সিদ্ধান্তের ওপর অটল থাকতে পারব না। আমার পরিচালক, সহশিল্পী ও বন্ধুবান্ধবদের সবাই ধরে নিয়েছিল যে, আমি নিশ্চয়ই ব্যাক করব। এখন আবেগে ভাসছি। ঝোঁক কেটে গেলে আবার ব্যাক করব। ও এখন সাময়িক ডিপ্রেসনে আছে। এটা কেটে গেলে ও আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

কত তাজ্জবের বিষয়! তাদের কাছে মনে হচ্ছে, আমার এই সিদ্ধান্ত বেঠিক আর সিনেমায় যাওয়াটা তাদের কাছে ঠিক। আমি তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিলাম। কোনো ফালতু রেসপন্স দিই না। রিপোর্টার থেকে শুরু করে ওই জগতের সবার সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ কেটে দিলাম। কারণ, তখনকার অবস্থা হলো, আমি যাই বলি সেটাই পত্রিকার নিউজ হয়ে যাচ্ছে। যার কারণে আমি তা এড়াতে চাচ্ছিলাম।

আর আমার ফেসবুক ওয়ালে কয়েক হাজার ছবি ছিল। ছবিগুলো যেহেতু এলবাম আকারে ছিল না। এজন্যে একটি একটি করে আমি

Scanned by CamScanner

সবগুলো ছবি ডিলিট করেছি। যেহেতু এই ফেসবুক আমার নিয়ন্ত্রণে; এজন্যে সেখান থেকে আমি আমার ছবিগুলো ডিলিট করতে পেরেছি। এর বাইরে গুগুল, ইউটিউবে আমার অনেক ছবি-ভিডিও আছে। সেগুলো তো আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। কাজেই আমি চাইলেও কখনো তা মুছতে পারব না।

আমি আমার ফেসবুক ওয়াল থেকে একটা একটা করে ছবি মুছতে লাগলাম। এ কাজটি অনেক ধৈর্যের সঙ্গে সম্পন্ন করতে হয়েছে। আমার ঘরে আমার যতগুলো প্রিন্ট করা ছবি ছিল, সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেললাম। ছবিগুলো আমার কাছে আগুনের মতো মনে হত। এই আগুন থেকে আমাকে বেরুতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সেগুলো মুছতে পারব ততো তাড়াতাড়ি এই আগুন থেকে বেরুতে পারব। আমার তখন একটাই ভাবনা, কীভাবে আমি আমার আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাবো। কোন পর্যন্ত গেলে আল্লাহ আমাকে মাফ করবেন।

এভাবে সব কিছু বাদ দিয়ে দিলাম। দুয়েক মাস কেটে গেল। একদিন আমার আম্মু আমার কাছে এলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি এ রকম কেন করছি? আমি এর কী উত্তর দেব? আমি তো কোনো অন্যায় কাজ করছি না। ইসলাম আমাকে যেমন করতে বলছে, আমি তো সেটাই করছি। ইসলাম যেটাকে হারাম বলছে, আমি সেটা ত্যাগ করছি। এর বাইরে তো কিছু করছি না।'

আমার আম্মু ব্যাপারটি মেনে নিতে পারলেন না। তিনি আমার এই নুতন জীবন সহজভাবে গ্রহণ করলেন না। তারা আমার এ সিদ্ধান্ত অত্যন্ত নেতিবাচকভাবে নিলো। ওদিকে আমার অবস্থা হলো, আমি যখন মিডিয়ায় ছিলাম তখন দু-হাত ভরে আমার কাছে টাকা এসেছিল। আমার অভ্যাস ছিল, আমি যেভাবে প্রচুর আয় করতাম, সেভাবে প্রচুর খরচও করতাম। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, শোবিজে থাকলে প্রচুর টাকা পাওয়া যায়। দু' হাতে টাকা কামাই করা যায়। শুধু টাকাই নয়, সম্মান, খ্যাতি, সুনাম— সব কিছু এখানে আছে। যার কারণে এখান থেকে ব্যাক করা যে কারও জন্যে কষ্টকর। একজন মানুষের পক্ষে যতটুকু বিলাসিতা করা সম্ভব, তার সব আয়োজন

Scanned by CamScanner

এখানে আছে। আর এর বাইরে শোবিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া তো আমার ছোটকালের স্বপ্ন। কিন্তু আমি তখন আন্তরিকভাবে এতটা সুখী ছিলাম যে, এগুলো ত্যাগ করা আমার কাছে মোটেও কষ্টকর মনে হয়নি।

সাকী : আপনি কীভাবে দ্বীন শেখা শুরু করলেন?

আমাতুল্লাহ : হ্যাঁ, তাওবা করার পর আমার মনে দ্বীন শেখার আগ্রহ জন্মাল। আমি এখন দ্বীনের পথে এসেছি। কাজেই আমাকে জানতে হবে, কীভাবে দ্বীনের পথে চলতে হয়। প্রতিটি জিনিস মানার আগে জানতে হয়। এটাই নিয়ম। না জানলে তো আর মানতে পারব না। এজন্যে আমি ইসলামি বইপত্র কেনা শুরু করলাম। আমি খুঁজতে লাগলাম, কুরআনের অর্থসহ কোন বই আছে? তাফসীরের কি কি কিতাব আছে? হাদীসের ওপর কী আছে? আসলে ওই সময় তাফসীর বলে যে একটা শব্দ আছে, আমি সেটাও জানতাম না। আমি যখন দোকানে ইসলামি বই কিনতে যেতাম তখন বলতাম, বড় হাদীসের কিতাব কোনটা আছে? ওইটা আমাকে দেন। আমি তো জানতাম না, এসব কিতাব কেনার সময় কী বলে চাইতে হয়। দোকানদাররা আমার কথা শুনে বুঝত, আমি নতুন মানুষ।

আমি সাধারণ লাইব্রেরিগুলোতে দ্বীনি কিতাব অনেক খুঁজেছি। কিন্তু সহজে পেতাম না। এক দিন আমি রিকসা দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মিরপুর ৬ নম্বরে একটি ইসলামি লাইব্রেরি দেখতে পেলাম। ওখানে কোনো চেয়ার-টেবিল পাতা নেই। বসার ব্যবস্থা নেই। ওখানে কওমি মাদরাসার সকল বই-পুস্তক পাওয়া যায়। ওই লাইব্রেরিটি দেখার পর মনে হলো, এখানে নিশ্চয়ই দ্বীনি কিতাব পাওয়া যাবে। আমি লাইব্রেরিটির দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, সেলফে প্রচুর ইসলামি বই-পুস্তক সাজিয়ে রাখা আছে। আমি সেগুলো দেখে খুশি হলাম। আমি যে বইগুলো চাচ্ছি, সেগুলো এখানে আছে। আমি সেখান থেকে কিছু বই কিনলাম। অর্থসহ হাদীসের বই কিনলাম। বাসায় নিয়ে এসে সেগুলো পড়া শুরু করলাম। বইগুলো পড়ছিলাম এ কথা জানার জন্যে যে, আল্লাহ আমাকে কী করতে বলেছেন?

Scanned by CamScanner

এরপর আমার মনে হলো যে, তালীমে যাওয়া দরকার। তালীমে গেলে দ্বীনের কথা শেখা যায়। তখন আমার মনে পড়ল, মুফতী উসামা ভাইয়ের বাসায় তো তালীম হয়। আমি তাকে ফোন করলাম। আমি ভাইয়ার সঙ্গে কথা বলে, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে তাদের বাসার ঠিকানা নিলাম। সেখানে তালীমে শরীক হলাম। সেখানে তাঁর আম্মার সঙ্গে দেখা হলো। মাশাআল্লাহ, তিনি অনেক পরহেযগার। তাঁকে দেখে অনেক শান্তি লাগল। শুধু তিনি নন; সেখানে অন্য যারা এসেছিলেন তাদের সবার চেহারাতেও আমি অন্য রকম নূর দেখেছি। সবাই বোরকা পরে তালীমে আসছে। নূরানি চেহারা। বরকতময় পরিবেশ। অর্থাৎ আমার চেনা-জানা জগত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা জগত। এমন জগৎ আমি কোনোদিন দেখিনি। আমার কাছে মনে হলো, আমি ভিন্ন একটা জগতে এসেছি। চারপাশে যতজন মহিলা দেখেছি, সবাই বোরকা পরা।

সাকী : আপনিও কি সেখানে বোরকা পরে গিয়েছিলেন?

আমাতুল্লাহ : আমি প্রথম যখন সেই তালীমের মজলিসে যাই তখন আমি একাই বোরকা পরিহিত ছিলাম না। অন্য সবাই ছিলেন আপদমস্তক পর্দাবৃত। আমি তালীমে গেলাম। সেখানে বয়ান শুনলাম। বয়ানের মাঝে আমি একটি শিক্ষনীয় ঘটনা শুনলাম। এক নর্তকীর ঘটনা। ওই নর্তকী মেয়েটি অশ্লীল পোশাকে সবার সামনে নাচত। একদিন সে বরাবরের মতো নাচছিল। পাশ দিয়ে একজন হুজুর যাচ্ছিলেন। তিনি তাকে বললেন, তুমি যে কাজ করছ এটি অত্যন্ত গুনাহ। আল্লাহকে ভয় করো এবং নাচানাচি ছেড়ে দাও। তখন ওই নর্তকী মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, আমি জীবনে অনেক গুনাহ করেছি। এখন যদি আমি তাওবা করি তা হলে আল্লাহ কি আমাকে মাফ করে দেবেন। ওই হুজুর তখন বললেন, অবশ্যই তুমি যদি খাঁটি মনে তাওবা করো তা হলে আল্লাহ অবশ্যই মাফ করবেন। সুবহানাল্লাহ।

আসলে বিষয়টি খুবই অদ্ভুৎ যে, আমি যেখানেই যাচ্ছি তাওবার কথা শুনতে পাচ্ছি। গুনাহ মাফের কথা জানতে পারছি। আসলে আল্লাহই

Scanned by CamScanner

আমার জন্যে এমন পরিবেশ গড়ে দিয়েছিলেন। মূল ঘটনায় ফিরে আসছি। আমি সেখানে আল্লাহর কাছে ফিরে আসার ওপর অনেকগুলো ঘটনা শুনলাম। ইসলামের ওপর কীভাবে চলতে হয়, তার ওপরও আলোচনা শুনলাম। ওই সময় আমার মনটা এত নরম ছিল যে, আল্লাহ সম্পর্কে একটা সাধারণ কথা শুনলেও আমার চোখে অশ্রু চলে আসত। মৃত্যুর পর আমার কী হবে, এ ভাবনা আমাকে এত বেশি সন্ত্রস্ত রাখত যে, অল্পতেই চোখে জল চলে আসত।

সেদিন মুফতী উসামা ভাইয়ের স্ত্রী আমাকে 'মুনতাখাব হাদীস' নামে একটি বই দিলেন। আসলে আমি ওই সময় জানতাম না যে, এটি অনেক মূল্যবান একটি বই। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখেছি, এ বইটি আমার জীবন গঠনে অনেক বড় ভূমিকা রেখেছি। কিন্তু ওই সময় আমার তেমন কোনো অনুভূতি হয়নি। আমি ভেবেছিলাম, এটি হাদীসের ওপর মোটা একটি বই। এ বই পড়লে আমি কিছু হাদীস জানতে পারব। ব্যস, এতটুকুই। আমি বইটি বাসায় নিয়ে এসে পড়া শুরু করলাম। পড়তে পড়তে এত ভালো লাগল যে, অল্প কদিনেই পুরো বই পড়ে ফেললাম। বইটি পড়ে বুঝতে পারলাম যে, আমার আল্লাহ অনেক মহান। একটু ভালো কাজ করলেই তিনি আমাকে জান্নাত দিয়ে দেবেন। একটু নেক আমল করলেই তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন। একটু সৎকাজ করলেই তিনি আমাকে উঁচু মরতবা দান করবেন। আমি বইটি পড়ছিলাম আর মুগ্ধ হচ্ছিলাম। এত দিন কিন্তু আমার মনে সেই মুগ্ধতা ছিল না। কারণ, আমি তখন ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। পুরো অজ্ঞতার মধ্যে ছিলাম। এখন একটি করে হাদীস পড়ছি আর আমার মনে খুশির পরিমাণ হুহু করে বাড়ছে। একটি করে হাদীস পড়ে তার ওপর আমল করতাম, আর মনে মনে খুশি হতাম যে, এখন আমার আল্লাহ আমাকে এ পুরস্কার দেবেন। এই খুশির আনন্দে ভেসে ভেসে একটার পর একটা হাদীস পড়তাম আর তার ওপর আমল করতাম।

ওই সময় আমার মনে হলো, এখন আমাকে পুরোপুরি পর্দা করতে হবে। আমি একটি কালো বোরকা কিনলাম। হাত-মোজা, পা-মোজা

Scanned by CamScanner

কিনে বোরকা পরা শুরু করলাম। যখন থেকে আমি পর্দা পরা শুরু করেছি তখন থেকে এ পর্যন্ত আমার মনোভাব হলো যে, কেউ যেন আমাকে দেখতে না পায়। এমনকি আমার হাতের নখটাও যেন কেউ দেখতে না পায়। কোনো গায়রে মাহরাম পুরুষ আমার নখ দেখবে— এটা আমি কল্পনাও করতে পারি না। এভাবে আমার ভেতর ইসলামি মূল্যবোধ সৃষ্টি হতে লাগল। আস্তে আস্তে কিতাব কেনা শুরু করলাম। ইসলাম সম্পর্কে পড়তে লাগলাম।

আরেকটা বিষয় হলো, আমি জানতাম না যে, প্রতিটি এলাকাতে তালীম হয়। আমি প্রথম যে তালীমে গিয়েছিলাম সেটা তো ধানমণ্ডিতে। আমার বাসা মিরপুরে। মিরপুর থেকে ধানমণ্ডিতে প্রতি সপ্তাহে যাওয়া আমার জন্যে কঠিনই বটে। আমি খোঁজ নেওয়া শুরু করলাম যে, এ এলাকায় কোথায় তালীম হয়। যখন জানলাম যে, আমাদের এলাকাতেও তালীম হয় তখন আমি খুব খুশি হলাম। আমি এলাকার তালীমে জুড়তে শুরু করলাম। এখানকার তালীম এত ভালো ছিল যে, সেখানকার প্রতিটি কথা আমার মনে ধরত। দেখা যাচ্ছে, ছয় নম্বরের মুযাকারা হচ্ছে, তাশকীল হচ্ছে। এদের প্রতিটি কাজ আমার কাছে ভালো লাগত। আমি শুধু মুগ্ধ হচ্ছিলাম। ওই মুহূর্তে আমার মনে ইসলামের প্রতি তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছিল। মনের ভেতর ইসলামের জন্যে বিশাল স্পেস তৈরি হচ্ছিল। তখন আমার মনে দুনিয়ার প্রতি বিন্দু পরিমাণ আগ্রহ ছিল না। আমি যে আমার এত দিনের স্বপ্ন ছেড়ে দিলাম, বারোটি সিনেমার অফার ছেড়ে দিলাম, এতদিনের চেনা-জানা বন্ধুদের ছেড়ে দিলাম, তার জন্যে আমার মনে বিন্দু পরিমাণ আফসোস জন্মায়নি। আগে আমি সব সময় ঘুরাফেরা করতাম। বাড়িতে থাকতে ভালো লাগত না। অথচ এখন সব সময় বাসায় থাকছি। বাইরের দুনিয়ার প্রতি তখন আমার তিল পরিমাণ আগ্রহও জন্মাত না। তখন আমার একটাই ফিকির। কীভাবে আমি দ্বীন জানবো, দ্বীনের পথে চলব। এই ভাবনাই আমাকে সব সময় তাড়িয়ে বেড়াত।

যখন আমি তাফসীরের কিতাব পড়তাম, হাদীসের কিতাব পড়তাম তখন কোথাও যদি এ শব্দ আসত 'আল্লাহ তাআলা বলেছেন' তখন

Scanned by CamScanner

মনে হত, এ কথাটি আল্লাহ তাআলা আমাকেই বলেছেন। আমাকে সম্বোধন করেই তিনি বলেছেন। এ রকম মনে হত। আমার জীবনের সেই পরিবর্তন এখনো আমার কাছে অকল্পনীয় মনে হয়। ওই রাতের আগে কখনো আমার মনে ঘুণাক্ষরেও এ কল্পনা আসেনি যে, আমি আল্লাহর কাছে ফিরতে পারব। এমনকি ওই রাতের একটু আগে, সন্ধ্যা পর্যন্তও আমি দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। উচ্ছৃঙ্খল জগতের স্টার ছিলাম। এলোমেলো জীবনযাপন করতাম। পৃথিবীর ভোগ-বিলাসে মগ্ন ছিলাম। কিন্তু ওই রাতের পর আমার জীবনের গতিপথ বদলে গেল। আমার মনে হচ্ছে যে, আমি ওই রাতের আগে নর্দমাতে ছিলাম। এখন পরিষ্কার পানির দীঘিতে চলে এসেছি।

সাকী : দ্বীনের পথে আসার পর আপনার কেমন লেগেছে?

আমাতুল্লাহ : আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর লাখো শোকর যে, তিনি আমাকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে এনেছেন। দ্বীনের পথে ফিরে আসার পর মনে হয়েছে যে, আমি নতুন জীবন পেয়েছি। নিজেকে সদ্যঃপ্রসূত শিশু মনে হয়েছে। কেমন যেন আজকেই আমার জন্ম হয়েছে। মানে এটাই আমি। আগের কোনো কিছু আমি না। আগের জীবনের সঙ্গে আমার বিন্দু পরিমাণ সম্পর্ক নেই। ওটা অন্য কারও গল্প।

দ্বীনের পথে আসার পর মনে হলো, এটাই তো আমার পথ। আমি এ পথ ভুলে এত দিন কোথায় কোথায় চলে গেছি। মনে হয়েছে, আমি আমার পথ ভুলে কোনো গভীর জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছিলাম। এখন আমি আমার পথ ফিরে পেয়েছি। আমার যে একটা সঠিক জায়গা আছে, নিরাপদ আশ্রয় আছে। আমি সেই সঠিক নিরাপদ আশ্রয়ের জায়গাটায় ফিরতে পেরেছি।

আমার আগের জীবনটাকে মনে হচ্ছে একটা অন্ধকার জীবন। যেখানে আলো নেই। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। যত দৌড়াই, যত ছুটাছুটি করি সব অন্ধকারের ভেতরেই।

Scanned by CamScanner

সাকী : মাশাআল্লাহ, আপনি নিয়মিত পর্দায় থাকেন, দ্বীনের বিধান মানেন। ইসলাম মানতে আপনার কেমন লাগছে?

আমাতুল্লাহ : আলহামদুলিল্লাহ, আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। এখন আমার নিজেকে মনে হচ্ছে, আমি ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা। নিরাপদে আছি। আল্লাহ আমাকে হিফাযতে রেখেছেন। নিজের কাছেই অনেক ভালো লাগছে। এই যে কালো কাপড়টা পরি, আমার কাছে মনে হয়, এই কালো কাপড়টার মাঝে আমার পূর্ণ নিরাপত্তা আছে। আপনি দেখবেন, বিভিন্ন ভিআইপি, ভিভিআইপি পারসনরা সব সময় নিরাপত্তা রক্ষীদের বেষ্টনে থাকেন। তার চতুর্পাশে পুলিশ, র‍্যাব থাকে। আমার কাছে মনে হয়, এই কালো কাপড়টা আমাকে পুলিশি নিরাপত্তা দিচ্ছে। আমার নিরাপত্তার জন্যে এই কালো কাপড়টাই যথেষ্ট।

সাকী : আপনার দ্বীনের পথে আসার পর আপনার বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

আমাতুল্লাহ : আমি যখন দ্বীনের পথে আসি তখন তারা প্রথম প্রথম মনে করেছিলেন, এটা আমি ঝোঁকের বশে করছি। তারা মনে করেছিলেন, এটা আমার দুষ্টুমি বা খামখেয়ালিপ্রসূত সিদ্ধান্ত। যখন তারা দেখল ও বুঝতে পারল যে, আমি আগের কাজগুলো পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছি। তখন তারা আম্মুকে ফোন করা শুরু করল যে, হ্যাপীর কী হয়েছে? ও কেন ফোন ধরে না?

এক্ষেত্রে একটা বিষয় পরিষ্কার করা আবশ্যক মনে করছি যে, আমার আব্বু-আম্মুর ইচ্ছে ছিল না, আমি মিডিয়াতে কাজ করি। তারা কখনো আমাকে চাইতেন না যে, আমি নায়িকা বা গায়িকা হই। হ্যাঁ, তারা কখনো আমার ওপর তাদের ইচ্ছাটা চাপিয়ে দেননি। আমি নাচতে চাইতাম, গাইতে চাইতাম। তারা আমার সেই ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন। আমাকে নাচ-গানের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন। ব্যস, এতটুকুই।

Scanned by CamScanner

এখন আমি যখন মিডিয়া ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিই তখন তারা মনে করেছিলেন, এটি আমার আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত। আমার মেয়েটা হয়তো আবেগের বশে তার ক্যারিয়ারটাকে ছেড়ে দিচ্ছে। কয়েক দিনের জন্যে হুজুর সেজেছে। এরপর ঠিকই আবার মিডিয়াতে ফিরে যাবে। মাঝখান থেকে শুধু শুধু মানুষ হাসাবে। মানুষ আমাদের মন্দ বলবে। এ ভাবনা থেকে তারা আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করেন যে, তোমাকে মিডিয়াতে ফিরে যেতে হবে। এখন তুমি বেহুঁশ হয়ে আছ। যত তাড়াতাড়ি তোমার হুঁশ ফিরবে, ততই মঙ্গল। আমার ওপর তাদের এই প্রেশার ছিল তাদের সেই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আমি মনে করি, তারা তাদের অবস্থানে ঠিক ছিলেন।

আমার বাসার লোকজন প্রথম প্রথম বিষয়টিকে আমার দুষ্টুমি ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে, না, আমি আমার সিদ্ধান্তে সিরিয়াস তখন তারাও আমার সঙ্গে সিরিয়াস হওয়া শুরু করলেন। আমি বাসায় পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম যে, আমাকে মেরে ফেললেও আমি মিডিয়াতে ফিরে যাব না। আমি কখনো পর্দা করা ছাড়বো না। আমার ছোট বোন— যে কখনো আমার কথার ওপর কথা বলার সাহস পায়নি, সে পর্যন্ত আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে লাগল। আমার আম্মু আমাকে খুব টর্চার করা শুরু করলেন। বাসার সবাই তখন আমার সঙ্গে এমন আচরণ করত যে, আমি যেন এ বাসা থেকে বের হয়ে যাই। এ বাসা থেকে আমি বের হয়ে গেলেই তারা শান্তি পায়। আমার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করত। খারাপ খারাপ কথা বলত। এমনকি তারা আমার গায়েও হাত তুলেছে। তারা আমার এই পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারছিল না। আমি কেন স্বাভাবিক হচ্ছি না, তাদের কথা কেন শুনছি না— এজন্যে তারা আমাকে মেরেছে।

অনেকে এ কথা বলে যে, যেকোনো পরিবর্তন আস্তে আস্তে হতে হয়। তা হলে সবাইকে মানিয়ে নেওয়া যায়। আমি মনে করি, আমার ক্ষেত্রে এটা ঠিক নয়। আমার ধরণ হলো, আমি যা করব, একবারেই করব। একবারে হলেই আমার পক্ষে সম্ভব। আসলে পরিবর্তন তো আমার হাতে। আমি চাইলে আমার পক্ষে যেকোনো পরিবর্তন সম্ভব। এ চিন্তা থেকেই আমি শোবিজের সব কিছু একবারেই ছেড়ে দিয়েছি।

Scanned by CamScanner

আমার পরিবারের কেউ আমাকে বোঝাতে এলে আমি তাদের বলতাম, 'আল্লাহ তাআলা কী বলছেন, আমি সেটা শুনব। আল্লাহ আমাকে পর্দা করতে বলেছেন। পরপুরুষের সামনে যেতে নিষেধ করেছেন। তা হলে আমার পক্ষে কী করে মিডিয়ায় যাওয়া সম্ভব! আমি তো আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করতে পারি না। আমাকে মেরে ফেললেও আমি সিনেমায় যাব না'।

তারা আমাকে অনেক মেরেছেন। আমার বোন পর্যন্ত আমাকে এমন এমন কথা বলেছে যে, সেগুলো শুনলে আপনিও কষ্ট পাবেন। তখন আমার কাছে মনে হত যে, এটাই বুঝি দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি কষ্টের জায়গা। এরচেয়ে বেশি কষ্ট হতে পারে না। ওই সময়টা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃসময়। আমি তখন সব সময় বর ভয়ে কুচকে থাকতাম যে, এই বুঝি কেউ এসে আমাকে মারবে। আমি কিন্তু ছোটবেলা থেকে সবার আদরে আদরে বড় হয়েছি। আমি ছিলাম আমার আব্বু-আম্মুর চোখের মণি। আলহামদুলিল্লাহ, এখনো আমি তাদের নয়নমণি হয়ে আছি। আমি শুধু ওই সময়টার কথা বলছি। তখন মনে হত, আমি বুঝি শত্রুদের মাঝখানে আছি। আমি মাটিতে পা ফেলতেও ভয় পেতাম। না জানি, এর জন্যে আমাকে মার খেতে হয়। আমি সব সময় কান্না করতাম। নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দরবারে চোখের পানি ফেলতাম। তারা মনে করতেন, আমি বুঝি ঢং করছি। লোক দেখানোর জন্যে এসব করছি। তারা এ নিয়ে আমাকে কটু কথা বলত। অনেক রকম কথা বলত। শুধু শারীরিকই নয়; মানসিকভাবেও আমার ওপর প্রচুর টর্চার হয়েছে।

সব সময় একটা অপমানের মধ্যে রাখত। ছোট থেকে তারা আমাকে দিয়ে কখনো ঘরের কোনো কাজ করায়নি। কিন্তু এখন তারা আমাকে দিয়ে ঘরের বিভিন্ন কাজ করাতে লাগল। আমাকে দিয়ে ঘর মুছাত। ঝাড়ু দেওয়াত। এক-আধটু ভুল হয়ে গেলে আমাকে বকাঝকা করত। তারা অনেকবার আমাকে ঘর থেকে বের করে দিতে চেয়েছেন। আমার একটাই দোষ। আমি কেন পর্দা করি? আমি কেন মিডিয়াতে ব্যাক করছি না?

Scanned by CamScanner

তাদের কথা ছিল, তুমি নামায পড়তে চাও তো নামায পড়ো। আমরা তো নামায পড়তে নিষেধ করছি না। কিন্তু এর পাশাপাশি তুমি মিডিয়াতেও কাজ করো। অনেক মানুষ তো নামাযও পড়ে; আবার মিডিয়াতেও কাজ করে। তুমি কেন বাড়াবাড়ি করছ? এ রকমভাবে তুমি কেন তোমার জীবন নষ্ট করছ?

আমি তখন শুধু সবর করতাম। আমার তখন মনে হত, আমি যদি এখন সবর করি তা হলে এর বিনিময় আমি অবশ্যই আমার আল্লাহর কাছে পাবো। আমার জীবনে তখন এত এত কষ্ট! কিন্তু কখনো সে দুঃখের কথাগুলো কারও সঙ্গে শেয়ার করিনি। এখন যেভাবে বলছি, এটাই আমার কারও কাছে প্রথম বলা। আমি এর আগে কখনো এভাবে বলিনি। কারণ, এ জাতীয় কথা বলতে কখনো নিজের কাছে ভালো লাগে না। আর বলেও বা কী হবে! এগুলো সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া। আমি এগুলো আল্লাহর জন্যে করেছি। তিনিই আমাকে এর প্রতিদান দেবেন।

এখন এগুলো বলছি এ কারণে যে, আসলে ইসলাম মানা এতো সহজ নয়। ইসলাম মানতে গেলে অনেক ঝড়-ঝাপটা আসে। এটা আমি পদে পদে বুঝেছি। আমাকে যখন মারত তখন ঘরের কেউ থামাতে আসত না। আমার আম্মু আমাকে মারতেন। বাসা থেকে বের হয়ে যেতে বলতেন। বলতেন, যে মেয়ে কথা শোনে না, এমন মেয়েকে আমি বাসায় রাখবো না। আমি কোথায় যাব? হ্যাঁ, আমি যদি মিডিয়ায় থাকতাম। আমার হাতে প্রচুর টাকা থাকত। আমি যেখানে ইচ্ছে থাকতে পারতাম। কিন্তু এখন তো আমি দ্বীনের ওপর আছি। পর্দা করি। কাজেই এখন আমি যা ইচ্ছে করতে পারি না। আমি কোথায় যাব? আমি তো এখন ছেলে বন্ধু- মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে পারব না। ওদিকে দ্বীনদার মহলের কারও সঙ্গেও আমার জানাশোনা নেই। আমি কোথায় যাব? কী করব? তারা যখন টেনে টেনে আমার দরজার দিকে ঠেলে ধরতেন তখন আমি বলতাম, আমাকে এভাবে বের করে দিয়ো না। আমি কোথায় যাব? আমাকে শুধু তোমাদের বাসায় থাকতে দাও। আমাকে কোনো খাবার দিতে হবে না। আমি না খেয়ে থাকতে

Scanned by CamScanner

পারব। আমাকে শুধু বাসায় থাকতে দাও। তারা যখন আমাকে দরোজার দিকে টানতেন তখন আমি ফ্লোরের সঙ্গে মিশে পড়ে থাকতাম। ওই সময়টা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে কষ্টের সময়। আমি কখনো কল্পনা করিনি যে, জীবনে আমাকে এমন সময়ের মুখোমুখি হতে হবে। আমার এত আদরের আম্মু, এত আদরের বোন, তারা আমার সঙ্গে এমন করবেন, এটা আমি কখনো ভাবিনি। ওরা আমাকে ঠিকমতো খেতে দিত না। আমি না খেয়ে পড়ে থাকতাম। জ্বর হলে ওভাবে পড়ে থাকতাম। কেউ এসে আমার গায়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করত না যে, তোমার কি জ্বর হয়েছে? একা একা পড়ে থাকতাম। আমাকে দেখার মতো কেউ ছিল না। শুধু আল্লাহকে বলতাম যে, আল্লাহ! তুমি তো দেখছো!

(সাক্ষাৎকারের এ পর্যায়ে **আমাতুল্লাহ** আপু কেঁদে ফেলেন। সে কী কান্না! তাঁর হৃদয়বিদারক কষ্ট ও অঝোর কান্না দেখে আমি নিজেকেও সংবরণ করতে পারিনি।)

একটা সময় ব্যাপারটা সহ্যের বাইরে চলে গেল। তাদের কাজই হলো, আমাকে অপমান করা। প্রতিদিন এভাবে মার খাওয়া, অপমানিত হওয়া, শারীরিক ও মানসিকভাবে টর্চার হওয়া— আর কতো সহ্য করা যায়! ওদিকে যখন আমার মনে দ্বীনের বুঝ ফুটতে শুরু করে তখন থেকেই আমার ইচ্ছে ছিল, আমি মাদরাসায় পড়ব। আলেমা হব। কিন্তু সেখানে থেকে পড়ার ইচ্ছে ছিল না। আমি ভেবেছিলাম, বাসা থেকে যেয়ে-এসে পড়াশুনা করব। তো যখন বাসার পরিবেশ এমন অসহ্য হয়ে উঠলো তখন সিদ্ধান্ত নিলাম, কোনো একটা মাদরাসায় চলে যাব। আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি একটা মাদরাসার খোঁজ পেলাম। একদিন সেই মাদরাসায় চলে এলাম। ওখানে থাকা শুরু করলাম। প্রথম দিকে আমি বাসার কাউকে জানাইনি। বাসার কারও সঙ্গে আমার যোগাযোগও ছিল না।

সাকী : আপনি কীভাবে মাদরাসায় এলেন? কার মাধ্যমে এলেন?

আমাতুল্লাহ : আমি কিন্তু হঠাৎ করেই মাদরাসায় এসেছি। আমি যখন মাদরাসায় ঢুকি তখন কিন্তু একান্ত বাধ্য হয়েই ঢুকেছিলাম। বাসার

Scanned by CamScanner

পরিবেশ সহ্যের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে একটা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে আমি মাদরাসায় এসেছিলাম। আপনি জানেন, কওমি মাদরাসাগুলো অর্থনৈতিকভাবে অতটা স্বচ্ছল ও উন্নত নয়। বিভিন্ন সমস্যার ভেতর দিয়েও মাদরাসাগুলো এগিয়ে যাচ্ছে। মহিলা মাদরাসাগুলোরও একই অবস্থা। আমি যেই মাদরাসায় যাই সেটিও ছিল তেমনই একটি মাদরাসা। একটু স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ। বাইরে-ভেতরে কোথাও আধুনিকতার ছোঁয়া নেই। আমি তো সব সময় একটু ভালো পরিবেশে থেকেছি। হঠাৎ করে একটি নতুন পরিবেশে চলে আসার কারণে আমার কাছে কেমন কেমন লাগছিল। আমি মাদরাসার ভেতরে ঢুকে একজন শিক্ষিকার কাছে এলাম। তাকে আমার কথা জানালাম। বললাম, আমি মাদরাসায় পড়তে চাই। আমাকে কোত্থেকে শুরু করতে হবে?

তিনি উত্তরে আমাকে বলেন, 'আপনাকে শুরু থেকেই শুরু করতে হবে।' তার কথাটা আমার কাছে ভালো লেগেছিল। তিনি তো ঠিক কথাই বলেছেন। আমাকে তো শুরু থেকেই শুরু করতে হবে। আমাকে প্রথমে কুরআন রিডিং ঠিক করতে হবে। আমি ছোটবেলায় কুরআন শিখেছিলাম। কিন্তু প্রচুর ভুল হত। বড় হওয়ার পর কোনো দিন কুরআন স্পর্শ করিনি। এখন আমাকে প্রথমে সেটা ঠিক করতে হবে।

মাদরাসায় এসে দেখলাম, বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা এসে উঁকি দিয়ে আমাকে দেখে চলে যাচ্ছে। একটু পর পর এসে উঁকি দিয়ে হেসে আবার চলে যাচ্ছে। তাদের ওভাবে উঁকি মারতে দেখে আমার লজ্জা হচ্ছিল। ওরা এমন করছে কেন! কিন্তু পরে বুঝলাম, আসলে ওরা নতুন কাউকে দেখলে এভাবে উঁকি দিয়ে দেখে। সব সময় বদ্ধ পরিবেশে থাকার কারণে নতুন কেউ ভেতরে এলে তার প্রতি ওদের মনে একটা এক্সট্রা কৌতূহল থাকে। ওদের কৌতূহলী দৃষ্টি দেখে আমার বেশ লজ্জা হচ্ছিল। খানিকটা বিরক্তও হচ্ছিলাম।

আমি বাসা থেকে টুকটাক অল্পকিছু সামান নিয়েছিলাম। আমি সব সময় ওয়েস্টার্ন ড্রেস পরতাম। থ্রি পিস পরার অভ্যাস ছিল না।

Scanned by CamScanner

এজন্যে বাসা থেকে মাদরাসা উপযোগী কাপড় নিতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কোন পোশাকগুলো দেখতে থ্রি পিসের মতো, সেগুলো বেছে বেছে নিয়ে গিয়েছিলাম।

ওখানে যাওয়ার পর রাতের বেলা খাবার দিল। খাবারে বিশাল মোটা মোটা ভাত। তরকারিটাও খুব পানি পানি। ওদিকে আমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে। আমি সে খাবার খাওয়া শুরু করলাম। খাবারগুলো আমার খুব কষ্ট হয়েছে। মনে হয়েছিল, জোর করে গলা দিয়ে খাবার নামাচ্ছি। আমি খেতে পারছিলাম না। কারণ, এত মোটা ভাত আমি এর আগে কখনো দেখিনি। জীবনে প্রথম এত মোটা ভাত দেখলাম। আর তরকারি ছিল পানসে। মনে হচ্ছে, মশলা ঠিকমত মিক্স হয়নি। আর এতগুলো ভাত! অথচ তরকারি খুবই কম! এক-দু লোকমা খাওয়ার পর বাকিটা আর খেতে পারিনি।

এভাবে খিদা পেটে নিয়ে শুতে গেলাম। শোয়ার সময় দেখলাম, একটা ছোট রুমের ভেতর তিন-চারজন ঘুমাবে। বিছানা পাতার পর দেখলাম, একজনের বিছানা অন্যজনের সঙ্গে লেগে যাচ্ছে। আমি আগে কখনো এমন থাকিনি। আমার কাছে কেমন কেমন লাগছিল।

আবার আমি কখনো মশারির ভেতর ঘুমুতে পারতাম না। কিন্তু ওখানে তো সবাই মশারি টানিয়ে ঘুমায়। অনেকেই ঘুমান। কিন্তু আমি পারতাম না। মশারি কীভাবে টানাতে হয়, আমি তো সেটাও জানি না। একজন এসে আমার মশারি টানিয়ে দিল। এখানে একটি কথা না বললে অকৃতজ্ঞতা হবে যে, মাদরাসার মেয়েরা খুবই ভালো। হেল্পফুল। তারা বুঝতে পারছিল যে, আমি ওদের মতো না। অন্য পরিবেশ থেকে এসেছি। কিন্তু ওরা আমাকে আপন করে নিয়েছিল। আমার টুকটাক কাজগুলো ওরা সেধে সেধে করে দিত।

এরপর ফজর হলো। সবাই বিছানা গুছিয়ে পড়তে বসে গেছে। ওদিকে আমার সকালবেলা ঘুমানোর অভ্যাস। দেখা গেল, মাদরাসায় এসে আমি সকালবেলা ঘুমাতে পারছি না। আমার পাশের রুমেই ছিল দাওরার ক্লাস। আমি সব সময় ওদের পাশে বসতাম। যেসব মেয়ে

Scanned by CamScanner

দাওরায় পড়ত, বয়সে ওরাও আমার ছোট। কত আর বয়স হবে। সতেরো-আঠারো। ওরা আমাকে আপু আপু করে খুব রেসপেক্ট করত। আমি ওদের কাছে বসতাম। আর ওদের কাছ থেকে কায়েদা, কুরআন শরীফ ঠিক করে নিতাম। ওরা খুব মুহাব্বতের সঙ্গে আমাকে সবকিছু দেখিয়ে দিত।

ওরা যখন দাওরার কিতাবগুলো পড়ত, বড় বড় কিতাবের ইবারত পড়ত তখন আমার কাছে খুব ভালো লাগত। অনেক বড় বড় কিতাব। কোথাও যের-যবর নেই। ওরা অবলীলায় টেনে টেনে পড়ে যাচ্ছে। আমার কাছে ওদের ইবারত শুনতে খুবই ভালো লাগত। আমার কাছে সবচেয়ে অবাক লাগত। কীভাবে ওরা যের-যবর ছাড়া পড়ে যাচ্ছে! প্রথম দিন যখন আমি তাদেরকে এভাবে পড়তে দেখি তখন আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিল।

শিক্ষকরা পর্দার আড়াল থেকে ওদেরকে যখন পড়াতেন, বিভিন্ন মাসআলা বলতেন, তখন আমার শুনতে ভালো লাগত। এভাবেই আমার মাদরাসা জীবন চলছিল। এখানে নতুন কিছু ভালো লাগার ব্যাপার ছিল; খারাপ লাগার মতোও কিছু ছিল। দেখা গেল, বাথরুমগুলো খুব নোংরা থাকত। অপরিচ্ছন্ন বাথরুম ব্যবহার করতে আমার খুব কষ্ট হত। আমি চোখ-কান বন্ধ করে ঢুকতাম। ওভাবেই বের হয়ে আসতাম। আবার বাথরুমে বেশিক্ষণ থাকা যেত না। দেখা যেত, আরেকজন এসে নক করছে। একটা বিব্রতকর অবস্থা ছিল। কিচ্ছু করার নেই। পরিবেশটাই ওরকম। ওখানে যারা আছে সবাই কুরবানির সাথেই চলছে।

যতক্ষণ ক্লাস হত, ততক্ষণ ভালো। কিন্তু ক্লাস শেষ হওয়ার পর সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত তখন আমার কাছে খুব খারাপ লাগত। বাসার কথা মনে পড়ত। সবাইকে মিস করতাম। আমি তখন দুআ করতাম যে, আল্লাহ যেন তাদের সহীহ বুঝ দান করেন। মাদরাসার ভেতর সবাই আউয়াল ওয়াক্তেই নামায পড়েন। অনেকেই তাহাজ্জুদ পড়েন। আমি সব সময় নামাযের পর বাসার লোকদের জন্যে দুআ করতাম। কারণ, আমার আম্মুকে আমি এমন কথা বলতে শুনেছি, যা বললে কারও

Scanned by CamScanner

ঈমান থাকে না। এখন যদি আল্লাহর কাছ থেকে তারা মাফ না নিয়ে যান তা হলে ভবিষ্যত অন্ধকার। এজন্যে আমি তাদের জন্যে দুআ করতাম। প্রতিটি নামাযের পর আমি তাদের জন্যে দুআ করেছি।

মাদরাসায় যাওয়ার পর আমি যেহেতু ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করতে পারছিলাম না। এজন্যে দেখা গেল, প্রথম আটাশ দিন আমার ডায়রিয়া ছিল। ওদিকে আমার হাতে টাকা-পয়সা নেই। আমি তখন রাস্তার ফকির। বাইরে থেকে এনে যে খাবো, ও রকম সুযোগও আমার ছিল না। আটাশ দিন এমনভাবে বিছানায় পড়েছিলাম যে, আমার শরীর-স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। আমার চেহারার দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। আমি নিজেই নিজেকে চিনতে পারছিলাম না।

শীতের সময় দেখা যেত, আমার কাছে খুব বেশি সামান নেই। পাতলা একটা কম্বল গায়ে জড়িয়েই ঘুমাতে হত। ওদিকে সবার মতো আমাকেও ফ্লোরে বিছানা পেতে ঘুমাতে হচ্ছে। নিচ থেকে প্রচণ্ড ঠান্ডা উঠত। আমার ঘুমাতে ভীষণ কষ্ট হয়েছে। অন্যরা সবাই ঠিকমতো ঘুমাচ্ছে; কিন্তু আমি পারছি না। ঠক ঠক কাঁপছি। আস্তে আস্তে আমিও সবকিছু মানিয়ে নিই। আমি চার মাসের মতো মাদরাসায় ছিলাম।

সাকী : এ সময়টাতে কি বাসার সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ হয়নি?

আমাতুল্লাহ : হ্যাঁ, আমি মাদরাসায় আসার পনেরো দিনের মাথায় বাসায় কল দিই। আম্মুর সঙ্গে কথা হয়। আমি জানালাম যে, আমি মাদরাসায় আছি। ভালো আছি। খুব বেশি কথা হয়নি। কিছু ফরমাল কথা মাত্র। এরপর সপ্তায় সপ্তায় কথা হত। তারা আমাকে ও রকম ভাবে বাসায় যেতে বলত না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমি বাইরে থাকার কারণে তারা স্বস্তি বোধ করছেন। একটা উটকো ঝামেলা কাঁধ থেকে নেমে গেছে। আমার ছোট ভাইটাকে দেখতে খুব ইচ্ছে হত। আম্মু যাই করুক, তার প্রতি আমার মনে কোনো দিন মায়ার কমতি ছিল না। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, তিনি যা করছেন না বুঝে করছেন। কোনো মা তার সন্তানের খারাপ চান না। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে, এভাবে শাসন করলে আমি হয়তো ঠিক হয়ে যাব।

Scanned by CamScanner

আমার একটা অভ্যাস হলো, আমি কোনোরকম শীত সহ্য করতে পারলেও গরম একেবারেই সহ্য করতে পারি না। মাদরাসার ভেতর এসে আমাকে প্রচণ্ড গরম পোহাতে হয়েছে। শরীরে ঘামাচি উঠে যেত। তারপরও আমি সেখানে থেকেছি। আমি মনটাকে বলতাম, আমি এর বিনিময় আল্লাহর কাছে পাব। এত দিন অনেক গুনাহ করেছি। হয়তো এই কষ্টের উসিলায় আল্লাহ আমাকে মাফ করে দেবেন।

মাদরাসার ভেতরে এসে আমি দেখেছি, এখানকার মেয়েরা অনেক ভালো। এমন পরিবেশে যে এত ভালো ভালো মেয়ে থাকতে পারে, তা এখানে না এলে আমি বুঝতাম না। একে অন্যের সহযোগিতা করা, অন্যের জরুরত পূরণ করে দেওয়া— এগুলো ওদের মাঝে খুব বেশি দেখেছি।

আমি একদিন আম্মুকে ফোন দিয়ে বললাম, আম্মু! তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। আমি এসে তোমাকে দেখে আবার চলে যাব। আম্মু অনুমতি দিলেন। আমি বাসায় এসে তাকে দেখে চলে গেলাম।

একদিন এমন হলো, আমি আম্মুকে দেখতে বাসায় এসেছি। বাসা থেকে এখন মাদরাসায় যাব; কিন্তু আমার হাতে এক টাকাও নেই। আমাকে কিন্তু ওই সময় বাসা থেকে কোনো টাকা-পয়সা দিত না।

সাকী : আপনি বলছেন, আপনার হাতে টাকা-পয়সা ছিল না। তা হলে আপনার মাদরাসার খরচ কে দিত?

আমাতুল্লাহ : আমি নিজেও তখন জানতাম না, আমার মাদরাসার ব্যয়-ভার কে বহন করত। এখানে মজার একটি গল্প আছে। আমি ওটা পরে বলব।

সাকী : আপনি কি আপনার অবস্থা মাদরাসায় খুলে বলেছিলেন?

আমাতুল্লাহ : না, আসলে আমি তাদের কিছুই বলেনি। কী আর বলব! বলার মতোই বা কী আছে? আর তারাও তো টিভি-সিনেমা দেখেন না। যার কারণে আমার ব্যাপারে তারা খুব একটা জানতেন না। আমি

Scanned by CamScanner

তাদেরকে শুধু এতটুকু জানিয়েছি যে, বাসায় আমার প্রবলেম আছে। এজন্যে বাসা থেকে মাদরাসায় চলে এসেছি। বাকি আমি কী করতাম, আমার প্রফেশন কী, ওগুলো তারা প্রথম দিকে খুব একটা জানতেন না। হয়তো পরে জেনেছেন; কিন্তু আমার ব্যাপারে তারা বলতে গেলে কিছুই জানতেন না।

আমি যখন আম্মুকে দেখতে আসি তখন আমার হাতে কোনো টাকা ছিল না। যার কারণে আমাকে মিরপুর থেকে মুহাম্মদপুরে হেঁটে যেতে হয়েছে। আমার কাছে বাসভাড়া বা রিক্সাভাড়া দেওয়ার মতো কোনো টাকা ছিল না।

সাকী : আপনি কি আপনার আম্মুর কাছে টাকা চাননি? না তারা জানতেন না যে, আপনার হাতে টাকা নেই?

আমাতুল্লাহ : আম্মু জানতেন, আমার হাতে টাকা নেই। টাকা চেয়েছি, কি চাইনি— সেটা আমার মনে নেই। তবে আম্মু জানতেন, আমার হাতে টাকা নেই। মিরপুর থেকে মুহাম্মদপুর তো অনেক দূরের পথ। এতটা পথ হাঁটার কারণে আমার এমন হয়েছে যে, দুটো দিন আমার শরীর ব্যথা করেছে। আর ফুটপাতে হাঁটার অভ্যাস ছিল না। কখনো আমাকে নোংরা কাদামাটি পেরোতে হয়েছে। কখনো ভালো পথ পেয়েছি। হাঁটতাম আর আশপাশের লোকদের দেখতাম।

মাদরাসায় আসার পর যখন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি তখন মাদরাসার প্রধান শিক্ষিকার বড় মেয়ে আমাকে বললেন, আপনি এত কষ্ট করলেন কেন? একটা সিএনজি নিয়ে চলে আসতেন। আমরা ভাড়া দিয়ে দিতাম। আসলে কারও কাছ থেকে কিছু নিতে আমার ভালো লাগত না।

এভাবে আমি চার মাস মাদরাসায় থাকি। আস্তে আস্তে আম্মুর মন নরম হতে থাকে। এ চার মাস আমি মাদরাসায় থেকেছি। যদিও আলেমরা বলেন, বাসা থেকে এসে মাদরাসায় পড়াশুনা করাই উত্তম। একান্ত কেউ নিরুপায় হলে অন্য কথা। আমি তো নিরুপায়। আমার তো করার কিছু ছিল না। আমাকে কয়েক মাস বাসায় বকাঝকা শুনতে হয়েছে। আমি বাধ্য হয়ে মাদরাসায় এসেছি।

Scanned by CamScanner

আম্মুর মন যখন নরম হলো তখন তিনি আমাকে বললেন, ঠিক আছে। তুমি বাসায় চলে এসো। আমি তখন অনেক খুশি হয়েছি। আম্মুর অনুমতি পেয়ে বাসায় চলে এলাম। যদিও বাসার পরিবেশ খুব একটা নরমাল হয়নি। যে যার মতো আছে। আমি আমার মতো নামায পড়ছি। তালীম করছি। আগের চেয়ে পরিবর্তন বলতে শুধু এতটুকুই যে, এখন কেউ আমাকে মারধর করে না। গালাগালি করে না।

সাকী : হঠাৎ মাদরাসার বদ্ধ জীবনে এসে আপনার কেমন অনুভূতি হয়েছে? কোনো কিছু খারাপ লাগলে আপনি কীভাবে সেই সংকট থেকে বেরিয়ে এসেছেন?

আমাতুল্লাহ : প্রথমে অনেক একা লাগত, অনেক কষ্ট লাগত। যদিও সাথে সাথেই মনে করতাম, আল্লাহকে রাজি-খুশি করতে হলে আমাকে অবশ্যই কষ্ট স্বীকার করতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ! মাদরাসার এই দুরবস্থার কথা বাসায় অনেক কম বলেছি। কারণ তাদের মনে যেন আমার প্রতি মায়া বা উদ্বেগ তৈরি না হয়। মায়া খুব খারাপ। এই দুনিয়াবি মায়ার মাঝে ধ্বংসের যথেষ্ট উপকরণ রয়েছে। আল্লাহর রাস্তায় থাকতে হলে আল্লাহর জন্য কুরবানি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কথা নেই।

মাদরাসার ভেতরে ছাত্রী-শিক্ষিকা সবাই অনেক ভালো। মাশাআল্লাহ! আস্তে আস্তে সবার আদরের পাত্রী হয়ে গেলাম। বেশিরভাগ সময় দাওরায়ে হাদীসে এসে আপুদের ক্লাসে বসে থাকি। অনেক শান্তি লাগে! কত বড় বড় কিতাব! 'বুখারী', 'মুসলিম', 'তিরমিযী', 'আবু-দাউদ', হাদীসের কত কিতাব! (হরকত ছাড়া আরবী ভাষায়)। আমি শুধু এই কিতাবগুলোর বাংলা নোট পড়ি আর ভাবি, এখনো আমার কত কিছু জানার বাকি!

মাদরাসার বোনেরা মাদরাসায় অনেক কাজ করে। আমি নতুন বলে আমাকে কাজ দেয় না। আমি কিন্তু বসে থাকি না। নিজে সুযোগ পেলেই রুম ঝাড়ু দিই। বোর্ডিংয়ে তরকারি কাটি। বোনদের সেবা করার চেষ্টা করি। এগুলো করি শুধু আল্লাহকে খুশি করার জন্য। আমি

Scanned by CamScanner

এত কষ্ট করে থাকব, এত কাজ করব, কখনো কল্পনা করেছি বলেও মনে হয় না। একমাত্র আল্লাহ চেয়েছেন বলেই আমি আল্লাহর রাস্তায় মেহনত করার সুযোগ পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ!

এখন আমার মাদরাসা ছাড়া অন্য কোথাও ভালো লাগে না। এই একটা জায়গাতেই দুনিয়াবি কিছুই স্পর্শ করতে পারে না। আলহামদুলিল্লাহ!

সাকী : মাদরাসা শিক্ষা সম্পন্ন করার পর আপনার ইচ্ছা কী?

আমাতুল্লাহ : মাদরাসাতে আমি কারিয়ানা (কুরআন সহীহ) করেছি। আগে মুহাম্মদপুরের একটি মহিলা মাদরাসায় ছিলাম। এখন মিরপুরের একটি মহিলা মাদরাসায় খুসুসি জামাতে ভর্তি হয়েছি। আরবী, উর্দু শিখছি। রমাযান পর্যন্ত পড়েছি। আগামী বছর মিযান জামাতে পড়ব। ইনশাআল্লাহ ৬ বছর পর আলেমা হয়ে যাব। প্রথম প্রথম যখন আরবি আর উর্দু শেখার বই দেখতাম তখন আমার কান্না পেত। মনে হত, হায় আল্লাহ! এত এত কিতাব কিভাবে পড়ব! আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন। আমার খুব ইচ্ছে, আমি আলেমা হব। আসলে এর জন্যে আল্লাহর তাওফিক লাগে। তিনি চাইলে হতে পারব। না চাইলে পারব না। আমার স্বপ্ন, আমি আলেমা হব। এটা আসলে নিজের জানার জন্যে। আমি যদি ইলম অর্জন করি তা হলে আমি অন্তত আমার জীবনটা ইসলামি বিধান অনুসারে সুন্দরমতো পরিচালিত করতে পারব।

দ্বিতীয়ত: আমি আমার সন্তানদের ইসলামি আদর্শে গড়ে তুলতে চাই। তারা যেন দ্বীনের সঠিক বুঝ পায়। তাদের গড়ে তোলার জন্যেও আমার আলেমা হওয়া দরকার।

আমার আশপাশে যারা আছেন, আমার ভাই-বোন আছেন, তাদেরকে যেন আমি দ্বীনের সঠিক কথা বোঝাতে পারি, এজন্যেও আমার আলেমা হওয়া দরকার। আমার এতটুকুই স্বপ্ন। এর বাইরে আমার আর কোনো ইচ্ছে নেই। আমি যেন আল্লাহর রাজি-খুশি মুতাবেক জীবন পরিচালিত করতে পারি, এটাই আমার সবচেয়ে বড় ইচ্ছে।

Scanned by CamScanner

সাকী : একটি গোষ্ঠী মাদরাসা শিক্ষা বন্ধ করার কথা বলে? তাদের উদ্দেশে আপনার কোনো বক্তব্য?

আমাতুল্লাহ : আসলে আমি জানি না, কোন গোষ্ঠী এ কাজ করে। আমি শুধু এতটুকু বুঝি যে, যারা মাদরাসা শিক্ষা বন্ধ করার কথা বলে তারা ইসলামের সঙ্গে বিরোধিতা করেই এ-কথা বলে। মাদরাসা শিক্ষা বন্ধ করা মানে ঈমানের পথ বন্ধ করা। মাদরাসাগুলোতে কী হয়, এখান থেকে খাঁটি মানুষ বের হয়। স্কুল-কলেজে দুনিয়াবি শিক্ষা দেওয়া হয়। আর মাদরাসাগুলোতে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি দ্বীনি শিক্ষা পাই সে খাঁটি মানুষ হয়। যাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। তারা যা করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করে। তাদের আখলাক, লেনদেন, চলাফেরা আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত হয়। কাজেই যারা মাদরাসা শিক্ষা বন্ধ করতে চায়, মহান আল্লাহ তাদের হিদায়াত দিন। তাদের হিংস্র চোখ থেকে মাদরাসাগুলো নিরাপদ থাকুক, আমি সব সময় এ দুআ করি।

সাকী : আপনার বিয়ে সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি। কীভাবে হলো, বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা কীভাবে সম্পন্ন করলেন?

আমাতুল্লাহ : আমার বিয়ের ঘটনা হলো, আমি যখন মাদরাসায় ছিলাম তখন তো আর ফেসবুক ইউজ করার সুযোগ ছিল না। মাসখানেক মাদরাসায় পড়ার পর আমি যখন বাসায় আসি তখন ফেসবুকে মাদরাসায় আটাশ দিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি পোস্ট দিয়েছিলাম। আমার 'উনি' সেই পোস্ট পড়ে খুঁজে খুঁজে আমার মাদরাসায় চলে আসেন। সেখানে এসে তিনি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। ওই সময় আমি মনে মনে চাচ্ছিলাম যে, যেন আমাকে একজন দ্বীনদার ছেলের সাথে বিয়ে হয়।

মাদরাসার ভেতরের পরিবেশ এমন যে, সেখানে বাইরের কোনো লোক সরাসরি মেয়েদের কাছে আসতে পারে না। দেখা-সাক্ষাৎ বা কথাবার্তার তো কোনো সুযোগই নেই। আমি কোন মাদরাসায় পড়ি, তার নাম-ঠিকানা কিন্তু আমি ফেসবুকে দিইনি। উনি কীভাবে যেন

Scanned by CamScanner

আমার খোঁজ পেয়ে যান। এবং আমাদের মাদরাসার মুহতামিম সাহেবের মাধ্যমে আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। সঙ্গে একটি সিভি জমা দেন। তাঁর সিভি পড়ে আমার খুব ভালো লাগে। একদিন তিনি তার কয়েকজন দ্বীনি ভাই নিয়ে মাদরাসায় আসেন। মাদরাসা পরিচালকের মধ্যস্ততায় আমাদের দেখাদেখি হয়। অল্প কিছু কথাবার্তাও হয়। আমাকে দেখার পর তিনি ইসতেখারা করেন। ইসতিখারা মানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনে মনে আল্লাহর কাছ থেকে সিদ্ধান্ত প্রার্থনা করা। সেই ইসতিখারায় ভালো ফলাফলও এসেছিল। কিন্তু কী কারণে যেন আমাদের বিয়ে হয়নি। তখন আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। আমি কষ্ট পেয়েছিলাম। মনে মনে একজন দ্বীনি ছেলে প্রত্যাশা করছিলাম; কিন্তু কেন যেন আমার প্রত্যাশা পূরণ হলো না।

সাকী : আপনার এই বিয়ের কথা কি আপনার বাসার লোকজন জানত?

আমাতুল্লাহ : না, জানত না। জানার প্রশ্নই উঠে না। যেখানে তারা আমার দ্বীনদারি মেনে নিতে পারছিল না, সেখানে একজন দ্বীনদার ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা তারা কীভাবে মেনে নেবে?

সাকী : এরপর কী হলো?

আমাতুল্লাহ : এরপর তো আমি মাদরাসা থেকে বাসায় চলে যাই। অনাবাসিক শিক্ষার্থী হয়ে বাসা থেকে এসে-যেয়ে মাদরাসায় পড়ি। এ ঘটনার প্রায় দু-মাস পর একদিন সে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আমার বাসায় আসে। আমার আম্মু কখনো দাড়ি-টুপিওয়ালাদেরকে পসন্দ করতেন না। তিনি কোনোভাবেই এ বিয়েতে রাজি হচ্ছিলেন না। দাড়ি-টুপিওয়ালা মানুষ তার মেয়ের জামাই হবে, এটা তিনি কিছুতেই মানতে পারছিলেন না। কিন্তু মনে মনে আমি রাজি ছিলাম। খুব কষ্ট করে আমার বাসার লোকজনকে রাজি করালাম। পুরোপুরি সুন্নত তরিকায় আমাদের বিয়ে হলো। সবচেয়ে মজার কথা হলো, বিয়ের ছয় মাস পরের ঘটনা। আমরা দু'জন একসঙ্গে খেতে বসেছি। কথায়

Scanned by CamScanner

কথায় তিনি আমাকে বললেন, একটা কথা বলব? শুনে হয়তো তোমার ভালো লাগবে? আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী কথা? বলল, তুমি যখন মাদরাসায় ছিলে, তখন তোমার সব খরচ আমি বহন করেছি। শুনে আমার খুব খুশি লেগেছিল। বিয়ের এত দিন পর তিনি আমাকে জানালেন। অথচ এত খুশির একটা বিষয় আমি এত দিন জানতাম না।

সাকী : আপনার স্বামী কি আলেম?

আমাতুল্লাহ : না, আসলে এ বিষয়টা ক্লিয়ার করা দরকার। আমার স্বামী মাদরাসার শিক্ষক বা আলেম নন। তিনি একটি ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করেন। তবে তার আলেম হওয়ারও ইচ্ছা আছে। ইনশাআল্লাহ আগামী রমাযানের পর তাকে একটি মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দেব।

সাকী : আপনার হাজব্যান্ড যদি মাদরাসা-শিক্ষিত না হয়ে থাকেন তা হলে তিনি এমন সুন্নতি জীবন কোথায় পেলেন? একজন আলেমের মতো দাড়ি-টুপিওয়ালা কীভাবে হলেন?

আমাতুল্লাহ : হ্যাঁ, তাঁর হেদায়েতের গল্প আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা দরকার। তাঁর জীবনকাহিনিও অনেক সুন্দর। তিনি খুব সুন্দর, সাজানো-গোছানো একটি পরিবারে বড় হয়েছেন। আমার শ্বশুর পেশায় শিক্ষক। আমার হাজব্যান্ডের পড়াশুনা মায়ের কাছেই শুরু হয়েছিল। খুব পড়ুয়া ছেলে তিনি। তার পড়াশোনা করতে খুবই ভালো লাগে। শিক্ষক বাবার কাছ থেকে তিনি জীবনের আদব-কায়দা, ভদ্রতার অনেক কিছু শিখেছেন।

চিটাগাংয়ের একটি স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে SSC পাশ করেন GPA-5 নিয়ে। এরপর HSC পাশ করেন চিটাগাং কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে গোল্ডেন GPA-5 নিয়ে। আলহামদুলিল্লাহ! তারপর বুয়েট, কুয়েট, চুয়েট, আই-ইউ-টি, ঢাবিতে পরীক্ষা দেন এবং সবগুলোতেই চান্স পান। এর মধ্য চুয়েটে ১০ম হন এবং আই-ইউ-টি

Scanned by CamScanner

তে ৫ম হন আলহামদুলিল্লাহ। এরপর একটি ইউনিভার্সিটিতে EEE তে ভর্তি হন।

ইউনিভার্সিটিতে যখন তিনি ফার্স্ট ইয়ারে পড়েন তখন ওই ইউনিভার্সিটির ১৫/১৬ জন ছাত্র তিন দিনের জামাতে বের হয়। বড় ভাইদের তশকিলে তিনিও সেই জামাতে নাম লেখান। এভাবে তিন দিনের জন্য আল্লাহর রাস্তায় বের হন। জীবনের এই প্রথম তিন দিনের জামাতে থাকাকালেই আল্লাহ তাকে দ্বীনের বুঝ দেন আলহামদুলিল্লাহ!

তারপর থেকে তাঁর পৃথিবীর সবকিছু বদলে গেল। ইসলাম মেনে চলেন। সব সময় সুন্নতি লেবাস পরে থাকেন। আলহামদুলিল্লাহ! এখন পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে কখনোই মসজিদে জামাতে নামাজ পড়া ছাড়েননি আলহামদুলিল্লাহ!

তখন থেকে এ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে তিন দিনের জামাতে ৬০বারেরও বেশি কবুল করেছেন। ১ চিল্লা করে ৩বার সময় লাগিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ!

মিষ্টি চেহারার এই ছেলেটা ইচ্ছে করলে খুব সহজে হারামে লিপ্ত হতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহই তাকে হেফাযত করেছেন। পড়াশুনা-পাগল ছেলেটার যে বয়সে হারাম প্রেমে পড়ার কথা, তখনই আল্লাহ তাকে দ্বীনের বুঝ দিলেন। যার ফলে তিনি হারাম থেকে বাঁচলেন। ভার্সিটি লাইফের সব ধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে গেলেন। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর ভয়ে সে কোনো দিন কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলেনি। সবরের সাথে আল্লাহর কাছে শুধুই দ্বীনদার স্ত্রী চাইতেন।

এভাবেই চলতে থাকলো। BSC পাশ করলেন। ইঞ্জিনিয়ার হলেন। মাস্টার্সেও ভর্তি হলেন। এবং একটি হালাল চাকরি খুঁজতে লাগলেন। হারামের বাজারে হালাল জিনিস মোটেও সহজ নয়। তারপর একটা ইউনিভার্সিটিতে চাকরির আবেদন করলেন। আলহামদুলিল্লাহ, চাকরিটাও পেয়ে গেলেন। এখন সেখানে লেকচারার হিসাবে কর্মরত রয়েছেন।

Scanned by CamScanner

সাকী : আপনার স্বামী আপনাকে কতটুকু মূল্যায়ন করেন? তিনি কি আপনাকে পর্যাপ্ত সময় দেন? দ্বীনদার পুরুষরা স্বামী হিসেবে কেমন? এ সম্পর্কে যদি আপনি কিছু বলতেন।

আমাতুল্লাহ : আমি যখন রান্না করি তখন আমার স্বামী বলেন, 'তুমি মাঝে-মাঝে রান্না করে আমার প্রতি অনেক এহসান করো। তা না হলে অফিস করে আবার রান্না করে তোমাকে ঠিকমতো খাওয়ানো আমার জন্য কষ্টকর হয়ে যেত। তোমাকে খাওয়ানোর দায়িত্ব তো আমার। রান্না করা বা এ জাতীয় কোনো কাজ করা তো তোমার দায়িত্ব নয়। অনেক অনেক জাযাকিল্লাহ।'

বাসায় খাদেমা তো আছেন। তবুও আমার যা ব্যক্তিগত কাজ সবই আমার স্বামী করেন। মাইগ্রেনের মাথাব্যথাটা শুরু হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ননস্টপ মাথা টিপে দিতে থাকেন। আমার এই সামান্য মাথাব্যাথা দেখে তখন তার চোখ দিয়ে পানি ঝরতে থাকে। তিনি তখন কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে শুধু আমার জন্য দোয়া করতে থাকেন। আলহামদুলিল্লাহ!

আমি বাসার নিচ পর্যন্ত গেলেও তিনি অস্বস্তিতে থাকেন, আমার কোনো অসুবিধা হবে কি-না, সেটা ভেবে। সব সময় তিনি আমার সঙ্গেই থাকেন। একটুও আমাকে একা বের হতে দেন না। তার মুখে আমার অতীতের একটা কথাও আজ পর্যন্ত শুনলাম না। তিনি শুধু তার স্ত্রী আমাতুল্লাহকেই চেনেন আলহামদুলিল্লাহ!

এত এত নিয়ামত কি মানুষ টাকা দিয়ে কিনতে পারবে? কখনোই না। একটা বেদ্বীন ছেলে তার স্ত্রীর জন্য এতকিছু করবে? কখনো করবে না। এই নূরানি শান্তি দুনিয়ার প্রাসাদে থেকে কি কেউ পাবে? কখনো পাবে না। এই নিআমত, এই অপার্থিব সুখ তাদের জন্যে, যারা দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আল্লাহর পথে চলেছে। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে তাঁর কাছে সুখভরা নূরানি জীবন দিয়েছেন।

সাকী : আপনি বলেছেন, আপনার আম্মুও হিদায়াতের পথে এসেছেন। কীভাবে এসেছেন, বলবেন কি?

Scanned by CamScanner

আমাতুল্লাহ : আম্মুকে আমি সব সময় তাশকিল করতাম। যতদূর সাধ্যে ছিল, বুঝানোর চেষ্টা করতাম। আমার আম্মুর কথা আমি আগেই বলেছি যে, তিনি নিয়মিত নামায পড়তেন না। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাতে নামায পড়তেন মাত্রা। আর পর্দা তো কখনো করতেন না। মাঝে-মধ্যে এমন এমন কথাও বলতেন যে, সেসব কথা বললে কারও ঈমান থাকে না। দাড়ি-টুপিওয়ালাদের দেখতে পারতেন না।

আমি মাদরাসায় থাকাবস্থায় আম্মুর জন্যে প্রচুর দুআ করতাম। এমন কোনো নামায নেই, যার পরে আমি আমার আম্মুর জন্যে দুআ করিনি। আসলে কি, কেউ যদি খাস দিলে আল্লাহর কাছে দুআ করে, তার দুআ আল্লাহ অবশ্যই কবুল করেন। আল্লাহ তো দিতেই চান, বান্দা ঠিকমতো চাইলে আল্লাহ অবশ্যই দান করেন।

আমি আম্মুকে খুব করে বলতাম, আমার সঙ্গে তালীমে যাওয়ার জন্যে। তিনি কখনো আসতে চাইতেন না। একবার জোর করে নিয়ে এসেছিলাম। তারপরে আর আসেননি। কিছু দিন আগে আমি তিন দিনের জন্যে মাসতুরাত জামাতে গিয়েছিলাম। সেই জামাতের রোখ পড়েছিল আমার আম্মুদের বাসার কাছে। আমি তখন আম্মুকে ফোন দিয়ে বললাম, 'তুমি যদি পার তা হলে আমাদের বাসার কাছাকাছি অমুক বাসায় তুমি এসো। সেখানে আমরা জামাতে এসেছি।'

আল্লাহর ইচ্ছে। কীভাবে যেন আম্মু বয়ানে চলে এলেন। খুব মন দিয়ে তিনি বয়ানের কথাগুলো শুনলেন। আমি দেখলাম, ওই বয়ানে আম্মুর মনটা অনেক নরম হয়ে এসেছে। আসলে আমরা তখন আল্লাহর রাস্তায় ছিলাম। আর আল্লাহর রাস্তায় থাকাবস্থায় দুআ করলে সে দুআ কবুল হয়ে যায়। আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে আম্মু পর পর তিন দিনই বয়ানে এলেন। এমনটি আগে কখনো দেখিনি। তাকে আগে তালীমেই নেওয়া যেত না। এভাবে তিনদিন কেটে গেল।

আম্মু বাসায় চলে এলেন। আমিও বাসায় চলে এলাম। এর কয়েকদিন পরের ঘটনা। আমি আম্মুদের বাসায় এসেছি। ওদিকে আমি আম্মুর পেছন তাশকীল করতে করতে ক্লান্ত। তখন ভাবলাম, এবার তা হলে বোনের পেছনে লাগি। তাকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি। ও এখন

Scanned by CamScanner

ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। বাসায় আমি, আম্মু আর ও পাশাপাশি বসে আছি। ও একদমই পর্দা করে না। আমি আগে যেমন ছিলাম, অনেকটা এরকমই। তাকে আমি বললাম, 'তুমি যে পর্দা করো না। তুমি আল্লাহর কাছে কী জবাব দেবে? এই যে সেজে-গুজে বাইরে যাচ্ছ, এতে কী লাভ হচ্ছে? তোমাকে দেখে মানুষ বিনোদন নিচ্ছে। তুমি নিজেকে অনেক দামী ভাবছ। অথচ বেপর্দায় চলার কারণে তুমি নিজেই নিজের দাম হারাচ্ছ।'

এমন কিছু কথা ওকে বললাম। কিন্তু আমার কোনো কথা ওকে ইফেক্ট করল না। ও শুধু শুনে গেছে। কিন্তু আমার সেই কথাগুলো ইফেক্ট করল আম্মুকে। পরের দিন তিনি আমাকে অবাক করে দিয়ে জানালেন, 'আমি এখন থেকে পর্দা করতে চাচ্ছি।'

আম্মুর মুখে একথা শুনে আমি খুব খুশি হলাম। আলহামদুলিল্লাহ। তখন আমি আম্মুকে বোরকা হাদিয়া দিলাম। আম্মু বোরকা পরা শুরু করলেন। পরিপূর্ণ শরয়ী পর্দা করেন। কারও সামনে যান না। এতটুকুই নয়; তিনি এখন নিজের ঘরে তালীম করেন। দ্বীনের কথা বলেন। এমনকি আমি বাসায় গেলে তিনি আমাকে দ্বীনের কথা বলেন। কুরআন-হাদীসের কথা বলেন। শুনে আমার ভীষণ ভালো লাগে। যে আম্মু কদিন আগেও দ্বীন মানার কারণে আমাকে বকাঝকা করেছেন, সেই আম্মুই এখন আমাকে দ্বীনের কথা শোনাচ্ছেন। ফাযায়েল বলছেন। আলহামদুলিল্লাহ, এটি আমার জীবনে অনেক বড় পাওয়া।

সাকী : আপনার আম্মুর আগের জীবন, আর এখনকার জীবন, এই দু-জীবনকে আপনি কীভাবে পর্যবেক্ষণ করেন?

আমাতুল্লাহ : আমার আম্মু আমার জীবনের সবচেয়ে বড় নিয়ামত। আলহামদুলিল্লাহ! বিশেষ করে যখন দ্বীনের পথে ফিরে আসি তখন আম্মুর থেকে পাওয়া নির্যাতনগুলো না পেলে হয়তো আল্লাহর কাছাকাছি যেতে পারতাম না, আল্লাহর জন্য কুরবানি করার মজা পেতাম না, আল্লাহর জন্য কষ্ট ভোগ করার শান্তি পেতাম না,

Scanned by CamScanner

আলহামদুলিল্লাহ! তখন শুধু সিজদায় পড়ে কান্না করতাম, আম্মুর হেদায়েতের জন্য। আমি বুঝতাম আম্মুকে দিয়ে, আমার সবচেয়ে কাছের এই মানুষটাকে দিয়ে আল্লাহ আমাকে পরীক্ষা করছেন, এবং আম্মুও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে, দ্বীনের বুঝ না থাকার কারণে যেটা না করার সেটা করেছেন। আমি কখনোই আশা ছাড়িনি। আল্লাহর প্রতি আমার পূর্ণ ইয়াকিন ছিল যে, আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করবেন, আমার আম্মুকে হেদায়েত দান করবেন! আল্লাহ আমার আম্মুকে কবুল করেছেন আলহামদুলিল্লাহ!

এখন আমার আম্মুর সাথে দেখা হলেই কুরআন-হাদীসের কথা শুনি, মন দিয়ে শুনি। কলিজাটা ঠান্ডা হয়ে যায়। কী যে শান্তি! আলহামদুলিল্লাহ! আম্মু এখন নিয়মিত এত আমল করে যে, যেটা দেখে আমারই হিংসা লাগে। মাশাআল্লাহ! এমন অবস্থা যে, ঘুমের মধ্যেও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' যিকির করতে থাকে। বাসায় যে আসবে বা যার সাথেই দেখা হবে, সবাইকেই খুব মোহাব্বতের সাথে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। যারা এখনো হেদায়েতের পরশ পায়নি তাদের জন্য আফসোস আর দোয়া করতে থাকেন। ঘরে তালীম করেন। এত আমল করার পরও, আরও আমল করার প্রতি যে পরিমাণ আগ্রহ, সুবহানাল্লাহ! দেখে অবাক হতে থাকি। সারাদিন কিতাব পড়তে থাকেন, বিভিন্ন মাসআলা জানতে থাকেন, হারাম-হালালের ব্যাপারে সতর্ক থাকেন। আর গান শোনা, টিভি দেখার তো প্রশ্নই ওঠে না। আল্লাহু আকবার! আমার আম্মু আমার আদর্শ, আমার মমতাময়ী মাকে আল্লাহ তাআলা মৃত্যু পর্যন্ত হেদায়েতের ওপর রাখুন। জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। আমীন।

সাকী : বিয়ের আগে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে আপনি কি কি প্রস্তুতি নিয়েছেন?

আমাতুল্লাহ : বিয়ের আগ থেকেই আমি আমাকে একজন আদর্শ বউ হিসেবে কল্পনা করতাম। হযরত আয়েশা রাদি. এর মতো হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। আমি ভাবতাম, আমি আমার স্বামীর সর্বোচ্চ সেবা করার

Scanned by CamScanner

চেষ্টা করব। তার পুরোপুরি খেদমত করব। তাকে কোনো কষ্ট দেব না। যদিও বাস্তবে তা পুরোপুরি হয়ে ওঠে না। কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিল। আমি স্বপ্ন দেখতাম, আমার একজন দ্বীনদার স্বামী হবে। তার মুখ ভর্তি দাড়ি থাকবে। সুন্নতি লেবাস থাকবে। আমাদের ছোট ছোট মেয়ে থাকবে। ওরা বোরকা পরে আমাদের হাত ধরে ঘুরবে। আমাদের সুন্দর একটা ফ্যামিলি হবে। ঘরে ঈমানের নূর থাকবে, জান্নাতি সুখ থাকবে। আমি সব সময় এমন স্বপ্ন দেখতাম। যদি স্বপ্ন ও বাস্তবতার মাঝে কিছু না কিছু ফারাক থাকে। সংসারে একসঙ্গে থাকতে গিয়ে আমার মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়। কিন্তু আমি সব সময় ভালো ও আদর্শ স্ত্রী হওয়ার কল্পনা করতাম।

সাকী : আপনি যেমন স্বামী চেয়েছেন, তেমন কি পেয়েছেন।

আমাতুল্লাহ : (একটু হেসে) আমি যেমন চেয়েছি, তার অনেক গুণ বেশি পেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। আসলে কি, দ্বীনদার ছেলের সঙ্গে বিয়ে না হলে বুঝতাম না— দ্বীনদার স্বামী কেমন হয়? এজন্যেই আমি একদিন ফেসবুকে এ পোস্ট দিয়েছিলাম যে, 'মেয়েরা যদি জানত— দ্বীনদার স্বামীরা কেমন হয় তা হলে দ্বীনদার স্বামী পাওয়ার লোভেই তারা দ্বীনদার হয়ে যেত।

সাকী : আপনি জীবনসঙ্গী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন?

আমাতুল্লাহ : আপু, যখন আমার কাছে ও বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় তখন আমি দেখেছি, ও কতটুকু দ্বীনদার। ব্যস, এতটুকুই দেখেছি। ও কতটুকু সুন্দর, কতটা টাকাওয়ালা– এটা কিন্তু আমি দেখিনি। আমি শুধু দ্বীনদারিত্বকেই প্রাধান্য দিয়েছি। এই দ্বীনদারিত্বকে সামনে রেখেই আমি বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই বিয়ের সিদ্ধান্ত আমার নিজের রিস্কেই নিতে হয়েছে। আমার বাসার লোকজন কখনো এ বিয়েতে রাজি ছিল না। তারা আমাকে এ বিয়ে থেকে ফেরাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। তারা আমাকে বুঝিয়েছিল যে, দ্বীনদার ছেলেরা স্বামী হিসেবে

Scanned by CamScanner

ভালো হয় না। এভাবে সুন্নত তরিকায় বিয়ে হওয়ার কারণে ভবিষ্যতে যদি তোমার কোনো ক্ষতি হয় তখন কিন্তু তার কোনো দায়-দায়িত্ব আমরা নেবো না। এটি তখনকার কথা, যখন আমার আম্মু দ্বীনের খোঁজ পাননি। কিন্তু এখন তিনি আমার স্বামীকে অনেক ভালোবাসেন। ঠিক নিজের ছেলের মতো ভালোবাসেন। আলহামদুলিল্লাহ।

সাকী : আপনি আপনার সন্তান নিয়ে কী স্বপ্ন দেখেন?

আমাতুল্লাহ : আমি আমার সন্তান নিয়ে এ স্বপ্ন দেখি যে, আমি যদি আমার আমলের কারণে হাশরের ময়দানে নাজাত না পাই, যদি পুলসিরাত পার হতে না পারি তা হলে ওরা যেন আমার নাজাতের উসিলা হয়। আমার খুব ইচ্ছে, ওরা হবে হাফেয, আলেম, কারী, মুফতী, মুহাদ্দিস। আমি যেন ওদের দ্বীনদার সন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। দেখা গেল, আখেরাতের ময়দানে আমি আমার আমল দিয়ে নাজাত পাচ্ছি না, তখন যেন ওরা আমাকে হাত ধরে এই কঠিন দুঃসময় থেকে আমাকে উদ্ধার করে জান্নাতে পৌঁছে দেয়। আল্লাহ কবুল করুন।

সাকী : আপনি কবে থেকে বোরকা পরা শুরু করেছেন?

আমাতুল্লাহ : আমি বোরকা পরা শুরু করেছি ২০১৫ সালের মাঝামাঝিতে।

সাকী : কেউ বলে, বোরকা পরতে হবে। কেউ বলে, হিজাবই যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে আপনি কী মনে করেন?

আমাতুল্লাহ : আসল কথা হলো, যখন আমি ইসলামটাকে মানবো না তখন আমার কাছে আমার নিজের যুক্তিটাকে সর্বোত্তম মনে হবে। আমি যুক্তি ফেঁদে বলব, এ যুক্তিই আমার জন্যে সবচেয়ে সমীচিন। আজকাল অনেক লোককে এ কথা বলতে শোনা যায় যে, মুখ ঢাকা যদি ফরয হত তা হলে কেন হাজীরা হজে গিয়ে মুখ খোলা রাখে? এটা একটা কমন প্রশ্ন। আসলে মানুষ এ গভীরতায় যেতে চায় না যে,

Scanned by CamScanner

আল্লাহ আমার ওপর কতটুকু অঙ্গ ঢেকে রাখা ফরয করেছেন? অনেকে এ গভীরতায় যেতে চায় না এ ভয়ে যে, আমি যদি ইসলামের প্রকৃত বিধান জেনে ফেলি তা হলে তো আমাকে মানতে হবে। আমি জানি যে, মুখ ঢেকে রাখা কুরআন-হাদীসের বিধান অনুসারে ফরয। বর্তমানে হিজাবের নামে যা চলছে, এটা কখনো পর্দা হতে পারে না। এটা স্রেফ একটা ফ্যাশন। আল্লাহ আমাকে যতটুকু পর্দা করতে বলেছেন আমাকে অবশ্যই সে পরিমাণ পর্দা করতে হবে। আমি যদি হিজাবকে যথেষ্ট বলি, নিঃসন্দেহে এতে আমার গুনাহ হবে। কারণ, আমি আল্লাহর নির্দিষ্ট করা পর্দার অর্থকেই বদলে দিচ্ছি। মানা না-মানা ভিন্ন কথা; কিন্তু আমি তো কোনো অপব্যাখ্যা করতে পারি না বা অর্থ বদলে দিতে পারি না।

সাকী : পর্দা কি নারীত্বের সম্মান, না অবমাননা। এ সম্পর্কে প্রগতিশীল সম্প্রদায়ের জন্যে আপনার কোনো মেসেজ?

আমাতুল্লাহ : এটা খুব একটা সহজ বিষয়। আমি যদি সেজেগুজে, রং-ঢং করে বাইরে বেরোই তা হলে মানুষ আমাকে দেখে বাজে কথা বলবে, হাসাহাসি করবে। কিন্তু আমি যদি কালো বোরকা পরে, নিজেকে ঢেকে বাইরে বেরোই তা হলে মানুষ আমাকে সম্মান দেবে। আমার জন্যে পথ ছেড়ে দেবে। আমাকে সালাম দেবে। তা হলে বলুন, কোনটা আমার জন্যে সম্মান। এখন যদি আমি উলঙ্গ-অর্ধ উলঙ্গ হওয়াকে আমার নিজের জন্যে সম্মান মনে করি তা হলে তো এটা আমার চিন্তার দুর্বলতা। আমার ব্রেন এতটাই অপরিপক্ব যে, আমি সঠিক বিষয় চিন্তা করতে পারছি না। আমি দুনিয়ার একটার পর একটা ডিগ্রি নিচ্ছি; অথচ আমি বুঝছি না যে, কোনটাতে আমার সম্মান, আর কোনটাতে আমার অসম্মান। আমাদের বোধ-বুদ্ধি এতটাই নষ্ট হয়ে গেছে যে, আমরা এখন সম্মানকে অসম্মান মনে করছি আর অসম্মানকে সম্মান মনে করছি।

যারা নিজেদের সমাজের প্রগতিশীল নারী মনে করি, তাদের আমি বলব, আপনি হয়তো এ কারণে পর্দা করেন না যে, পর্দা করলে

Scanned by CamScanner

আপনি মানুষের সঙ্গে মিশতে পারবেন না। সমাজ থেকে কাটা পড়বেন। এটা আসলে ভুল। আমরা পর্দা না করে করে একটা বেপর্দা সমাজ, একটা বেদ্বীন সার্কেল গড়ে তুলেছি। আমরা সবাই যদি পর্দা করা শুরু করি তা হলে যেভাবে আমাদের নারীত্বের হিফাযত হবে, তেমনই পর্দানশীলদের একটি সুন্দর সমাজও গড়ে উঠবে।

ইসলামে নারীর এতটাই মর্যাদা রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা কুরআনে পুরো একটা সূরার নাম রেখেছেন 'নিসা'। যার অর্থ নারী। পুরো সূরা জুড়েই নারীদের নিয়ে আলোচনা। কুরআন শরীফে কিন্তু পুরুষদের নামে কোনো সূরা নেই। এথেকে বুঝে আসে, ইসলামে নারীর মর্যাদা অনেক বেশি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নারীদের অনেক সম্মান দিয়েছেন। আমরা সেই সম্মানটাকে বুঝতে পারছি না, বলেই আমাদের সমাজে আজ নারীদের এত অপমান-অবমাননা হচ্ছে। আমরা পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণ করতে গিয়ে নিজেরাই নিজেদের নারীত্বের অবমাননা করছি। এখন যখন পথে-ঘাটে নারী লাঞ্ছিত, অপমানিত হচ্ছে, তখন আমরা অন্য মানুষকে দোষ দিচ্ছি। আমার বোঝা দরকার ছিল যে, দোষটা আসলে আমার। আমি নিজেই নিজের সম্মান দিচ্ছি না। কাজেই অন্যের দিকে দোষের আঙুল তোলা আমার জন্যে কখনো ঠিক হচ্ছে না।

সাকী : পর্দা নারীর সৌন্দর্য কীভাবে?

আমাতুল্লাহ : (একটু হেসে) সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমি যদি পর্দা না করে বাইরে বেরোই তা হলে রোদে পুড়ে আমার ত্বক নষ্ট হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় কথা হলো, এই কালো বোরকা পরার মাঝেই একটা আভিজাত্য আছে। যেটা অন্য কোনো পোশাকে নেই। আমি দেখেছি, একটা মেয়ে যখন পর্দা পরে বের হয়, তখন তার ওপর আল্লাহ তাআলা এতটাই খুশি হন যে, ওটার মধ্যেই নূর জ্বলতে থাকে।

সাকী : কেউ কেউ বলে, বোরকা পরলেই তো হয়। কালো বোরকা পরার কী দরকার?

Scanned by CamScanner

আমাতুল্লাহ : আমরা যখন বাইরে বেরোই তখন দেখবেন, লাল-নীল-রঙিন জিনিসগুলোর দিকেই আমাদের চোখ ছুটে যায়। কালো-সাদা জিনিসের দিকে সাধারণত আমাদের চোখ ছোটে না। বোরকা পরার উদ্দেশ্য যেহেতু নিজেকে অন্যের আকর্ষণ থেকে ঢেকে রাখা তা হলে রঙিন বোরকার মাধ্যমে কখনো সেই উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। কালারফুল বোরকার কারণে মানুষ অবশ্যই আমার দিকে তাকাবে, আকৃষ্ট হবে। তার নজরের হিফাযত সে করতে পারবে না। কালো বোরকা পরলে হয়তো একবার তাকাবে। কিন্তু রঙিন বোরকা পরলে পাঁচবার তাকাবে। কাজেই পর্দা করার জন্যে কালো রঙের চেয়ে ভালো কোনো রং হতে পারে না। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত। আমি অনেক আলেমকে বলতে শুনেছি যে, পর্দা করার জন্যে কালো রঙের বোরকাই সবচেয়ে উত্তম পোশাক।

সাকী : পর্দার কারণে মাঝে-মাঝে আপনাকে বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে। কটু কথা শুনতে হচ্ছে। এগুলোকে আপনি কীভাবে নিচ্ছেন?

আমাতুল্লাহ : প্রথম প্রথম খারাপ লাগত। আমি পর্দা পরে দোকানে কোনো জিনিস কিনতে গেলে দেখা যেত, দোকানদার অন্য গ্রাহকদের যে পরিমাণ গুরুত্ব দিচ্ছে আমাকে ও-রকম গুরুত্ব দিচ্ছে না। তখন খুব খারাপ লাগত। এই পর্দা করা নিয়ে আমি আমার বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকেও নেতিবাচক কথা শুনি। সেগুলো শুনে প্রথম প্রথম খারাপ লাগত। আমি বাসায় এসে কান্না করতাম যে, তারা কেন পর্দা করা নিয়ে আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করছে।

এ-জাতীয় সমস্যাগুলোর মুখোমুখি আমাকে ঘরের চেয়ে বাইরেই বেশি হতে হয়েছে। কারণ, ঘরের পরিবেশ ততদিন আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো হয়ে গেছে। কিন্তু আমি যখন বাইরে যেতাম, পুরোনো বান্ধবীদের সঙ্গে মিশতাম, বা কোনো শপিংমলে যেতাম, তখন দেখা যেত, এই পর্দার কারণে তারা আমাকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। বান্ধবীরা আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। এই বিষয়গুলো আমাকে কষ্ট দিয়েছিল।

Scanned by CamScanner

এতদিন যে বান্ধবীদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতাম, এখন দেখা গেল, পর্দার কারণে তারা আমাকে দেখে লজ্জা পাচ্ছে। আবার ওদের বেপর্দা জীবন দেখে আমিও লজ্জা পাচ্ছি। এভাবে আমি ধীরে ধীরে সরে পড়তে লাগলাম।

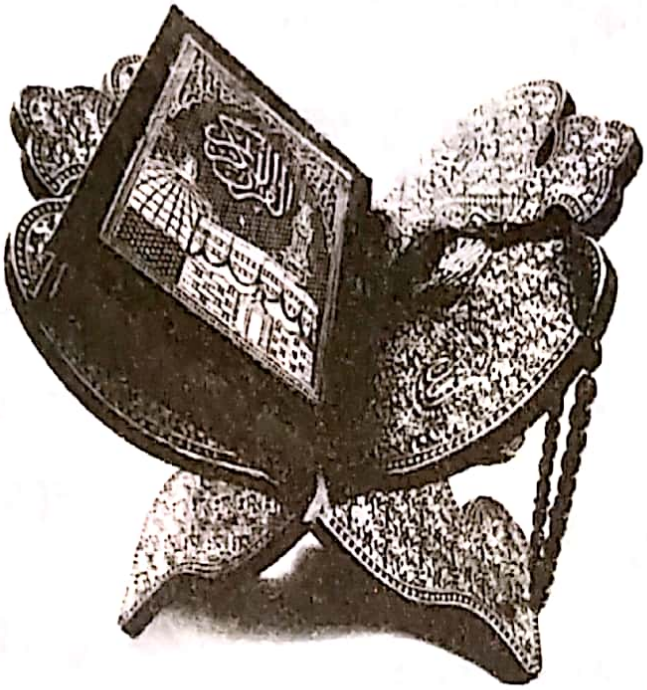
আত্মীয়-স্বজনদের কেউ কেউ গায়ে পড়ে এ উপদেশ দিত যে, এখন তোমার বয়স কম। তুমি কেন এখন পর্দা করবে। পর্দা করতে হয় বয়স হলে। তাদের এ-জাতীয় কথার কারণে প্রথম প্রথম কষ্ট পেতাম। কিন্তু আস্তে আস্তে এখন আমি এমন হয়ে গেছি যে, আগের মতো কষ্ট পাই না। বরং তাদের কথা শুনে এখন আমার হাসি পায়। হায়! তারা কতটা ভুলের মধ্যে আছে।

সাকী : দ্বীনদারির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ কে দিচ্ছেন?

আমাতুল্লাহ : হিদায়াতের মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছে হিদায়াত দান করেন। যাকে ইচ্ছে অন্ধকারে রাখেন। কাউকে তিনি সরাসরি হিদায়াত দান করেন; কাউকে উসিলার মাধ্যমে হিদায়াত দান করেন। আমার ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, তা হলো আমি নিজে খুঁজে খুঁজে আলোর পথ বের করেছি। কেউ আমাকে অমন করে দ্বীনের পথে ডাকেনি। কেউ আমাকে বোঝায়নি যে, ইসলাম কী জিনিস।

হ্যাঁ, এরপর যখন তালীমে গিয়েছি। তখন সেখানকার কথাগুলো আমার ভালো লেগেছে। ওখান থেকে দ্বীনের প্রতি মুহাব্বত সৃষ্টি হয়েছে। আমার খুব ইচ্ছে করত, সারাক্ষণ যেন তালীমে বসে থাকি। এই তালীম আমাকে দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার জ্বালানি বা খোরাক যুগিয়েছে।

Scanned by CamScanner



দ্বিতীয় পর্ব

[এ পর্বে আমরা
আমাতুল্লাহর ব্যক্তিগত
জীবন, শখ ও
ভালোলাগার বিষয়গুলো
জানবো]

Scanned by CamScanner

সাকী : এবার কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন। আপনার প্রিয় বই কী?

আমাতুল্লাহ : যেকোনো ইসলামি বই পড়তে আমার ভালো লাগে। সেখান থেকে আমি আমার খোরাক লাভ করি। যদি নির্দিষ্ট করে কোনো বই দাগাতে হয় তা হলে আমি মা'আরিফুল কুরআনের কথা বলব। এ বইটি আমার খুব উপকার করেছে। আমি মনে করি, মা'আরিফুল কুরআন পড়া মানে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলা।

সাকী : প্রিয় লেখক কে? এখন পর্যন্ত আপনি কোন কোন ইসলামি লেখকের বই পড়েছেন?

আমাতুল্লাহ : প্রিয় লেখকের তালিকায় অনেকেই আছেন। এ পর্যন্ত বেশ কিছু ইসলামি বই পড়া হয়েছে। আমাদের দেশীয় লেখকদের মধ্যে মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ সাহেবের বই পড়তে ভালো লাগে। আর বিদেশি লেখকদের মধ্যে মাওলানা তাকী উসমানী ও ডক্টর আবদুর রহমান আল আরিফীর বই পড়তে ভালো লেগেছে। এমন নয় যে, শুধু তাদের বইগুলোই পড়তে ভালো লাগে। বরং যেকোনো ইসলামি বই পড়তে আমার কাছে ভালো লাগে। যদি সবার নাম ধরে বলতে যাই তা হলে তালিকা অনেক লম্বা হয়ে যাবে।

সাকী : বাংলাভাষার বাইরে অন্য কোন ভাষার বই পড়েছেন?

আমাতুল্লাহ : আগের লাইফে ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন গল্পের বই পড়েছি। ওগুলো আগের কথা। কিন্তু এখন যেহেতু দ্বীনি বই ছাড়া

Scanned by CamScanner

অন্য কোনো বই পড়ি না। এজন্যে বাংলা ভাষার বাইরে অন্য কোনো ভাষার বই পড়িনি বা পড়ছি না।

সাকী : প্রিয় মুহূর্ত কী?

আমাতুল্লাহ : আমার আম্মু যেদিন আমাকে ফোন দিয়ে বললেন, 'আমি দ্বীনের পথে চলতে চাই' সেটাই আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মুহূর্ত। ওই সময় আমি যে পরিমাণ খুশি হয়েছিলাম, মনে হয় না— আমার জীবনে কখনো এমন খুশি হয়েছি।

সাকী : প্রিয় স্থান কী?

আমাতুল্লাহ : আমার কাছে অনেকগুলো স্থানই প্রিয়। সবগুলোর কথা তো আর এখানে বলা যাবে না। তবে অন্যতম প্রিয় স্থান হচ্ছে আমার দাদুবাড়ি।

সাকী : বাইতুল্লাহ ও মদীনা যিয়ারত করেছেন?

আমাতুল্লাহ : এখন পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে সেই সৌভাগ্য দেননি। তবে মনের মাঝে নিয়ত আছে যে, আল্লাহ যখন তাওফিক দেবেন আমরা দু'জন একসঙ্গে হজে যাব।

সাকী : হজ ও ওমরা থেকে কোনটি আগে করতে চান?

আমাতুল্লাহ : অবশ্যই আগে হজ সম্পন্ন করতে চাই। এরপর ইনশাআল্লাহ, ওমরা করব।

সাকী : প্রিয় ব্যক্তিত্ব কে? কেন সে আপনার কাছে এত প্রিয়?

আমাতুল্লাহ : প্রিয় ব্যক্তিত্ব আমার আম্মু। কারণ হলো, ছোটবেলা থেকে তিনি আমাকে কোলে-পিঠে করে, আদর-মমতার আঁচলে রেখে বড় করেছেন। তিনি আমাকে অনেক অনেক ভালোবাসেন। আমার জীবনের দিকবদলের সময়টিতে তিনি যখন আমার ওপর রূঢ় হন, আমার ওপর শাসনের ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেন তখন হয়তো ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর জীবনেও কাঙ্ক্ষিত

Scanned by CamScanner

পরিবর্তন এনে দেন, তাকে হিদায়াতের পথে তুলে আনেন তখন আবার তাকে সেই কোমল মমতাময়ী মায়ের আসনে ফিরে পেয়েছি। আর আল্লাহ তাআলা যেহেতু তাঁকে আমার চোখের সামনে হিদায়াত দিয়েছেন; এজন্যে আমার মনে তাঁর প্রতি ভালোবাসা সীমাহীন।

সাকী : প্রিয় রং কী?

আমাতুল্লাহ : কালো।

সাকী : কোন কাজ করলে নিজের কাছে অনেক অনেক ভালো লাগে?

আমাতুল্লাহ : যেদিন আমি সারা দিনের কাজকর্মের হিসেব নিয়ে দেখি যে, আজ অমুক গুনাহটি করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই গুনাহটি আর করিনি, তখন নিজের কাছে অনেক ভালো লাগে।

সাকী : কোন বইটি সবচেয়ে বেশি পড়েছেন?

আমাতুল্লাহ : 'মা'আরিফুল কুরআন' সবচেয়ে বেশি পড়েছি। আমি আগেও হয়তো বলেছি যে, এ কিতাব পড়লে মনে হয় আমি আমার আল্লাহর সঙ্গে কথা বলছি।

সাকী : এমন কি হয়েছে যে, আপনি কোনো একটি ইসলামি বিষয়ের বই খুঁজেছেন, কিন্তু পাননি?

আমাতুল্লাহ : এ রকম কখনো হয়নি। কারণ, আমি যখন দ্বীনি কিতাব কেনা শুরু করি তখন থেকেই আমার অভ্যাস হলো, দোকানে গিয়ে বই হাতড়ে দেখি যে, কোন বইটির বিষয়বস্তু ভালো। বা কোন বইটি আমার জন্যে বেশি উপযোগী। এজন্যে এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে বলতে পারব না যে, আমি ঠিক কোন বিষয়ের বাংলা ইসলামি বই পাইনি।

সাকী : কোনো বইয়ে কারও জীবনী পড়ে কি মনে হয়েছে যে, আপনি তার মতো হতে চান?

আমাতুল্লাহ : হিদায়াতের পথে আসার পর আমি সব সময় চাইতাম, আমি আয়েশা রাদি. এর মতো হতে চাই। আর আমি মহীয়সীদের

Scanned by CamScanner

মধ্য হতে শুধু খাদিজা রাদি. এর জীবনী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি। বইটি পড়ে যখন জানলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি প্রিয় রাসূলের প্রথম স্ত্রী ছিলেন। এসব কারণে আমি মনে-প্রাণে দুআ করি যে, আল্লাহ আমাকে তাঁর মতো বানিয়ে দিন। আমি মহীয়সী খাদিজা রাদি. এর আদর্শে আদর্শবতী হতে চাই। যদি আল্লাহ কবুল করেন।

সাকী : জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত কী?

আমাতুল্লাহ : আমার খুব ইচ্ছে ছিল যে, আমার বিয়েটা যেন সুন্নত তরিকায় হয়। বিয়ের পর সুন্নত হলো, স্বামী-স্ত্রী প্রথম রাতে একসঙ্গে দু' রাকাত নফল নামায পড়বে। এটা জানার পর থেকে আমার খুব ইচ্ছে ছিল, আমিও বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে জামাতে দু' রাকাত নফল নামায পড়ব। আল্লাহ আমার সেই স্বপ্ন পূরণ করেছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ। বিয়ের রাতে তিনি যখন আমার রুমে আসেন তখন সর্বপ্রথম আমাকে সঙ্গে নিয়ে জামাতে দু-রাকাত নফল নামায পড়েছিলেন। নামাযের মাঝে তিনি আমার সামনে ছিলেন। আমি তার পেছনে বসেছি। একসঙ্গে দু-রাকাত নামায পড়েছি।

সাকী : শৈশবের সবচেয়ে মজার মুহূর্ত কী?

আমাতুল্লাহ : আমার শৈশবের সবচেয়ে মজার মুহূর্ত হচ্ছে, আমি প্রায় সময় আব্বুর লুঙ্গি-শার্ট পরতাম। আম্মুর শাড়ি পরতাম। একটু সুযোগ পেলেই এই মজাগুলো করতাম। ম্যাকাপ বক্স হাতে নিয়ে কাজল-টাজল মাখা শুরু করে দিতাম। হয়তো দেখতে ভূতের মতো লাগল; কিন্তু আমার কাছে মনে হয়, আমি পারফেক্ট দিতে পেরেছি।

সাকী : জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা কী?

আমাতুল্লাহ : আসলে দুঃখজনক ব্যাপারটা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। কে কোন বিষয়টিকে দুঃখজনক মনে করে এটা পুরোপুরি নির্ভর করে

Scanned by CamScanner

তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। যখন আমি দ্বীনের বুঝ পাইনি তখন আমি ছোট-খাট বিষয় নিয়েও দুঃখ পেতাম। আর এখন আমার কাছে যেকোনো গুনাহই দুঃখজনক ব্যাপার। শয়তান আমাদের পেছনে লেগে আছে। প্রতিমুহূর্তে আমাদের গুনাহে লিপ্ত করার জন্যে ওয়াসওয়াসা দিয়ে যাচ্ছে। এই শয়তানের কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে যখন কোনো গুনাহ করে ফেলি তখন নিজের কাছে খুব খারাপ লাগে। এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় দুঃখজনক ব্যাপার। ইচ্ছেকৃত হোক, বা অনিচ্ছাকৃত হোক– কোনো গুনাহ হয়ে গেলে কষ্ট লাগে। এর বাইরে অন্য কোনো ব্যাপার নিয়ে, কোনো না পাওয়া নিয়ে, কোনো ঘটনা নিয়ে এখন আর দুঃখ করি না। কারণ, আমি এখন বিশ্বাস করি যে, সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়। কাজেই আমি কেন তা নিয়ে দুঃখ করব!

সাকী : আপনার জীবনের লক্ষ্য কী?

আমাতুল্লাহ : আমার জীবনে এখন আর খুব বেশি চাওয়া নেই। আল্লাহ যেন আমাকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, আমি যেন তাঁকে রাজি-খুশি করে জীবন কাটাতে পারি, পরকালে যেন জান্নাত পাই। ব্যস, এতটুকুই আমার চাওয়া। এগুলোই আমার জীবনের লক্ষ্য।

সাকী : কোন ধরনের বই পড়তে ভালোবাসেন?

আমাতুল্লাহ : ইসলামি যেকোনো বই পড়তে ভালোবাসি।

সাকী : কখনো যদি প্রচুর অর্থের মালিক হন তা হলে কোন খাতে সেই অর্থ ব্যয় করতে চান?

আমাতুল্লাহ : প্রথমত আমি বেশি অর্থের মালিক হতে চাই না। কারণ, যত অর্থ তত হিসেব। এমনিতেই ঈমান দুর্বল। এই দুর্বল ঈমান নিয়ে এত হিসেব দিতে পারব না। এজন্যে আল্লাহর কাছে কখনো এটা চাই না। তারপরও যদি আল্লাহ আমাকে অর্থ দান করেন তা হলে অবশ্যই সেই অর্থ দ্বীনের পথে ব্যয় করব। বেশি বেশি কওমি মাদরাসা বানাবো।

Scanned by CamScanner

সাকী : আপনি কি এখন নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়েন?

আমাতুল্লাহ : চেষ্টা করি, আলহামদুলিল্লাহ।

সাকী : আপনি প্রতিদিন কী পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করেন? সাধারণত কোন সময়ে আপনি তিলাওয়াত করেন?

আমাতুল্লাহ : সাধারণত রাতে কুরআন তিলাওয়াত করি। বেশির ভাগ সময় মাঝরাতে তিলাওয়াত করি। আর এমনিতেই নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করার চেষ্টা করি।

সাকী : প্রিয় সংগীতশিল্পী কে?

আমাতুল্লাহ : আমি আসলে অতো বেশি নাশীদ শুনি না। এজন্যে কে কেমন গায়, আমার ঠিক জানা নেই। খুব বেশি সংগীতশিল্পী চিনি না।

সাকী : আমরা জুনাইদ জামশেদের জীবনে দেখেছি, তিনি দ্বীনের পথে আসার পর তাঁর সংগীতকে তিনি নতুন করে গড়ে তুলেছেন। ভালো ভালো ইসলামি সংগীত গেয়েছেন। আপনার কি মনে হয়, আপনি আপনার অবস্থান থেকে এ জাতীয় কিছু করতে পারবেন?

আমাতুল্লাহ : আমার অবস্থান থেকে এ-জাতীয় কিছু করার সুযোগ নেই। কারণ, তিনি কণ্ঠশিল্পী ছিলেন। আগে গান করতেন। হিদায়াতের পর সেই কণ্ঠ দিয়ে তিনি কুরআন তিলাওয়াত করেছেন। ভালো ভালো ইসলামি সংগীতশিল্পী ছিলেন। কিন্তু আমি তো অভিনেত্রী ছিলাম। ইসলাম প্রচারের জন্যে এগুলোর কোনো দরকার নেই।

সাকী : ফেসবুকে আপনি কার কার লেখা পড়েন?

আমাতুল্লাহ : ফেসবুকে আমি কারও লেখাই পড়ি না।

সাকী : আমরা দেখেছি, আপনি নিয়মিত ফেসবুকে আসেন। সেখানে মাঝে-মধ্যে ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির পোস্ট দেন। আপনার কি মনে হয়, আপনি আপনার প্রতিদিনের পড়া বই থেকে নির্বাচিত অংশ ফেসবুকে দিতে পারেন? আপনার বিশাল ফলোয়ার আপনার মাধ্যমে দ্বীনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা জানতে পারবে?

Scanned by CamScanner

আমাতুল্লাহ : হ্যাঁ, আমি নিয়মিত ফেসবুকে আসি। এর পেছনে দুটি কারণ রয়েছে। একটি হলো, আমি একটা সময় ফেসবুক বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কিছু লোক এ সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে আমার নামে মিথ্যাচার শুরু করে দেয়। আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তারা আমার নামে ফেইক আইডি খুলে মিথ্যা কথা ছড়াতে থাকে। যদিও এতে আমার তেমন কোনো ক্ষতি হবে না; কিন্তু তাদের অপপ্রচারের কারণে কিছু বোন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন। আমার অনুপস্থিতির কারণে তারা সেই ফেইক আইডিগুলোকেই রিয়াল ভাবত শুরু করে।

আরেকটা কারণ হলো, এমন কিছু ফেসবুক ইউজার আছেন, যারা কখনো কোনো দ্বীনি বই পড়েন না, বা দ্বীনি কথা শোনেন না। তারা অন্য সার্কেলের মানুষ। কিন্তু তারা আমার ফ্রেন্ড বা ফলোয়ার লিস্টে আছেন। আমি কোনো কথা বললে তারা তা গুরুত্ব সহকারে শোনেন। এখন আমি কোনো দ্বীনি পোস্ট করলে তারা তা মনোযোগ দিয়ে পড়েন। হয়তো আল্লাহ তাআলা আমাকে তাদের দ্বীন জানার উসিলা করেছেন।

আর আমি যে ফেসবুকে আমার ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির পোস্ট দিই এর পেছনে আমার ব্যাখ্যা রয়েছে। তা হলো, আমি আগে অন্য এক ধরনের জীবন যাপন করতাম। আল্লাহ আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন। এ জীবনে এসে আমি একজন দ্বীনদার ছেলেকে বিয়ে করেছি। আমার বরের মুখে দাড়ি আছে। তিনি সুন্নতি লেবাস পরেন। আর আপনি জানেন, আমাদের এদেশে এমন কিছু মানুষ আছেন যারা দ্বীনদার লোকদের ভালো চোখে দেখেন না। দ্বীনদারদের সম্পর্কে তাদের মনে বিরূপ ধারণা রয়েছে। এমনও মেয়ে আছে, যারা এ কথা ভাবে যে, আমি যদি দ্বীনদারি শুরু করি তা হলে আমাকে ভালো স্বামী বিয়ে করবে না। আমাকে পর্দার মধ্যে রেখে আমার জীবন-প্রতিভা নষ্ট করে ফেলবে। আমি এজন্যে ফেসবুকে আমার ব্যক্তিগত ভালো অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করি। আমি তাদেরকে দেখাই যে, দ্বীনদার স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন কাটাতে গিয়ে আমি এমন এমন সুন্দর মুহূর্ত পাচ্ছি, যা অন্যরা পাচ্ছে না। আমি তাদের এ কথা বোঝাই যে,

Scanned by CamScanner

এ জীবনে এসেই আমি লাভবান হয়েছি। দ্বীনের পথে আসার পর আমি সুখের খোঁজ পেয়েছি। আগের জীবনে আমি শুধু লসের ওপর ছিলাম।

আর এমন নয় যে, আমি ফেসবুকে শুধু ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি শেয়ার করি। বরং এর পাশাপাশি আমি বিভিন্ন হাদীস শেয়ার করি। মাঝে-মাঝে কুরআনের আয়াতের অর্থও শেয়ার করেছি। আসলে আমি তো দ্বীনের জ্ঞান খুব একটা জানি না। দ্বীনের ক্ষেত্রে আমি মূর্খ মানুষ। তারপরও আমি যতটুকু শিখতে পেরেছি, সেটাই আমি ফেসবুকে তুলে ধরার চেষ্টা করি।

সাকী : অনলাইনের এই পিচ্ছিল জগতে আপনি নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন?

আমাতুল্লাহ : আসলে অনলাইন জিনিসটা এমন যে, এর যেমন ভালো দিক আছে, তেমনই খারাপ দিকও আছে। এর জন্যে আমি প্রথমে যে কাজটা করেছি তা হলো, আমার ফ্রেন্ডলিস্টে যত ছেলে ছিল তাদের সবাইকে আনফ্রেন্ড করে দিয়েছি। আর প্রাইভেসি মেইনট্যান্ট করার জন্যে আমি কমেন্ট অপশন শুধু ফ্রেন্ডদের জন্যে খোলা রেখেছি। যেন শুধু বোনেরাই কমেন্ট করতে পারে।

আর আমার কোনো মেয়ে ফ্রেন্ড যদি এমন হয় যে, তার কারণে কোনো গায়রে মাহরামের ছবি আসতে পারে তা হলে আমি তাকে আনফলো করে রাখি। যেন কোনোভাবে কোনো গায়রে মাহরামের ছবি আমার সামনে না আসে।

আমি আরেকটা কাজও করেছি। সেটা হলো, আমি কোনো নিউজফিডেও লাইক দিই না। কারণ, হতে পারে সেখান থেকে কোনো গায়রে মাহরামের ছবি বা নিউজ চলে আসতে পারে। আমার নজরের হিফাযত নষ্ট করতে পারে। অর্থাৎ এমন অগ্রিম ভয় থেকেও আমি নিজেকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করি।

আর আমি যে খুব বেশি ফেসবুকে সময় দিই— ব্যাপারটা এমন নয়। কিছু দ্বীনি বোনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্যে ফেসবুকে আসি।

Scanned by CamScanner

তাদের কথা শুনি, বা আমি কিছু বলি— এতটুকুতেই আমার ফেসবুক ব্যবহার সীমিত।

সাকী : আপনি কি নিয়মিত মাসতুরাতের জামাতে যান? আপনার বাসায় কি ফাযায়িলে আমাল বা মুনতাখাব হাদীসের নিয়মিত পাঠচক্র চলে? তা'লীম হয়?

আমাতুল্লাহ : আলহামদুলিল্লাহ, বিয়ের পর থেকে আমি নিয়মিত মাস্তুরাতের জামাতে যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ, আমার নিয়ত আছে, আগামীতে উসূল মেনে সব সময় মাস্তুরাতের জামাতে যাব।

সাকী : আপনার বাসায় কি ফাযায়েলে আমাল আছে? এখানে কি নিয়মিত তালীম হয়?

আমাতুল্লাহ : আলহামদুলিল্লাহ, প্রথম থেকেই আমার বাসায় ফাযায়েলে আমাল রয়েছে। আমরা দু'জন মিলে ফাযায়িলে আমাল থেকে তালীম করি। আমি যে কয়দিন আম্মুর বাসায় ছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ, সেখানেও নিয়মিত তালীম করতাম। ফাযায়িলে আমল থেকে পড়তাম।

সাকী : কিছু দ্বীনি ভাই-বোন দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলে থাকেন। এমন কারও মুখোমুখি কি কখনো হয়েছেন?

আমাতুল্লাহ : হ্যাঁ, কিছু কিছু বোনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমি যতটুকু দেখেছি, তাদের মাঝে তাবলীগ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। আসলে তারা তাবলীগ সম্পর্কে ভালোভাবে জানে না। তারা কখনো তালীমে যায়নি, মাস্তুরাতে যায়নি। তারা স্রেফ অন্যের কাছ থেকে শুনে তাবলীগ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করছে।

আর প্রতিটা কাজের মাঝে ভুল-ত্রুটি থাকতেই পারে। এই তাবলীগ অনেক বড় একটা কাজ। এই কাজের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষ হিদায়াত পেয়েছে। পথভোলা মানুষগুলোকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে

Scanned by CamScanner

আনার জন্যে এর চেয়ে সহজ আর কোনো কাজ নেই। কিছু কিছু লোক এই তাবলীগটাকে গোষ্ঠী বা ফেরকায় ঠেলে দিতে চায়। অথচ তারা জানে না যে, এই তাবলীগ নতুন কোনো কাজ নয়। তাবলীগের মানেই তো ইসলাম প্রচার করা। এটা হলো নবীওয়ালা কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন এ কাজটাই করেছেন। তাঁর ইনতিকালের পর আর কোনো নবী আসবেন না। যার কারণে, তাবলীগের এ কাজটি এখন আপনার-আমার সবার দায়িত্ব। এই তাবলীগ পৃথিবীর সকল মুসলমানের দায়িত্ব। এই তাবলীগের কাজ যদি আমরা কেউ না করতে পারি সেটা অবশ্যই আমাদের অপারগতা। কিন্তু যে ভাই তাবলীগ করছেন, তার সম্পর্কে যদি আমি আমার মনে বিরূপ ধারণা রাখি তা হলে সেটা আমার ভুল হবে।

এজন্যে যারা তাবলীগের সমালোচনা করে, তাবলীগ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা রাখে আমি তাদের অনুরোধ করব— আপনি কষ্ট করে কিছু সময় তাবলীগে ব্যয় করুন। আমি আশাবাদী, যারা এখন তাবলীগ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করছেন তারা যখন তাবলীগে সময় দেবেন তখন তাদের সমস্ত প্রশ্ন-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেটে যাবে। একসময় তারাই তাবলীগের মুখপাত্র হয়ে যাবে। তাদের সামনে অন্য কেউ তাবলীগ সম্পর্কে খারাপ কথা বললে তারাই তাবলীগের হয়ে তার জবাব দেবে।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তাবলীগ যেহেতু দ্বীনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মেহনত; এজন্যে এই তাবলীগের বিরুদ্ধে শয়তান অনেক বেশি ওয়াসওয়াসা দেবে। অনেকভাবে ফুসলানোর চেষ্টা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন এই দাওয়াতের কাজ করেছেন। এ কাজের সবচেয়ে বড় ফায়েদা হলো, এখানে এসে নেক কাজের আলোচনা হয়। আর যখন কেউ বেশি বেশি নেক কাজ করার কথা বলে তখন তার মাঝে যদি ওই নেক কাজটি নাও থাকে, এই বেশি বেশি বলার মাধ্যমে সেই নেককাজটি কিন্তু একসময় তার মধ্যে এসে যাবে। এই দাওয়াতের মাধ্যমে যেমন অন্যের আমল ঠিক হয়, তেমনই নিজের আমলও ঠিক হয়। কাজেই এই দাওয়াত ও মেহনতের কোনো বিকল্প নেই।

Scanned by CamScanner

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দাওয়াতের কাজ করেছেন তখন মানুষ তাকে পাগল বলেছে, বিরূপ মন্তব্য করেছে। যন্ত্রণা দিয়েছে। কাজেই আমরা যদি এই দাওয়াতের কাজ করি তা হলে কিছু মানুষ অবশ্যই আমাদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করবে। এটাই স্বাভাবিক।

সাকী : আমরা দেখতে পাই, আপনি ইতোমধ্যে দু-ধরনের জীবন যাপন করেছেন। একটি হলো, হ্যাপীর জীবন। আর অপরটি হলো আমাতুল্লাহর জীবন। এই দু জীবনের মাঝে আপনি কীভাবে পার্থক্য করেন?

আমাতুল্লাহ : আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই আমি কি আগের সেই মেয়েটি? কোনো দিন কল্পনাও করতে পারিনি যে, আজকের আমি কোনোদিন হতে পারব।

আগে ভাবতাম, জীবন তো একটাই। সো যা খুশি তাই করা উচিৎ, নতুন নতুন ডিজাইনের অল্প কাপড় দিয়ে তৈরি পোশাক কিনে আলমীরাতে সাজাতে হবে। নতুন কোনো মডেলের মোবাইল এলে সেটা তো কিনতেই হবে। পার্লারে মাসে অন্তত চার বার না গেলে হবেই না। বান্ধবীদের সাথে ঘনঘন দামি দামি রেস্টুরেন্টে আড্ডা দেওয়া, কেউ নোংরা কথা বললে অন্তত একটা গালি দেওয়া, অনেক জোরে জোরে গান শোনা– এগুলোকেই মনে হত জীবনের সব (শুধু আমি একাই না, সব আধুনিক মেয়েই এভাবে জীবনযাপন করে।) কিন্তু এখন মনে হয়, জীবন একটাই এবং জীবনের এই সময়টা শুধু আল্লাহ তাআলার ইবাদাতের সময়। এখন আমার পছন্দের পোশাক শুধুই বোরখা আর সালোয়ার কামিজ (হিজাবও) এবং কামিজের হাতাটা ফুলহাতা হতে হবে। আমার সখের আই ফোন সিক্স প্লাস চার্জ দেওয়ার অবহেলায় অনেক দিন ধরেই নিস্তেজ হয়ে আছে; অথচ চালু করার প্রয়োজন বোধ হচ্ছে না। আর পার্লার? আল্লাহ নিজ হাতে যে রূপ দিয়েছে, এতে কেন খুশি হতে পারব না? আল্লাহ আমাকে অনেক

Scanned by CamScanner

সৌন্দর্য দিয়েছেন। তা হলে এত ঘষামাজার কী দরকার? বরং ভেতরের সৌন্দর্য বাড়াতে হবে ইসলামের আলোতে।

আর আড্ডা দেওয়া? আড্ডার ছলে থাকলে যদি আমার নামায কাযা হয়ে যায়, আমার এত বড় ক্ষতির ভার তো আমাকেই নিতে হবে এবং এর সাজাও আমাকে পেতে হবে। এখন আমাকে কেউ মেরে ফেললেও আমার মুখ থেকে গালি কেন, কোনো বাজে কথাও বের করতে পারবে না। এখন আমি কোনো ধরনের গান শুনি না; শুধু আযান শুনি। এই আযানই আমার কাছে মধুর লাগে। আযান শোনার পর নামাযে না দাঁড়ানো পর্যন্ত নিজের কাছে খুব অস্থির লাগে। কোনো দুঃখই আমাকে ছুঁতে পারে না, সবকিছুতেই আমি আল্লাহ তাআলার রহমত অনুভব করি।

সাকী : বর্তমান সময়ের কিছু মেয়ে দুনিয়ার মোহে পড়ে আছে। তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কিছু বলবেন?

আমাতুল্লাহ : আমি মনে করি, এই দুনিয়া হলো সাগরতীরে তৈরি করা বালুর প্রাসাদ। মহাসমুদ্রের তীরে শুধু বালি দিয়ে তৈরি প্রাসাদ। যেটা পরবর্তী ঢেউ আসার সঙ্গে সঙ্গেই সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে। কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ আজ আমরা এই দুনিয়ার মোহেই পড়ে আছি!

আচ্ছা, বলুন তো, ভালো পথে চলতে কি খুব কষ্ট? আমরা সময়মত টিভিতে সিরিয়াল দেখতে পারছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইলে কথা বলতে পারছি। সিনেমা হলে বসে সিনেমা দেখতে পারছি। নাওয়া-খাওয়া ভুলে রঙিন দুনিয়ায় মত্ত হতে পারছি! শুধু আল্লাহের পথেই চলতেই যত অসুবিধা! তাই না? আমরা কেন বুঝি না যে, আল্লাহর ইবাদাত করব বলেই তো পৃথিবীতে এসেছি। অন্য কিছুর আশায় নয়। এই দুনিয়ার রঙ-তামাশা হচ্ছে শয়তানের ধোঁকা। এই ধোঁকা আর শয়তানের ফাঁদে পা দিলাম তো জান্নাত হারাম হয়ে গেল। অতএব, আল্লাহকে খুশি করতে সবকিছু কুরবান করতে হবে। মহান আল্লাহ যা

Scanned by CamScanner

যা আদেশ করেছেন, যাথেকে নিষেধ করেছেন তার সব মেনে চলতে পারলেই আল্লাহ খুশি হবেন ও অনন্ত জীবনের সুখ লাভ করতে পারব। পরকালের কথা বেশি বেশি ভাবুন, আল্লাহকে ভয় করুন। দুনিয়ার সময় বড্ড কম, আজেবাজে কাজে সময় নষ্ট না করে আসুন আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে নিয়োজিত করি। আল্লাহ আমাদের দ্বীনের পথে চলার তাওফিক দিন।

সাকী : দেশের বাড়িতে কি যাওয়া হয়? সেখানে কে আছেন? দেশের বাড়িতে গেলে কার সঙ্গে বেশি সময় দেন?

আমাতুল্লাহ : জি, মাঝে-মধ্যে সময়-সুযোগ পেলে দেশের বাড়িতে যাই। এই তো ক-দিন আগেও দাদুবাড়ি গিয়েছিলাম। আমার কাছে দাদুবাড়ি অনেক প্রিয়। যাওয়ার সময় ভেবেছিলাম অন্তত দু-মাস আমার পছন্দের ওই পরিবেশটাতে কাটিয়ে আসব। কিন্তু আম্মু অসুস্থ হয়ে পড়ায় দুই মাসের থাকার ইচ্ছা তিন দিনেই শেষ করতে হলো।

আমার বু (দাদি) আমাকে খুবই ভালবাসেন। ছোট বেলা থেকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছি। যখনই দাদির কাছে যেতাম তখনই শিশুর মত আচরণ করতাম। এত বড় হয়েছি তবুও কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাড়িতে গেলে আমার দাদিকে বলেছি কোলে তুলতে, খাবার মুখে তুলে দিতে, গোসল করিয়ে দিতে। ইচ্ছা করে ডেকে ডেকে বিরক্ত করার চেষ্টাও কম ছিল না; কিন্তু কখনো তাকে রাগাতে পারিনি!

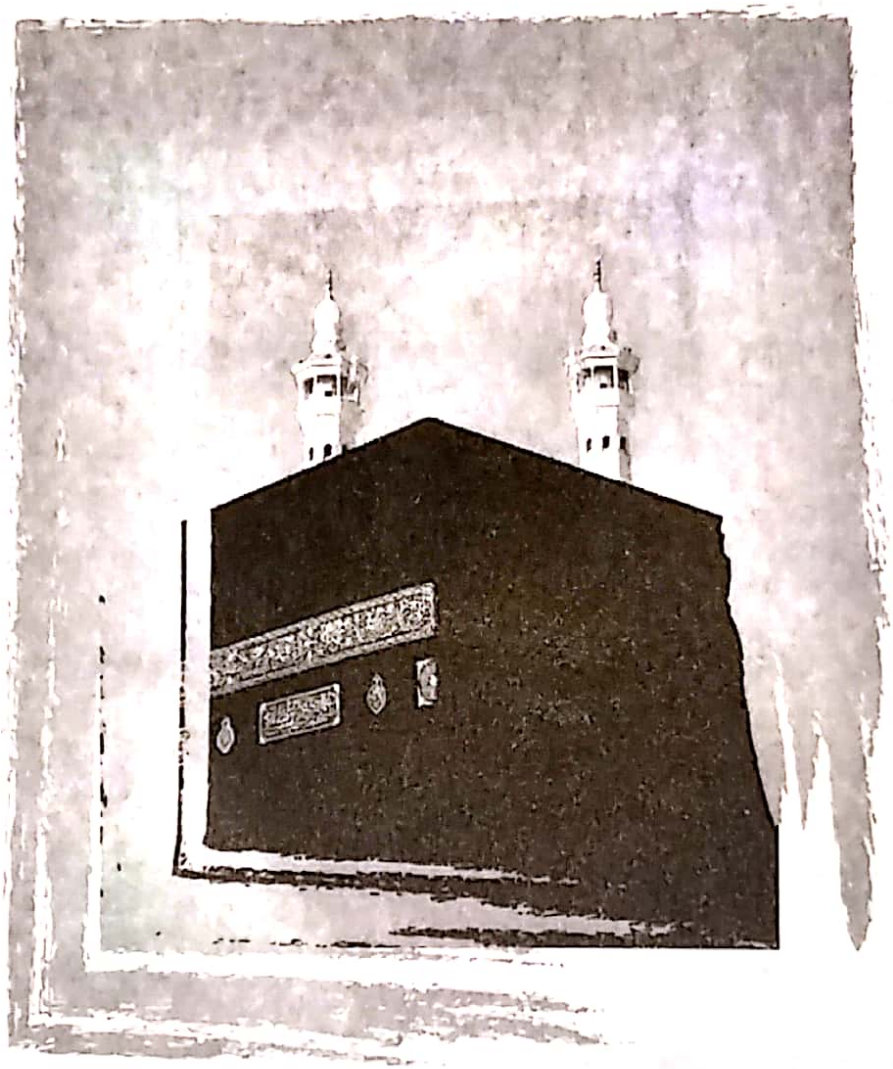
এবার বাড়িতে গিয়ে দাদীকে খুব বেশি যন্ত্রণা দিতে পারি নি। কারণ আমার খেলার সাথী বু (দাদি) অনেক অসুস্থ। চেহারাটা মলিন হয়ে গেছে। আমার বদলে যাওয়া দেখে অবাক না হয়ে অনেক খুশি হয়েছেন, দু'রাতেই একসাথে ঈশার নামায আদায়ের পর আমাকে ধরে অনেক কেঁদেছে আর বলেছে— 'আমার পুত্নীটাকে আল্লাহ হিদায়েত দিয়েছে, আমার আর কিছু চাওয়ার নেই। এবার মরেও শান্তি পাব। হে আল্লাহ, তুমি আমার পুত্নীটাকে মরার আগ পর্যন্ত এভাবেই রাখো'। এসব বলে বলে দাদি অনেক কেঁদেছে।

Scanned by CamScanner

সত্যি কথা বলতে আমি জানি না আমার দাদি এ রকম অদ্ভুৎভাবে কেন কেঁদেছে! তবে এটা বুঝেছি, সেই চোখের পানিতে একটু হলেও খোদার মহিমা অনুভব করার আনন্দ ছিল। যে আনন্দ আমি খুব ভালো বুঝি, আল্লাহ আমাকে বোঝার সেই তাওফিক দান করেছেন।

আমার এক চাচাতো বোনের বয়স মাত্র ১১ বছর। ওই বোন ছাড়া বাড়িতে সবাই নামায পড়ে। আল্লাহর রহমতে আমি তাকে নামাযের গুরুত্ব বোঝাতে সক্ষম হয়েছি। এখন সে এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করছে। আশা রাখি তার এই উপলব্ধি অটুট থাকবে ইনশাল্লাহ!

Scanned by CamScanner



তৃতীয় পর্ব

[এ পর্বে আমরা
আমাতুল্লাহর জীবনকথা,
শোবিজ জীবন, অবস্থান,
স্বপ্ন, আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গী
ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে
জানবো]

Scanned by CamScanner

সাকী : আপনার জীবনকথা আমরা কিছুটা শুনেছি। তবুও আপনার মুখে শুনতে চাই।

আমাতুল্লাহ : আমার জীবনকথা আসলে খুব ছোট। বলার মতো তেমন বিশেষ কিছু নেই। এক গুনাহগারের কাহিনী মাত্র। আমি যখন মিডিয়াতে কাজ করতাম তখন খুব উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করতাম। আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিল। অনেক হারামের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। আমার সব কিছু এলোমেলো ছিল। ইসলামের প্রতি আমার মনে শ্রদ্ধাবোধ ছিল; কিন্তু বাস্তব জীবনে ইসলাম পালন করতাম না। ইসলাম মানার মতো বুঝ আমার ভেতর ছিল না। আমি আমার শোবিজ জীবন নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। আমার ভাবনা জুড়ে ছিল মিডিয়া ওয়ার্ল্ড। আমার অনেক নাম-ডাক হবে, সুনাম-সুখ্যাতি হবে, মানুষ আমাকে চিনবে, আমি মানুষের আইডল হব, তারা আমার মতো হতে চাইবে, আমার মতো পোশাক পরবে। অর্থাৎ আমার স্বপ্নের পুরোটা জুড়ে ছিল দুনিয়া আর দুনিয়া। আসতাগফিরুল্লাহ।

একদম শৈশব থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল, আমি নায়িকা হব। আমার অনেক সিনেমা হবে। আল্লাহর অশেষ রহমত যে, তিনি আমাকে সেই অন্ধকার থেকে তুলে এনেছেন। তিনি আমাকে দ্বীনের যতটুকু বুঝ দিয়েছেন, তার ওপর আমি অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। তিনি আমার খারাপ থেকে ভালোর দিকে টেনে এনেছেন। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে টেনে এনেছেন। এর ওপর যত কৃতজ্ঞতাই

Scanned by CamScanner

স্বীকার করি না কেন; কম হবে। আলহামদুলিল্লাহ। সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

সাকী : আপনার বর্তমান নাম **'আমাতুল্লাহ'**। এ নামের অর্থ কী? কেনো আপনি 'নাজনীন আক্তার হ্যাপী' নামের সুন্দর নাম রেখে নতুন করে এ নাম গ্রহণ করলেন?

আমাতুল্লাহ : আমার বর্তমান নাম 'আমাতুল্লাহ'। এ নামের অর্থ হলো, আল্লাহর বান্দি। আল্লাহ তাআলা যখন আমাকে বুঝ দিলেন তখন আমার মনে 'হ্যাপী' পার্সনটার প্রতি ঘৃণা জন্মাতে শুরু করে। আসলে 'হ্যাপী' পার্সন না; বরং হ্যাপী যে কাজগুলো করত, তার প্রতি আমার ঘৃণা জন্মাতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম যে, অন্য কোনো পরিচয় নয়; আমার একমাত্র পরিচয় হওয়া উচিত— আমি আল্লাহর বান্দি। এটাই আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় হওয়া উচিত। তখন আমি খুঁজতে লাগলাম যে, আল্লাহর বান্দি শব্দটার আরবি কী হতে পারে? জানতে পারলাম, এ শব্দের আরবি 'আমাতুল্লাহ'। শব্দটাও অনেক মিষ্টি। এ কারণে আমি আমার নাম চয়ন করলাম 'আমাতুল্লাহ'। এটাই আমার নাম, এটাই আমার পরিচয়।

আর আমার কাছে কখনো 'নাজনীন আক্তার হ্যাপী' নামটা ভালো লাগত না। ওর চেয়ে 'আমাতুল্লাহ' নামটা অনেক সুন্দর। এজন্যে আমি চোখ বন্ধ করে এ নামটাই বেছে নিয়েছি। এ নামে ডাকলেই আমি খুশি হই।

সাকী : কেউ যদি আপনাকে 'হ্যাপী' বলে ডাকে তা হলে আপনার কাছে কেমন লাগে?

আমাতুল্লাহ : কেউ যদি আমাকে 'হ্যাপী বা হ্যাপী আপু' বলে ডাকে তখন আমি তার সাথে কথা বলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। সবাই জানে আমার নাম আমাতুল্লাহ; তবুও যখন কেউ হ্যাপী হ্যাপী বলে তখন আমার ভীষণ অসহ্য লাগে। আমি তখন ব্যথিত হই। কারণ, ওই নামটার প্রতি আমার মনে অনেক অনেক ঘৃণা। কিন্তু কেউ যদি আমাকে 'আমাতুল্লাহ' নামে ডাকে তখন আমি খুব খুশি হই।

Scanned by CamScanner

সাকী : ফ্যামিলির সবাই কি আপনাকে 'আমাতুল্লাহ' নামে ডাকে?

আমাতুল্লাহ : আসলে যেহেতু ছোটকাল থেকেই সবাই ওই নামে ডেকে আসছে; এজন্যে চেষ্টা করলেও পারছে না। তবে আমার আম্মুকে দেখি, তিনি সব সময় আমাকে 'আমাতুল্লাহ' ডাকার চেষ্টা করেন।

সাকী : ফেসবুকে তো আপনার নাম দেওয়া আছে 'নাজনীন আক্তার হ্যাপী'। আপনি কেন সেই নাম চ্যাঞ্জ করেননি?

আমাতুল্লাহ : ফেসবুকে কিন্তু আমার নিকনেইম দেওয়া আছে 'আমাতুল্লাহ'। আমার ডাকনাম আমাতুল্লাহ। ফেসবুক থেকে নাম চেইঞ্জ না করার পেছনে কারণ হলো, মাঝে-মাঝে হ্যাকাররা আমার আইডি নিয়ে টানাটানি করে। আর আপনি হয়তো জানেন, আইডির ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে জাতীয় পরিচয়পত্রের প্রয়োজন পড়ে। তখন যদি নামের মিল না পায় তা হলে সেই আইডি একেবারে বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর এমনিতেই আমার নামে অনেক ফেইক আইডি ও পেইজ আছে। এখন যদি আমার আইডি না থাকে বা নাম চ্যাঞ্জ করে ফেলি তা হলে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার আরও সুযোগ পেয়ে যাবে। সব দিকেই তো চিন্তা করা লাগে।

সাকী : আপনার অভিনীত প্রথম ছবির নাম কী? এটি কত সালে মুক্তি পায়?

আমাতুল্লাহ : আমার অভিনীত প্রথম ছবির নাম *কিছু আশা কিছু ভালোবাসা*। ছবিটি মুক্তি পায় ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরের দিকে।

সাকী : চলচ্চিত্রে নাম লেখানোর আগে আপনি কি মঞ্চনাটক, থিয়েটার বা টিভি সিরিয়ালে অভিনয় করেছেন?

আমাতুল্লাহ : না, আমি ওগুলোর কোনোটাতেই অভিনয় করিনি।

Scanned by CamScanner

সাকী : আপনি কি মডেলিং করেছেন?

আমাতুল্লাহ : চলচ্চিত্রে আসার আগে আমি বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি বড় বড় কোম্পানির বিজ্ঞাপনে কাজ করেছি। কয়েকটি ফ্যাশন হাউজে কাজ করেছি। কিছু মডেলিং করেছি।

সাকী : আপনার অভিনীত সর্বশেষ ছবি কোনটি?

আমাতুল্লাহ : আমার অভিনীত সর্বশেষ ছবির নাম হচ্ছে, 'রিয়ালম্যান'।

সাকী : আপনি যখন চলচ্চিত্রে অভিনয় করতেন তখন আপনার কেমন লাগত?

আমাতুল্লাহ : আসলে ওই জগৎটা দুনিয়াবি দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই আনন্দময়। ওখানে কী নেই? আপনি যা চান তার সবই আছে। সিনেমা জগতে নায়িকাদের অনেক কদর। তাদের অনেক যত্ন করে রাখা হয়। তাদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি ষোলো আনা খেয়াল রাখা হয়।

যেহেতু শোবিজ ছিল আমার স্বপ্নের জগত, এজন্যে যখন সেখানে কাজ করতাম তখন আমার কাছে খুবই ভালো লাগত। আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। এটা ওই সময়কার কথা। এখন অবশ্যই সেটা ভালো লাগবে না।

সাকী : আপনি যখন শোবিজের তারকা ছিলেন, তখন কতটা সুখী ছিলেন? যারা চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন তারা তাদের ব্যক্তিজীবনে কতটা সুখী হন?

আমাতুল্লাহ : আমি যতটুকু দেখেছি, যারা শোবিজের তারকা হন তাদের মধ্য হতে খুব কম মানুষই ব্যক্তিজীবনে সুখী হন। কারণ, আমাদেরকে তারকাদের জীবন থেকে শুধু সেদিকটাই দেখানো হয় যেখানে সে খুব প্রাণোচ্ছল। এর পেছনে যে তার কষ্টের জীবন আছে, একাকীত্বের গল্প আছে, সেটা কিন্তু আমরা দেখি না বা আমাদের দেখানো হয় না।

Scanned by CamScanner

তারা তাদের প্রফেশন নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকে। যার কারণে তারা তাদের পরিবারের সদস্যদের পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না। তাদের সঙ্গে ভালোবেসে, হাসিমুখে কথা বলতে পারেন না।

শোবিজের লোকদের অসুখী হওয়ার কারণ হলো, তাদের ভেতর সব সময় একটা ভয় কাজ করে। তারা স্বাচ্ছন্দ্যে কোনো কাজ করতে পারে না। এটা করতে যাব– মানুষ জেনে ফেলবে। ওটা করতে যাব– হায়, লোকে জানলে কী বলবে। অর্থাৎ তাদের ব্যক্তিজীবন বলে কিছু থাকে না; তাদের সবকিছু পাবলিক প্রোপার্টিজ হয়ে যায়। গণসম্পত্তি হয়ে যায়। এটা অবশ্যই ভালো লাইফ নয়।

কখনো ইচ্ছে করছে বাইরে যাওয়ার। কিন্তু সে তার ইচ্ছেটা পূরণ করতে পারছে না। গেলে হট্টগোল লেগে যাবে। স্বাধীনমতো কোনো কাজ করা যাবে না। স্বামী বা স্ত্রীর যেই মিডিয়াতে কাজ করুক– তার এই কাজ নিয়ে পারিবারিক জীবনে অনেক অশান্তি থাকে।

আমি আমার বন্ধু-বান্ধব ও সহশিল্পীদের জীবন পর্যবেক্ষণ করে পেয়েছি যে, শোবিজ তারকাদের ৯৫% তাদের ব্যক্তিজীবনে সুখী নন। দুনিয়ার সবকিছু পেয়েও তারা তাদের জীবন নিয়ে ভীষণ হতাশা বোধ করেন।

আরেকটা বিষয় হলো, একজন হিরোইনের ক্যারিয়ার কয় বছরের? বড় জোর দশ বছরের। তার যত চাহিদা, খ্যাতি, আবেদন, সব ওই দশ বছরেই। এরপর আর তাকে কেউ দাম দেবে না। তখন তার চাহিদা কমে যাবে, খ্যাতি কমে যাবে, গুরুত্ব কমে যাবে, পয়সা কমে যাবে। যখন কোনো শিল্পীর জীবনে এমন খরা নেমে আসে তখন সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আপনি খুঁজে দেখুন, সব চিত্রতারকাদের জীবনে এমন দুঃখের গল্প আছে। এমন কাউকে পাবেন না, যে শেষ জীবনে এমন বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়নি। এটা কেন? এটা নিশ্চয়ই সেই নোংরা জীবনে জড়ানোর পরিণতি। যদি সে এমন নোংরা জীবনে না জড়াত তা হলে তাকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হত না। এগুলো কিন্তু মানুষ দেখে না। তারা শুধু ঝলমলে জীবনটাই

Scanned by CamScanner

দেখে। তারা জানে না, এই ঝলমলে জীবনের পেছনে আছে খুবই অন্ধকার একটি জগৎ।

সাকী : চলচ্চিত্র জগতে নারীর অবস্থান কী? একজন অভিনেত্রী কি সিনেমাজগতে স্রেফ পণ্য হিসেবে প্রদর্শিত হয়, না কি তাকে তার প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয়?

আমাতুল্লাহ : মডেল মানেই পণ্য। কারণ, একজন মডেল যখন কোনো বিজ্ঞাপন করে তখন সে কী করে? সে তার চেহারা, অঙ্গ ও অভিনয় দিয়ে মানুষকে সেই বস্তুর দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। এর বিনিময়ে সে টাকা পায়। আমি আমার জীবনে এটাই দেখেছি যে, একজন নায়িকা যখন সিনেমায় অভিনয় করে তখন সে কম হোক, বেশি হোক, অভিনয়ের পারিশ্রমিক পায়। তাকে যেই পারিশ্রমিক দেওয়া হয় সেটা প্রযোজক তুলে নেন সিনেমার টিকিট বিক্রয়ের মাধ্যমে। সিনেমা হলে এসে দর্শকরা তার শরীর দেখার বিনিময়ে টাকা দিচ্ছে। তা হলে আপনি বলুন, চলচ্চিত্র জগতে নারীকে কীভাবে প্রদর্শন করা হচ্ছে? পণ্য হিসেবেই প্রদর্শন করা হচ্ছে। এর বাইরে কিছু নয়। যে মেয়ে নিজেকে যত সুন্দর পণ্য হিসেবে প্রদর্শন করতে পারবে সে তত বেশি টাকা পাবে।

আমি চলচ্চিত্রকে সবচেয়ে জঘন্য মনে করি এ কারণে যে, তারা মেয়েকে শুধু পণ্য হিসেবেই দেখে। বিস্কুট, সাবান থেকে শুরু করে আমাদের জীবনঘনিষ্ঠ যত বস্তু আছে, সেগুলোর বিজ্ঞাপনে নারীকে শুধু পণ্য হিসেবেই দেখানো হয়। আজ অবস্থা এমন হয়েছে যে, কোম্পানিগুলো মনে করে— তাদের পণ্য এই পণ্য ছাড়া চলবে না। এই অভিনয়ের বিনিময়ে তাকে আমাদের সমাজ যে সম্মান দিচ্ছে বলে দেখেন, এটা আসলে কখনো সম্মান নয়। এটা একধরনের বিনোদনমূলক কথিত সম্মান। এটাকে আমি 'কথিত সম্মান'-ই বলব, এটা কখনো প্রকৃত সম্মান নয়।

সাকী : আপনি বলেছেন, আপনার হিদায়াত লাভের পেছনে একটি শর্টফিল্ম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। বা *দ্যা মেসেজ* নামের

Scanned by CamScanner

ফিল্ম বড় ভূমিকা রেখেছে। দ্বীনের বিভিন্ন মেসেজ সম্বলিত এ ধরনের ফিল্ম-শর্টফিল্ম কারও কারও কাছে বিতর্কিত। এটিকে আপনি কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন?

আমাতুল্লাহ : হ্যাঁ, আমি এখন বুঝি যে, ওই শর্টফিল্ম বা সিনেমায় প্রচুর ভুল আছি। কিন্তু আমার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি চাই না, কেউ এ ধরনের ফিল্ম দেখে দ্বীনের প্রতি আসুক। আমি মনে করি, সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, সে তার আশপাশের মসজিদ-মাদরাসা ও আলেমদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্বীন শিখুক। অবশ্যই দ্বীন শিখতে হলে দ্বীনি বই পড়তে হবে বা মাদরাসায় পড়াশোনা করতে হবে। আমি দ্বীন খোঁজার জন্যে সিনেমা দেখার কথা কখনো বলব না।

আমার বিষয়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। আমার কাছে দ্বীন পৌঁছানোর মতো কোনো মাধ্যম ছিল না। আল্লাহ তাআলা ওই উসিলা দিয়ে আমাকে দ্বীনের পথে এনেছেন। এখন এই উসিলা দিয়েই যে সবাই দ্বীনের পথে আসবে, এ কথা যদি কেউ বলে বা ভাবে তা হলে তা অবশ্যই ভুল হবে। আমি তখন বুঝতাম না যে, ওই সিনেমার মাঝে প্রচুর ভুল আছে। আমি তখন দ্বীনের কোনটা সহীহ, আর কোনটা ভুল– সেটা বুঝতাম না। কাজেই আমার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা।

আমি কখনো সিনেমা দেখতে সাজেস্ট করব না। আমি সাজেস্ট করব, মাদরাসায় যাওয়ার জন্যে, তালীমে যাওয়ার জন্যে, মাস্তুরাতের জামাতে যাওয়ার জন্যে। এখানেই প্রকৃত দ্বীন পাওয়া যায়। আপনি যদি দ্বীন শিখতে চান তা হলে এই জায়গাগুলোতে আসুন। এখানেই আপনি দ্বীনের খাঁটি আলো পাবেন।

সাকী : আপনি যখন সিনেমা ত্যাগ করার ঘোষণা দেন তখন চিত্রাঙ্গন থেকে আপনি কি কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া পেয়েছিলেন? কেউ কি এ মন্তব্য করেছিল যে, এটি আপনার আবেগতাড়িত সাময়িক সিদ্ধান্ত?

আমাতুল্লাহ : হ্যাঁ, অনেক বড় বড় পরিচালক আমার আম্মুকে ফোন করেছেন। তাদের কেউ সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন। কেউ কেউ

Scanned by CamScanner

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন যে, আমার এই সিদ্ধান্ত নেহায়েতই আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত। আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ে তার ক্যারিয়ার নিয়ে এমন ভুল করেনি। ও যা করেছে তা নিতান্তই সাময়িক। আমরা মনে করি, ও আবার কামব্যাক করবে।

যখন আমার শেষ সিনেমাটি রিলিজ হয় তখন তারা আমার বিরুদ্ধে ঘোষণা দিয়েছিল যে, আমি ঠিক করিনি। তারা আমার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার হুমকি দিয়েছিল। তাদের এই হুমকিকে আমি কখনো কেয়ার করিনি। কারণ, আমি জানি যে, আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে মানুষ আমার সামান্য ক্ষতিও করতে পারবে না। এজন্যে আমি এ সমস্ত কথাগুলোকে দাম দিইনি। মানুষ যা বলেছে, আমি তা শুধু শুনেছি ও সবর করেছি। আমি জানি, আমার আল্লাহ আমাকে এ সবরের প্রতিদান দেবেন।

সাকী : আমরা যদ্দূর জানি, আপনার মতো কেউ জীবনের সেরা সময়ে সিনেমা ছাড়েনি। দর্শকচাহিদার তুঙ্গে থাকাবস্থায় কেউ চলচ্চিত্রকে বিদায় জানায়নি। আপনি জানিয়েছেন। এমন সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো শক্ত মনোবল আপনি কোথায় পেলেন?

আমাতুল্লাহ : আসলে এমন শক্তি আমি কোথায় পাব? আমার তো কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহ দিয়েছেন। আমি সিনেমা ছেড়ে দেব—এ কথা বলার ক্ষমতাও আমার ছিল না। আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, বলেই আমি একবাক্যে সবকিছু ছাড়তে পেরেছি। আলহামদুলিল্লাহ।

সাকী : মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে জনমনে ভীতি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। নাটক-সিনেমায় দ্বীনদার লোকদের অশোভন চরিত্রে প্রদর্শন করা হচ্ছে। এগুলো বন্ধ করতে হলে কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়?

আমাতুল্লাহ : মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে জনমনে যেই ভীতি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার সুযোগ কিন্তু মানুষই দিয়েছে। জনগণ যদি

Scanned by CamScanner

তাদের এসব কার্যকলাপ না দেখত তা হলে কিন্তু তারা এর সুযোগ পেত না। এমনকি এ কাজ করার সাহসটুকুও পেত না। এটা আমাদের দুর্বলতার কারণে হয়েছে। আমাদের জানা-বোঝার দুর্বলতার কারণেই এ কাজগুলো হতে পারছে।

আর শোবিজ হচ্ছে অনেক বড় একটা জগৎ। প্রতিটি দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী এর সঙ্গে জড়িত। আপনি ইচ্ছে করলে একদিনেই তা বন্ধ করে দিতে পারবেন না। তার জন্যে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। এগুলো বন্ধ করতে হলে কী করতে হবে, দেশের সকল মানুষকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসতে হবে। যা হঠাৎ সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, সবাই ইসলামের দিকে ফিরবে না। কিছু মানুষ গুমরাহির মধ্যে থাকবে।

তারপরও আমাদের দায়িত্ব হলো, আমরা অবশ্যই মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকব। আল্লাহ চাহেন তো, এখন যেখানে এফডিসি আছে সেখানে একদিন মাদরাসা গড়ে উঠবে। কাজেই আমাদের দায়িত্ব হলো, আমরা আমাদের কাজ করে যাব। মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেব। আর ধীরে ধীরে আমাদের দেশটাকে বিশুদ্ধ ইসলামি শরীয়াহ মুতাবেক পরিচালিত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে চেষ্টা করব। সে পর্যন্ত অবশ্যই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

সাকী : দ্বীন মানার কারণে আপনাকে এমন অনেক বিনোদন ত্যাগ করতে হচ্ছে, যা আপনি আপনার পূর্বের জীবনে উপভোগ করেছেন। বা আপনাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হচ্ছে। কীভাবে আপনি নিজেকে এই ত্যাগের জন্যে তৈরি করছেন?

আমাতুল্লাহ : আলহামদুলিল্লাহ, আমার মধ্যে এ বিশ্বাস গড়ে উঠেছে যে, আল্লাহকে পেতে হলে আমাকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। আমি ত্যাগ করব না; আর আল্লাহকে পাওয়ার আশা করব— এটা অসম্ভব। আমি যে আল্লাহকে ভালোবাসি— এটা কিন্তু আমাকে প্রমাণ করতে হবে।

Scanned by CamScanner

আমি যে আশা করে আছি যে, আমি জান্নাত পাব। এটা কিসের বিনিময়ে পাব? নিশ্চয়ই কিছু ত্যাগের মাধ্যমে পাব। পৃথিবীতে যে কোনো বড় অর্জন পেতে হলে চেষ্টা-সাধনা করতে হয়। জান্নাত তো সবচেয়ে বড় অর্জন। সেই জান্নাত পেতে হলে আমাকে অবশ্যই কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। কাজেই আমি মনে করি, যদি কারও মাঝে আল্লাহকে পাওয়ার স্বপ্ন চলে আসে তা হলে সে পৃথিবীর সবকিছু চোখ বন্ধ করে খুশি মনে ছেড়ে দিতে পারবে।

সাকী : চলচ্চিত্র জগতের কারও সঙ্গে কি এখনো আপনার সম্পর্ক রয়েছে? তাদের কারও সঙ্গে কি কথাবার্তা হয়?

আমাতুল্লাহ : এখনো অনেক নায়িকা বা মহিলা অভিনেত্রী আমার ফ্রেন্ডলিস্টে আছেন। যারা একসময় আমার ভালো বান্ধবী ছিলেন। তাদের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে টুকটাক কথাবার্তা হয়। তারা মাঝে-মধ্যে আমার কুশল জানতে চান। আমিও তাদের যথাসম্ভব খোঁজ-খবর রাখি। তারা আমাকে রেসপেক্ট করেন। ব্যস, এতটুকুই। তাদের জীবন আর আমার জীবন এখন ভিন্ন। ম্যাচ করবে না। কাজেই ওই দূরত্বের ভেতর থেকেই অল্প-বিস্তর যোগাযোগ এখনো আছে।

সাকী : আমরা মাঝেমধ্যে পত্রিকার শিরোনাম পাই– 'হ্যাপী আবার মিডিয়াতে ব্যাক করছে'। আপনার কি মনে হয়, আপনার এই পরিবর্তন চিরস্থায়ী নাও হতে পারে? আপনি আবার আপনার প্রথম জীবনে ফিরে যেতে পারেন?

আমাতুল্লাহ : আসলে এমন নিউজের কথা আমি জানি না। তারা কোত্থেকে সংবাদ পেয়ে এমন নিউজ করেছে, তা আমি জানি না। আমি আমার আশপাশের কিছু লোকের কাছ থেকে তাদের এ ধরনের নিউজের কথা শুনেছি। যারা আমাকে নিয়ে মনগড়া নিউজ চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের জন্য বরাবরই আমার পক্ষ থেকে হিদায়াতের দোয়া থাকে। রাগ করি না। কারণ, আমি জানি তাদের আল্লাহ এখনো

Scanned by CamScanner

অন্ধকার থেকে আলোয় আনেননি। আল্লাহর কসম করে বলতে পারি, হিদায়াতের মাধ্যমে আমার মতো অধম বান্দাকে আল্লাহ যা দিয়েছেন তার কোনো কিছু কোনো দিন স্বপ্নেও দেখিনি! আল্লাহু আকবার! আসলে আল্লাহ কাউকে বুঝ না দিলে কারোরই কিছু করার নেই। এবার আসল কথায় আসি...।

জাহান্নামের পথে আবার হাঁটা শুরু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি এত বোকা নই যে, এমন আগুনে ঝাপ দেব যেই আগুনের শেষ নেই, যে আগুনে অনন্তকাল পুড়তে হবে। আমি তো এখনো জানি না আমার ঠিকানা জান্নাত হবে কি, হবে না! মৃত্যু ছাড়া জানা সম্ভবও না। আল্লাহ মাফ করুন।

আমরা যা-ই করি না কেন, মৃত্যু আসার পূর্বে তওবা করে আল্লাহর পথে ফিরতে না পারলে সবই শেষ! ইহকাল পরকাল সব শেষ! কেউ জানে না, কখন মৃত্যুর ফেরেশতা এসে আমার জান কবজ করে নিয়ে চলে যাবেন! ভয়ংকর হবে সেই মুহূর্ত! এখন যদি কারও হুঁশ নাও আসে তখন কিন্তু ঠিকই তার হুঁশ আসবে; কিন্তু কোনো লাভই হবে না।

যারা এ ধরনের নিউজ করছেন, তা ফেতনা ছড়াচ্ছেন। এ গুনাহের বোঝা তাকেই বহন করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

সাকী : আল্লাহ আপনাকে তারকাখ্যাতি দিয়েছেন। আপনি কি এ যোগ্যতা ব্যবহার করে সমাজের এলিট বা উচ্চ শ্রেণির কাছে দ্বীনের আহ্বান পৌঁছে দেওয়ার কোনো উদ্যোগ নিয়েছেন? ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে তাদের কাউকে দাওয়াত দিয়েছেন?

আমাতুল্লাহ : হ্যাঁ, চেষ্টা করি। যখন যার সঙ্গে দেখা হয়, আমি যতটুকু জানি তা তাকে জানানোর চেষ্টা করি। দ্বীনের দুটো কথা তাদের বলার চেষ্টা করি। আমার একটা কথা জানা থাকলে আমি সেই কথা অন্যকে জানানোর চেষ্টা করি।

Scanned by CamScanner

আর ফেসবুকে আমার অ্যাকাউন্ট থাকার বড় সুবিধা হলো, আমি যেহেতু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আছি। আর তারা আমার ফ্রেন্ডলিস্টে আছেন। এ জন্যে আমি যখন যা পোস্ট করি তারা তা দেখেন। মাঝেমাঝে তাদের কেউ কেউ মন্তব্য করেন। এটা অনেক বড় মাধ্যম। এ মাধ্যমে কারণে তাদের কাছে আমার দ্বীনের কথা অল্প হোক, যেমনই হোক, তাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

সাকী : তাবলীগের প্রচলিত ধরনের বাইরে অন্য কোনোভাবে দ্বীনের খেদমত করার কোনো ইচ্ছে কি আপনার আছে?

আমাতুল্লাহ : আসলে এই তাবলীগের মাঝে অনেক কিছু আছে। আপনি যখন তাবলীগের মেহনত করবেন, তখন এই দাওয়াতের মাধ্যমে আপনি আপনার নিজের ইসলাহ করতে পারবেন। অন্যকে দ্বীনের পথে তুলে আনার মেহনতও করতে পারবেন। আপনি মৃত্যুর পরও এই নেক আমলের সাওয়াব পাবেন। মৃত্যুর পরও আপনার আমলনামায় এর সাওয়াব যোগ হতে হবে।

এই তাবলীগের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের সঙ্গে মেশা যায়। তাবলীগের মেহনত এমন এক মেহনত যে, এর মধ্যেই সব আছে। এই ময়দানেই আপনি আপনার খেদমতের সবটুকু সুযোগ পাচ্ছেন। এর বাইরে আপনাকে যেতে হবে না। এখানে এসে আপনি যেমন নিজেকে সংশোধিত করতে পারবেন, তদ্রূপ অন্যকেও সংশোধনের পথে ডেকে আনতে পারছেন।

সাকী : নারীদের মাঝে দ্বীনপ্রচারের কার্যক্রম অপেক্ষাকৃত কম। আপনি কি এ বিষয়ে ভেবেছেন? বা এ বিষয়ে আপনার কোনো পরামর্শ, ভাবনা বা সংকল্প কি আছে?

আমাতুল্লাহ : নারীদের মাঝে দ্বীন প্রচারের কার্যক্রম অপেক্ষাকৃত কম— এটা যেমন সত্যি। তেমনই তাদের মাঝে মেহনতের চিন্তা-ভাবনাও অনেক কম। এর কারণ হলো, মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে দুর্বল। শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেওয়ার সুযোগ বেশি পায়।

Scanned by CamScanner

আধুনিকতার সাথে চলতে যেয়ে দ্বীনের প্রতি তাদের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। তারা টিভিতে যাচ্ছে, সিনেমায় যাচ্ছে। পথ-ঘাটে নারীদের নানা ফেতনা দেখা যাচ্ছে।

আজকালকের নারীরা তাদের ঘর-সংসার ও সন্তানদের নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে। এসব করতে গিয়ে তারা তাদের নিজেদের হিদায়াতের কথা ভুলে যাচ্ছে। এ জন্যে আমি আমার বোনদের বলব, আপনারা সপ্তাহে ছয় দিন ঘরের কাজ করুন আর একটা দিন ব্যয় করুন দ্বীনের জন্যে। সেদিন আপনি মহল্লার তালীমে যান। আপনার নিজের জন্যে যেমন দ্বীন প্রয়োজন, তেমনই আপনার ছেলে-মেয়ে ও সংসার সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্যেও দ্বীন প্রয়োজন। কাজেই সপ্তাহে অন্তত একটা দিন আপনি দ্বীনের জন্যে ব্যয় করুন।

সাকী : আপনি আপনার পরিবারের লোকদের দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার কোনো ব্যবস্থা নিয়েছেন?

আমাতুল্লাহ : আমি নিয়ত করেছি, আমি কখনো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হব না। মাদরাসায় পড়ব। সেখান থেকে দ্বীনি ইলম হাসিল করার চেষ্টা করব। আর আমার ছোট বোন ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে আছে। ওকে আমি সব সময় দ্বীনের কথা বলি। আর আমার ছোট ভাই। ওর বয়স পাঁচ বছর। আমার ইচ্ছে আছে, আমার আম্মুরও ইচ্ছে আছে ওকে মাদরাসায় ভর্তি করব।

ইচ্ছে আছে, রমাযানের পর আমার স্বামীও মাদরাসায় ভর্তি হবেন। আপনারা আমাদের জন্যে দুআ করবেন। আল্লাহ যেন আমাদেরকে দ্বীনের খাদেম হিসেবে কবুল করেন।

সাকী : অনেক বোন এখনো ফিল্ম ইন্ড্রাস্ট্রিজে আছেন, তাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত কীভাবে পৌঁছানো যেতে পারে? এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কী?

আমাতুল্লাহ : তাদেরকে আমি হুট করে দ্বীনের কথা বললে তারা আমার কথা শুনবে না। হিদায়াতের আগে আমার যেমন অবস্থা ছিল

Scanned by CamScanner

যে, কেউ আমাকে দ্বীনের কথা বলতে এলে আমি নিশ্চয়ই তার কথা শুনতাম না। আমার তখন মানসিকতা ছিল, আমি কেন তার কথা শুনতে যাব! আমার বর্তমান জীবন নিয়ে আমি ভালো আছি। তোমার ইচ্ছে হলে, তুমি করো। আমাকে কেন বলতে আসছো। বর্তমান চিত্রজগতের শিল্পী-কলাকূশলীরা নিশ্চয়ই সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখবেন।

এজন্যে আমি আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টকে একটি মাধ্যম হিসেবে নিয়েছি। আমার অধিকাংশ পোস্টের লক্ষ্য হয় তারা। কারণ, আমার ফ্রেন্ডলিস্টে এমন কিছু বান্ধবী আছেন, যারা সমাজের বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত। যাদেরকে নির্দ্বিধায় এদেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বলা যায়। আমি যদি তাদের সঙ্গে গল্প করতে যাই তারা অবশ্যই গল্প করবেন। কিন্তু আমি যদি তাদেরকে দ্বীনের কথা বলতে চাই তারা শুনবেন না। যেহেতু তাদেরকে সরাসরি দ্বীনের কথা বলার সুযোগ নেই; এজন্যে আমি ফেসবুকটাকে আমি একটা মাধ্যম হিসেবে নিয়েছি। আমি জানি, সেখানে আমি কোনো কথা বললে তাদের কাছে পৌঁছাবে। হয়তো সরাসরি পৌঁছাতে পারছি না; তবে এ মুহূর্তে এটাই সবচেয়ে কার্যকর বিকল্প।

আমি জানি, আমার লেখাগুলো তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন। হয়তো কেউ কিছু বলেন না, কোনো মন্তব্য করছেন না; কিন্তু আমার লেখাটা অবশ্যই তাদের চোখের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। তাদের অনেকেই অনলাইনে প্রচুর সময় দেয়। আমি চাই, তাদের সেই সময়ের একটা অংশ ব্যয় হোক দ্বীনি কথা পড়ার মাধ্যমে। আমার অনলাইনে সম্পৃক্ত থাকার এটাও একটা বড় কারণ। হয়তো ভবিষ্যতে আমি তাদেরকে আরো ভালোভাবে দাওয়াত দিতে পারব; কিন্তু এ মুহূর্তে এটাই আমার কাছে সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম।

সাকী : কখনো যদি আপনার অভিনীত কোনো সিনেমা মুক্তি পায় তা হলে তা আপনার কাছে কেমন লাগবে?

Scanned by CamScanner

আমাতুল্লাহ : কিছু দিন আগে আমার একটা ছবি মুক্তি পেয়েছিল। তখন আমার কাছে খুব খারাপ লেগেছে। হায়! আমি এখন পর্দা করছি, নিজেকে অন্যদের চোখ থেকে হিফাযত রাখার চেষ্টা করছি; কিন্তু সেই আমার ছবি এখন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হবে। আমি আমার অবস্থান থেকে চেষ্টা করেছি, ছবিটি যেন মুক্তি না পায়। কিন্তু কী করব, কেউ তো আমার কথা শুনবে না। ওই সিনেমার প্রজোযক ও নায়ক ছিল হিন্দু। তারা তো আমার কথা বুঝবে না।

শুধু তারা কেন; এই ফিল্ডে যারা কাজ করে তাদের কেউই তো আমার কথা শুনবে না। তারা তাদের কাজের ক্ষেত্রে পেশাদার। তারা ষোলোআনা পেশাদারী মনোভাব নিয়ে কাজ করবে। তারপরও আমি আমার অবস্থান থেকে চেষ্টা করেছি, যেন ছবিটি মুক্তি না পায়। আমার পক্ষে যতটুকু প্রতিবাদ করা সম্ভব, আমি সেটা করেছি। সাধ্যের সবটুকু চেষ্টা ব্যয় করেছি। কিন্তু তারা শোনেনি। কেউ যদি না শুনতে চায় তা হলে কি আমি তাকে বাধ্য করতে পারব? পারব না। আমি জানি, আমার আল্লাহ আমার নিয়ত দেখেছেন। তিনি অবশ্যই আমার নিয়ত অনুসারে বিচার করবেন। তিনি জানেন, আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি।

সাকী : এ সমাজের কোনো তরুণী যেন সিনেমার অন্ধকার জগতে পা না দেয়, এ সম্পর্কে কি কি উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে?

আমাতুল্লাহ : এ সমাজের কোনো তরুণী যেন সিনেমার অন্ধকার জগতে পা না দেয়, তার জন্যে সর্বপ্রথম উদ্যোগ নিতে হবে তার বাবা-মাকে। কারণ, প্রতিটি শিশু তার পরিবারের আদর্শে বড় হয়। তারা যা শেখান, তারা তাই শেখে। কাজেই বাবা-মা ও পরিবারের অভিভাবকদের দায়িত্ব হলো, তারা সিনেমার অন্ধকার দিকগুলো তাদের সন্তানের সামনে মেলে ধরবে। সিনেমায় গেলে পর্দা লংঘন হবে, পরপুরুষদের সঙ্গে মিশতে হবে, ঘনিষ্ট হতে হবে। এগুলো তার মেয়ের জন্যে যে খুবই খারাপ, তা বাবা-মা ঠান্ডা মাথায় বোঝাবেন।

আমি মনে করি, এ সমাজে যতগুলো পেশা আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে নোংরা পেশা হলো শোবিজ। কাজেই কোনো মেয়ে যেন ওদিকে পা

Scanned by CamScanner

না বাড়ায়, তার ব্যাপারে বাবা-মা সতর্ক থাকবেন। যদি কারও সন্তান ওদিকে যেতে আগ্রহ দেখায় তা হলে প্রয়োজনে বাবা-মা শক্ত অবস্থান নেবেন। শাসন করবেন। এই দায়িত্বটুকু তারা পালন করলে সন্তানের মঙ্গল হবে।

সাকী : এখন তো আপনি ঘরে থাকেন। আপনার হাতে প্রচুর সময়। বাইরের ব্যস্ত জীবন থেকে ছুটি নিয়েছেন। এ কারণে কখনো কি একঘেয়েমি লাগে? বা আপনার সময় কাটে কীভাবে?

আমাতুল্লাহ : একসময় ছিল, যখন আমার ঘরে থাকতে ইচ্ছে হত না। বাইরে ঘুরতে ভালো লাগত। কিন্তু এখন আমি এমন হয়ে গেছি যে, আমার ঘরে থাকতেই ভালো লাগে। বাইরে যেতে একটুও ইচ্ছে হয় না। বাইরে গেলে খুবই বিরক্তি লাগে।

সত্যি করে বলছি, আমার বাসায় থাকতে একটুও একঘেয়েমি লাগে না। কিতাব পড়ি, দ্বীন জানি, বাসার লোকদের সঙ্গে কথা বলি। এভাবে আমার সময়গুলো দিব্যি আনন্দে কেটে যাচ্ছে।

সাকী : কখনো কি মনে হয় যে, আপনি আপনার যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা নষ্ট করছেন। এমন কথা বর্তমান সময়ের অনেক তথাকথিত প্রগতিশীলদের মুখে শোনা যায়?

আমাতুল্লাহ : আমার মাঝে কোনো যোগ্যতাই নেই। আপনি হয়তো বলবেন, আমি অভিনয় করতাম। আমার মাঝে অভিনয়ের যোগ্যতা ছিল! আসলে ওটা কোনো যোগ্যতাই নয়। অভিনয় কোনো যোগ্যতা হতে পারে না। এই রূপ-সৌন্দর্য কি আমি সৃষ্টি করেছি? করিনি। এগুলো আল্লাহ দিয়েছেন। আল্লাহ না চাইলে আমি কখনো এগুলোর অধিকারী হতে পারতাম না। তিনি দিয়েছেন বলেই আমি পেয়েছি। কাজেই সৌন্দর্য যখন আল্লাহ দিয়েছেন, তখন অবশ্যই আল্লাহর কাছ থেকে জানতে হবে যে, আমি আমার এই সৌন্দর্য কোথায় ব্যবহার করব? তিনি আমাকে আমার সৌন্দর্য যেখানে প্রদর্শন করতে বলবেন, আমি শুধু সেখানেই প্রদর্শন করব। তিনি যেখানে যেখানে আমার

Scanned by CamScanner

সৌন্দর্য ঢেকে রাখতে বলবেন, আমি অবশ্যই সেখানে আমার সৌন্দর্য ঢেকে রাখবো।

আল্লাহ তো বলেননি যে, তুমি তোমার সৌন্দর্য ও মেধা শোবিজে প্রদর্শন করো। তা হলে আমি কেন সেখানে আমার সৌন্দর্য প্রদর্শন করব। আমি কেন আল্লাহর দেওয়া এই সৌন্দর্যের অপমান করব! এটা আমি করতে পারি না। কাজেই আমি মনে করি, দ্বীনের পথে আসার কারণে আমার মেধা, প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার অবমূল্যায়ন হয়নি।

সাকী : গ্ল্যামার, অর্থ, যশ, ক্ষতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা— এগুলোর শূন্যতা কি আপনাকে কখনো কষ্ট দেয়? যদি কষ্ট দেয় তখন তাথেকে উত্তরণের জন্যে আপনি কী পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন?

আমাতুল্লাহ : একটা সময় ছিল, যখন আমি বাংলাদেশের সবচেয়ে দামী বিউটি পার্লারে গিয়ে আমার সৌন্দর্যের পেছনে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করেছি। ত্বকের সৌন্দর্য ধরে রাখার জন্যে আমাকে প্রচুর সময়ও ব্যয় করতে হয়েছে। দ্বীনের পথে আসার পর বুঝেছি, গ্ল্যামার, অর্থ, যশ, ক্ষতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পেছনে আমি যেভাবে ছুটছি, তা আমার জন্যে জাহান্নামের আগুন বয়ে আনছে। তা আমার জন্যে চরম ক্ষতির ঝড় ডেকে আনছে। এই ভাবনা মনের ভেতর আসার পর থেকে ওগুলোর জন্যে আমি কখনো কষ্ট পাই না। বরং এত দিন কেন আমি বোকার মতো গ্ল্যামার, অর্থ, যশ, ক্ষতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার পেছনে অন্ধের মতো ছোটাছুটি করেছি, তা ভেবে এখন আরও কষ্ট লাগে।

সাকী : ইসলাম আপনাকে কী দিয়েছে? আপনি দ্বীনের পথে এসে সবচেয়ে বড় কোন নিআমতটি পেয়েছেন?

আমাতুল্লাহ : আমি মনে করি, একজন মানুষের জন্যে দ্বীনটাই তো বড় নিআমত। পৃথিবীর বুকে এরচেয়ে বড় নিআমত হতে পারে না। দ্বীন পেয়েছি, মানে সব পেয়েছি। একজন মানুষ যদি দুনিয়ার সবধরনের

Scanned by CamScanner

সম্পত্তির অধিকারী হয়, অর্থ-বিত্ত ও ক্ষমতার মালিক হয়; কিন্তু সে দ্বীন না পায় তা হলে বুঝতে হবে, সে কিছুই পায়নি। আরেকজন মানুষ খুবই দরিদ্র ও অসহায়। তার হাতে টাকা-পয়সা নেই, মাথা গোজার মতো আশ্রয় নেই। সামাজিক শক্তি-প্রতিপত্তি নেই; কিন্তু তার দ্বীন আছে। আল্লাহর মুহাব্বত আছে। বুঝতে হবে, ওই লোকটা কিছু না পেয়েও সব পেয়েছে। কারণ, সে আল্লাহকে পেয়েছে। আর যে আল্লাহকে পায় তার মাঝে অন্য কোনো কিছু পাওয়ার আশা থাকতে পারে না।

সাকী : আপনার ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা কী?

আমাতুল্লাহ : দুনিয়া হলো এমন একটা জায়গা, যেখানে মানুষের চাওয়া-পাওয়ার শেষ নেই। একটা চাওয়া পূরণ না হতেই আরেকটা চাওয়া এসে হাজির হয়। এজন্যে আমার দুনিয়াকে নিয়ে কোনো চাওয়া নেই। আমি এই দুনিয়ার বুকে খুবই সাধারণভাবে জীবন কাটাতে চাই। আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে দুনিয়ার সবধরনের ফেতনা-ফাসাদ থেকে নিরাপদ রাখেন। আখেরাতের সবগুলো স্তর আমি যেন অনায়াসে পেরোতে পারি, এটাই আমার একমাত্র চাওয়া। এর বাইরে আমার কোনো চাওয়া নেই।

আমি যেন আল্লাহর ওপর রাজি-খুশি থেকে মরতে পারি, এটাই আমার একমাত্র ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা। আপনার সবাই আমার জন্যে দুআ করবেন, আল্লাহ যেন আমার শেষ চাওয়াটুকু পূরণ করেন। আপনাদের জন্যেও আমি দুআ করব। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হ ফেয।

Scanned by CamScanner

নাজনীন আক্তার হ্যাপী

এই তো কিছু দিন আগেও তিনি ছিলেন ঢালিউডের জনপ্রিয় নায়িকা। অর্থ, গ্ল্যামার, জনপ্রিয়তা ও শোবিজ জগতে অবস্থান– সবই ছিলো তাঁর। কিন্তু সে-সব ছেড়ে এখন তিনি আপদমস্তক পর্দাবৃত দ্বীনদার মুসলিম নারী। সিনেমার অন্ধকার জগত ছেড়ে চলে এসেছেন হিদায়াতের আলোকিত ভুবনে। পড়াশুনা করছেন মাদরাসায়। যাচ্ছেন দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে।...

তাঁর জীবনে কীভাবে এলো এত বড় পরিবর্তন?
আলোর এমন উদ্ভাসিত ঝলক তিনি কোথায় পেলেন?
কীভাবে তিনি 'হ্যাপী' থেকে 'আমাতুল্লাহ' হলেন?
সেলুলয়েডের তীব্র আকর্ষণ উপেক্ষা করে কীভাবে চলে এলেন মাদরাসায়?
হিদায়াতের রাজপথে তাঁর উঠে আসার সরুপথ কি ফুলের মতো কোমল ছিলো?
না, তাঁকে মাড়াতে হয়েছে অবর্ণনীয় কষ্ট, উপেক্ষা ও নির্যাতনের কণ্টকাকীর্ণ পথ?
জীবনের পাটাতনে বিশাল দিকবদলে তাঁকে কি শুধু নিজের সঙ্গে লড়তে হয়েছে?
না, যুদ্ধ করতে হয়েছে এত দিনের চেনা মুখ আর সুপরিচিত স্বজনদের সঙ্গেও?

এমন কিছু প্রশ্ন নিয়ে আমরা মুখোমুখি হয়েছিলাম তাঁর সঙ্গে। তিনি আমাদের কাছে বলেছেন তাঁর জীবনের আদ্যোপান্ত। শৈশব, তারুণ্য ও দাম্পত্য জীবন থেকে শুরু করে সুখ-দুখের অবলা কথাগুলো আমাদের বলেছেন। তিনি যেমন তাঁর স্বপ্নের কথা বলেছেন, তেমনই বলেছেন স্বপ্নভঙ্গের ব্যথাভরা অনুভূতির কথাও।

সত্যি বলছি, আমাদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় যখন তিনি তাঁর জীবনের সেই বেদনাবিধুর উপাখ্যান বলছিলেন আমরা আমাদের অশ্রু ধরে রাখতে পারিনি। আমরা চেষ্টা করেছি, তাঁর কথাগুলো তাঁর ভাষায় তুলে ধরতে। আশা করি, বইটি পড়ে একটি জীবন্ত সাক্ষাৎকারের স্বাদ অনুভব করবেন। সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে আলোর পথে এগুনোর সবটুকু রসদ এ বইয়ে রয়েছে।

আবদুল্লাহ আল ফারুক

Scanned by CamScanner